সর্ব্বামোদতরঙ্গিণী।

গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণং।

নমামি নিত্যং তমচিন্ত্যশক্তিং
যন্নির্ণয়েস্যাদ্বহু বাক্য ভেদঃ।
অসম্ভবঃ সম্ভব এব যস্য
প্রভাবতস্তং পরিচিন্তয়ামি ॥

অর্থাৎ।

অচিন্ত্যশক্তিমানকে করি নমস্কার।
যার শক্তি নিরূপণে বিবাদ বিস্তার ॥
অসম্ভব সম্ভব প্রভাবে হয় যার।
তারি চিন্তারূপকরি মঙ্গল আচার ॥

রাজধানী ও রাজবর্ণন।

সকল রাজ শিরোমণি ইংরাজ রাজ, তস্য রাজধানী ইদানী এই কলিকাতা নগরী কিবা মনোহর পুরী যে. এ

প্রকার চমৎকার শোভার বিস্তার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, দ্রবিড়, সৌরাষ্ট্র, তৈলঙ্গ, কাশী, কাশ্মীর, মথুরাযোধ্যা, ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি কোন প্রদেশেই দৃশ্য হয় না। আহা! কিবা নগরের সুদৃশ্য চতুঃপার্শ্ব অকৃত্রিম ও কৃত্রিম খাতে বেষ্টিত হইয়াছে, অর্থাৎ পশ্চিমে ও দক্ষিণে সুবিমল গঙ্গাজল কল কল শব্দে বহিতেছে। এবং পূর্ব্ব ও উত্তরদিগে কল্পিত নদীর নীর চলাচল হইতেছে। ও কিবা নগর প্রবেশ জন্য জলোপরি দোদুল্যমান রজ্জু, কাষ্ঠ লৌহ নির্ম্মাণ নানাবিধান সোপান সংযুক্ত সেতু বন্ধন। ও কিবা রাত্রিকালে সকলে দিবাবৎ দেখিতে পান, এজন্য দীপমালার উদ্দীপন। ও কিবা ভাগীরথী জলমধ্যে স্থলবৎ সহস্র সহস্র লোকের অজস্র রূপে বাসোপযুক্ত জাহাজ নাম অর্ণবযান। ও কিবা তদুপরি সুদৃশ্য মাস্তুল বেষ্টিত শ্বেত, পীত, নীল, রক্ত নানাবর্ণ সংযুক্ত পতাকা অর্থাৎ নীশান সকল উড্ডীয়মান। ও কিবা জলে ও অনলের বলে কলের জাহাজ চলে যে, তাহা বিরুদ্ধ বায়ু বিরুদ্ধ স্রোতেও অনবরুদ্ধ। ও কিবা পতিতপাবনী সুরধুনীর নীরতীরে চিত্র বিচিত্র পবিত্র ইষ্টকালয় যে, তদ্দর্শনে স্বর্গ দর্শন অনায়াসেই সিদ্ধ। ও কিবা সুবিস্তার রাজপথের মধ্যে যানবাহনারোহণে বারম্বার জনসমূহের অভিসার। ও কিবা পন্থার পার্শ্বে জল যন্ত্রের কলে উত্থিত জলের সঞ্চার। ও কিবা টাকশালে টাকার কল, যাহাতে অবিকল মায়া চক্রের ন্যায় চক্রে স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র খণ্ড প্রতি দণ্ড সৃষ্ট হইয়া, পুষ্প

বৃষ্টির ন্যায় পতিত হইতেছে। ও কিবা গোধূম চূর্ণ কলের কৌশল, যাহাতে সহস্রলোকের বলে সাধ্য ব্যাপার অনায়াসেই নির্ব্বাহ পাইতেছে, অর্থাৎ গোধূম পাতন মাত্র তুষাবঘাতন হইয়া, চালন যন্ত্রে না জানি কি মন্ত্রে চালিত ও চূর্ণিত ও পরিষ্কৃত হইয়া পড়িতেছে। ও কিবা উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট জনসমূহঘুষ্ট স্পৃষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠাদি সহস্র সহস্র পণ্য বীথিকা। অর্থাৎ হাজার হাজার রাস্তার বাজার যে, তাহাতে অপরিমিত দ্রব্য সামগ্রী বায়ুবেগে মেঘ সঞ্চারের ন্যায় ক্ষণমাত্রেই কোথা হইতে সঞ্চারিত হয় ও কোথায় যায় তাহার নিশ্চয় করণে সকলেই অশক্ত। ও কিবা নানা দিগ্দেশানীত মনোনীত স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তাদি ও চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভক্ষ্যাদির দোকান অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় স্থান যে, তাহা দেখিবা মাত্র নির্লোভীও লোভে সংসক্ত। ও কিবা পরিপাটী কুঠি বাটী যে তাহাতে যুগপৎ কতিপয় সংখ্যক লোক কর্ম্ম করিতেছে, তাহার অনুমান ও পরিমাণ অসাধ্য। ও কিবা জুষ্টীশ পীশ পুলীশ নামক কদর্য্য চৌর্য্য পারদার্য্য কার্য্যের বিচার জন্য দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রাজ দণ্ডধারির ধর্ম্মাধিকরণ যে, তাহাতে অতি অবাধ্য ব্যক্তিও ধর্ম্ম শৃঙ্খলে বাধ্য। ও কিবা উকীল কৌন্সলী জুরী জুষ্টীশ যুক্ত বাদী প্রতিবাদীর বিষয় বিরোধ ভঞ্জন নিমিত্ত সুপ্রেম কোর্ট নামক বিচারালয় যে, তথাকার সদ্বিচারে রাজার প্রতি প্রজার সুপ্রেম অনায়াসেই সম্ভব। ও কিবা জনপদের আপদ সম্পদ কালে হিতাহিত ব্যবস্থা স্থাপনার্থে সর্ব্ব

সাধারণ জনগণোপবেশন জন্য সুবিশাল টৌনহাল যে, তাহাতে বক্তার বক্তৃতায় অবশ্যই সারাৎসার মীমাংসা সম্ভব। ও কিবা ত্রেজুরী নামক রাজ কোষাগার যে, তথাকার স্বর্ণ রৌপ্য বিবিধ দ্রব্য দেখিয়া, দেবতাদিগের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের মনেও লোভ হয়। ও কিবা ব্যাঙ্কাভিধান নিঃশঙ্ক আদান প্রদান স্থান যে, তাহাতে ব্যঙ্কনোট নোট নোট বলাতেও কাহার সাধ্য যে কেহ লুঠিয়া লয়। ও কিবা টালা প্রভৃতির বৃহৎ নীলাম ঘর যে, সে ঘরে প্রবেশ করিয়া, দ্রব্য সামগ্রী দেখিবা মাত্রেই মনে হয় যে নিলাম্ নিলাম্। ও কিবা উইলসন প্রভৃতির বহুতর হোটেল নামক আহার বিহার স্থান যে, সে স্থানে প্রস্থান করিলে পুনরায় স্বস্থানে আসিতে হয় না, অনায়াসেই তজ্জাতিত্ব প্রাপ্তি হইয়া মনে হয় যে, জন্মের মত গেলাম গেলাম। ও কিবা লাল নীল শ্বেত পীত বিবিধ বর্ণের পুষ্প পরাগচুম্বিত, কাক চক্ষু বিম্বিত, লালদীঘি ও গোলদীঘি প্রভৃতি দীর্ঘ দীর্ঘিকার সুশীতল জল। ও কিবা তৎপার্শ্বস্থিত শৈত্য, সৌগন্ধ্য, মান্দ্য ত্রিবিধ প্রকার বায়ু পরিমল। ও কিবা মিষনরী পাদরী জনগণে ভূষিত ও বাইবেল গাস্পেল গ্রন্থের বচনামৃত সেচিত, সুমেরু শৃঙ্গবৎ মহোচ্চ চর্চ্চ নামক ধর্ম্মালয়। ও কিবা নিরবদ্য বিদ্যোদ্যোতিত, বিদ্বজ্জন শোভিত কালেজ নামক বিদ্যালয়। ও কিবা বহুরঙ্গী, তুঙ্গ তুরঙ্গসঙ্গী চৌরঙ্গীর মাঠে কোষ্ঠ প্রকোষ্ঠ সংযুক্ত মনোরম্য হর্ম্ম্যাবলী। ও কিবা পিপীলিকা শ্রেণীবৎ অস্ত্র শস্ত্র সংযুক্ত অশ্বারূঢ়

পদাতিক প্রভৃতি বহুবিধ সৈন্য সামন্ত শোভিত কেল্লার দ্বারে সেপাহী মণ্ডলী। ও কিবা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালবৎ উচ্চ নীচ ভূমি ভূষিত দুর্জ্জয় দুর্গ যে, তন্মধ্যে প্রথমতঃ প্রবেশমাত্র পাতালভুবন ও মর্ত্ত্যভুবন ও স্বর্গভুবন ক্রমে ত্রিভুবন দর্শন হয়। ও কিবা দুর্জ্জয় দুর্গ হইতে, মুহুর্ম্মুহুঃ বজ্রের সমান কামান শব্দ যে, তাহা শুনিয়া; লক্ষ লক্ষ বিপক্ষ পক্ষ সহজেই স্তব্ধ। ও কিবা জয়ঢক্কা তুরী ভেরীতাদি বহুবিধ মনোহর যন্ত্র নির্গত সুমধুর গড়েরবাদ্য যে, তাহা শ্রবণে সদ্যই বিদগ্ধের চঞ্চলচিত্ত ক্ষুব্ধ ওমুগ্ধ। ও কিবা পরিপাটী রাজবাটীর পুরোবর্ত্তি মরকত মণিতে খচিতের ন্যায় তৃণ সঞ্চারিত বায়ুব্যাদান স্থান ও তৎসন্নিধান শ্বেত পীত নীল রক্ত নানাবর্ণ কুসুমযুক্ত পুষ্পোদ্যান যে, তাহা দর্শনে ইন্দ্রের আরামকে ঘৃণায় রাম রাম বলিতে হয়। ও কিবা রাজবাটীতে প্রবেশ জন্য পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চতুর্দ্দিগে চতুর্দ্দ্বার যে, তাহাতে রাজার সিংহ প্রতাপ সূচক সিংহ চতুষ্টয় শত্রু মর্দ্দন জন্য সর্ব্বদা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে ইহাই অনুমান হয়। ও কিবা রাজবাটীতে প্রবিষ্ট বিশিষ্টানুশিষ্ট উৎকৃষ্ট রাজমন্ত্রি রাজ সভাসৎ প্রভৃতির যান বাহন রথারোহণ পূর্ব্বক গমনাগমনযে, তাহা দর্শন করিলে; অত্যুচ্চ ইন্দ্রের ইন্দ্রালয়কে তুচ্ছইজ্ঞান হয়। ও কিবা স্বর্ণবর্ণ ন্যক্কারীকৃত, চমৎকৃত, পরিষ্কৃত মহোচ্চ রাজবাটীর শোভা। ও কিবা তদুপরিস্থিত গগণস্পর্শ গোলাকার গুম্বজ ও পুত্তলাদির প্রভা। ও কিবা রাজ বাটীর প্রকোষ্ঠোপরি

নানাদেশীয় নানা জাতীয় নানা প্রকার পরিচ্ছদাদিপরিবৃত জনসমূহের একত্র সংগ্রহ যে, তন্মধ্যে হিন্দু, মুসল্‌মান, ইহুদী, খৃষ্টান্ ও তদন্তঃপাতি বহুবিধ জাতি, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং সেখ, সৈয়দ, মোগোল, পাঠান, এবং কোহেন, লেবায়, ইজরেইল এবং গ্রীক, অর্ম্মণী, জর্ম্মণী, ফিরিঙ্গী, ফরাসীস্, দেনেমার, ওলেন্দাজ, ইংরাজ প্রভৃতির সমাগম হওয়াতে, সর্ব্বদাই বহু শাস্ত্রান্দোলনে, বহু ধর্ম্মাধর্ম্মের তর্ক বিতর্ক জল্পনে, বহু প্রকার বাদানুবাদ অতএব অনুমান করি যে, এই কলিকাতা নগরীকে স্বর্গের আদর্শ স্থান রূপে পরমেশ্বর স্বহস্তেই নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

পয়ার।

কলিকাতা কি আশ্চর্য্য পুরী আহা মরি।
ইন্দ্রের অমর পুরী তুচ্ছ বোধ করি॥
কলিকাতা পুরী আর অমর নিলয়।
বিধাতা তুলায় ধরি দেখিল উভয়॥
তুচ্ছ হল উচ্চে গেল অমর নগর।
কলিকাতা নীচে রৈল অতি গুরুতর॥
অমর পুরেতে বৃহস্পতিই পণ্ডিত।
হেতা দেখি ঘর ঘর পণ্ডিতে মণ্ডিত॥
অমর পুরেতে এক মাত্র কল্পবৃক্ষ।
দাতা কল্পতরু হেতা আছে লক্ষ লক্ষ॥
দেবাসুর দুই জাতি স্বর্গে বাস করে।
কত জাতি কলিকাতা নগর ভিতরে॥
সুরপুর বল্যে বড় ছিল ভারি ভুর।

ইংরাজ আসিয়া দর্প করিলেক চূর॥
মরি মরি কিবা রাজা কিবা রাজনীত।
কিবা পাত্র কিবা মিত্র রাজ মনোনীত॥
ঈশ্বর যখন যার সহায় তখন।
সেই ধন্য অগ্রগণ্য সেই বিচক্ষণ॥

কি কব গবর্ণর রাজার রাজত্ব।
রাজত্বের কাছে হারে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব॥
ধর্ম্মে যেন যুধিষ্ঠির দানে যেন কর্ণ।
যাচকের আশা পূর্ণ করে দিয়া স্বর্ণ॥
ভীমের সমান দেখি এ রাজার বল।
কুবের সমান দেখি ঐশ্বর্য্য অচল॥
অজিত্ যে রণজিত সেহ পরাজিত।
রণ সজ্জা দেখে শত্রু হয় পলায়িত।
যত মুসল্মান ছিল দেশে ভয়ঙ্কর॥
কামানের শব্দে তারা হল দেশান্তর॥
দিল্লীশ্বর দিল্লী ছেড়ে গেল কোন দেশে।
সন্ধি করো বিত্তভোগী হল এসে শেসে॥
কি কব রাজার গুণ শত্রু নাহি মারে।
শত্রুকেও মিত্র ভাবে পালেন আহারে॥
রাখিতে মানির মান নাহিক এমন।
খোর পোষ দিয়া পোষে কতেক যবন॥
জিনিয়া ভরত গড় আপনার বলে।
স্থাপিত করিল রাজ্যে দুরজন শালে॥
টিপুর সন্তান সব হাপু গণে ছিল।
বাপু বাছা বলে সেই সন্তানে পালিল॥

এমন দয়ার নিধি কোথা আছে আর।
যার রাজ্যে লয় তারি যোগায় আহার ॥
রাজ্য লওয়া সে কেবল শান্তির কারণ।
দুর্জ্জনের দৌর্জ্জন্য করিতে বারণ ॥
নেপালের নৃপাল দেখিয়া পরাক্রম।
কর দিয়া করিল সে সন্ধির নিয়ম ॥
আর কত শত রাজা প্রজার সমান।
ইংরাজ রাজার সব করে গুণ গান ॥
কি উত্তর কি দক্ষিণ কি পশ্চিম পূর্ব্ব।
সর্ব্ব দেশে পরাক্রম হইল অপূর্ব্ব ॥
ভূমণ্ডলে প্রকাশিত সুবিমল যশ ॥
সূর্য্যের সমান আলো করে দিগ দশ।
রাম রাজ্য মত দেখি এরাজ্যে বিচার।
কখন কোথাও নাই কোন অত্যাচার ॥
পিতার সমান পালে যত প্রজাগণ।
সুখে নিদ্রা যায় প্রজা লয়ে ধন জন ॥
কি কব রাজার কত প্রতাপ প্রচণ্ড।
প্রতাপের তাপে তপ্ত হইল মার্ত্তণ্ড ॥
জয়ঢাক বাদ্য আর কামানের শব্দ।
শুনিলে সকল শত্রু ভয়ে হয় স্তব্ধ ॥
আফগান দেশে বড় ছিল অহঙ্কার।
তারাও যুদ্ধে হারিয়া করে হাহাকার ॥
ক্ষুদ্র যত রাজা তারা অজার সমান।
সন্ধি করো কর যোড়ে করে কর দান ॥
কি কব রাজার সৈন্য বড়ই দুর্জ্জয়।
এক যায় আর হয় নাহি দেখি ক্ষয় ॥

যেমন রক্তবীজের ছিল যোদ্ধাগণ।
পতন হইলে হৈত পুনরুদ্দীপন ॥
তেমতি ইংরাজ সৈন্য দেখি যে অমর।
এক গেলে অন্য হয় তাহার দোষর ॥
লেপ্টেন্ মরিলে হয় সৌলজর লেপ্টেন।
কাপ্তেন মরিলে হয় লেপ্টেন্ কাপ্তেন ॥
কর্ণেল্ মরিলে হয় কাপ্তেন্ কর্ণেল্।
জেন্রেল মরিলে হয় কর্ণেল্ জেন্রেল্ ॥
তাই বলি যোদ্ধা যেন রক্তবীজ বংশ।
কোনরূপে সেনাদের নাহি দেখি ধ্বংস ॥
ক্রমে সর্ব্বদেশ জয়ী হইল ইংরাজ।
কে আছে ভুবনে আর হেন মহারাজ ॥
দেশ জয়ী হয়ে রাজা কলিকাতা স্থানে।
সিংহাসনে উপবিষ্ট সম্রাট বিধানে ॥
চারিদিগে এডিকম্প দেখে লাগে কম্প।
গোরাগণ রাজদ্বারে করে লম্ফ ঝম্প ॥
গড়ের বাদ্য বাজায় মন্দিরে যখন।
জ্ঞান হয় স্বর্গে যেন দুন্দুভি বাজন ॥
বলবীর্য্য দেখে এই করি অনুভাব।
এ দেশে দেবতা বুঝি হৈল আবির্ভাব ॥
শ্বেতদ্বীপে দেবতার বাস শুনা যায়।
তাঁরাই বুঝি হিন্দুর হলেন সহায় ॥
গৌরনর অর্থে বুঝি নাম গবর্ণর।
রাজা হন এত নহে সাধারণ নর ॥
সাম দান দণ্ডভেদ রাজনীত মত।
রাজ্য করে গবর্ণর রাজা অবিরত ॥

রাজার সুখ্যাতি শুনে অন্যদেশী জন।
বাণিজ্য করিতে এসে লয়ে নানা ধন ॥
ধর্ম্ম অবতার ধর্ম্ম রক্ষার কারণ।
সদাই গবর্ণরের দেখি আকিঞ্চন ॥
কি হিন্দু কি মুসল্‌মান ইহুদী খৃষ্টান্।
স্বজাতীয় ধর্ম্মমতে করে অবস্থান ॥
কারো ধর্ম্মে রাজা নাহি করে হস্তার্পণ।
বিনা পক্ষপাতে করে ধর্ম্মের স্থাপন ॥
যার যা ইচ্ছা সে করে বিধিমত কর্ম্ম।
এক রাজা সকল ধর্ম্মের যেন বর্ম্ম ॥
ধন্য রাজা পুণ্যদেশ ধন্য মন্ত্রীগণ।
একই নিয়মে সবে করেন শাসন ॥
বাঘ আর গোরু এক ঘাটে জল খায়।
মরি মরি কিবা রাজ্য হায় হায় হায় ॥

প্রস্তাবারম্ভ।

এক দিবস মহানগরে মহারাজ-মন্দিরে এক মহতী সভা হইল, তদুপলক্ষে নানা দিগ্দেশীয়, নানা জাতীয়, নানা পরিচ্ছদেপরিবৃত, নানা ধর্ম্মাবলম্বী, ধনী, মানী, গুণী, জ্ঞানী সকলে একত্র হওয়াতে, সভার শোভা কি পর্য্যন্ত হইল তাহার বিস্তার বর্ণনে বর্ণাভাব। রাজ-মন্দিরের তৃতীয় প্রকোষ্ঠে রাজার সম্মুখে যথাযোগ্য আসনোপবেশনে প্রাপ্ত-সম্মান হইলে, রাজা প্রত্যেকের পরিচয় গ্রহণার্থে, অনুকম্পা পূর্ব্বক এডিকম্প নামক পার্শ্বদ রাজ-সভাসদদিগকে আজ্ঞা

করাতে, তন্মধ্যে একজন সভাজন সুভাজন বিজ্ঞ বিচক্ষণ রাজ-মন্ত্রী ছিলেন, তিনি সকলের পরিচয় গ্রহণে উদ্যত হইয়া এই প্রস্তাব করিতে লাগিলেন।

রাজমন্ত্রীর উক্তি।

হে সভাস্থ সজ্জনগণ! আপনারা ভিন্নভিন্নাবয়ব, ভিন্ন দেশোদ্ভব, ভিন্ন ভিন্ন বেশী, ভিন্ন ভাষাভাষী অতএব অনুমান করি যে, ভিন্ন মতাবলম্বী হইবেন; আপনাদিগের কি নাম? কোথায় ধাম? কোন আশ্রম? কি গোত্র? কিরূপ চরিত্র? এবং কাহার কোন্ ধর্ম্ম? কাহার কোন কর্ম্ম? কাহার কিপ্রকার আচার ব্যবহার? তাহার বিস্তার শ্রবণে রাজার শুশ্রূষা হইয়াছে, অতএব বিশেষ করিয়া বর্ণন করুন।

তখন রাজ-মন্ত্রীর মুখে রাজার অনুমতি অবগতি হওয়াতে, সকলেই স্ব স্ব নাম, ধাম, ধর্ম্ম, কর্ম্ম প্রকাশ করিয়া বলিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু একদা সকলেরি বিবক্ষা হওয়াতে, কেহ কাহারো অপেক্ষা না করাতে, বিষম গোলোযোগ উপস্থিত হইল, তন্নিমিত্ত মন্ত্রীবর সভাস্থ সকলকে নিরস্ত রাখিবার জন্য মনস্থ করিয়া, পুনশ্চ কহিলেন যে, আপনারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান, অগ্রপশ্চাৎ সম্ভাষণে মানাপমান জ্ঞান করিবেন না, অতএব একাদিক্রমে আত্মপরিচয় দিলে ভাল হয়। আপনাদিগের অবাস্তরে

যদ্যাপি বহু শাখা প্রশাখা থাকুক, কিন্তু স্থূলতো জাতি চতুষ্টয় দেখিতেছি, অর্থাৎ হিন্দুজাতি, ও মুসলমান জাতি, ও ইহুদী জাতি ও খৃষ্টান্ জাতি, অতএব এই চারি জাতির চারিজন ব্যক্তি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিশেষ করিয়া স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্ম বৃত্তান্ত কহিলে অনায়াসে রাজার শুশ্রূষার পূর্ত্তি হইতে পারে।

মন্ত্রীবরের এই সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া, সর্ব্বাগ্রে এক-জন হিন্দু গাত্রোত্থান পুরঃসর আপনাদিগের সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম সংক্ষেপে কহিতে আরম্ভ করিলেন।

হিন্দুর আকৃতি ও ধর্ম্মবিবৃতি।

মালাকণ্ঠে শিখাশীর্ষে
কপালে তিলকং তথা।
মনু ধর্ম্মাশ্রিতো হিন্দু
র্লম্বশাট পটাবৃতঃ॥

অর্থাৎ।

গলায় মালিকা শিখা মাথায়।
ললাট ফলকে তিলক তায়॥
ত্রিকচ্ছ বিধানে বসন পরে।
উত্তরীয় বস্ত্র অঙ্গেতে ধরে॥
মনুর ধর্ম্মেতে নাম মানব।
শ্রুতি স্মৃতি মতে বিধান সব॥

হে মন্ত্রীবর! অস্মদাদিকে হিন্দুশব্দে যবন গোষ্ঠী মুসলমানেরা নির্ব্বাচন করেন, তাহাদিগের মতে হিন্দুশব্দের অর্থ যাবনিক ভাষায় কৃষ্ণবর্ণকে এবং নাস্তিক পুরুষকে বুঝায়, অতএব হিন্দুশব্দে নাস্তিক, কিন্তু আমরা নাস্তিক নহি, প্রধান আস্তিক ও মনু ধর্ম্মাশ্রিত মানব বলিয়া খ্যাত। আমাদিগের মত গুরু সেই ভগবান্ মনু বেদমূলক ধর্ম্ম কহেন, এজন্য তাঁহার স্মৃতি শ্রুতি সম্মত প্রযুক্ত সকল স্মৃতির মধ্যে অগ্রগণ্য ও মান্য, সেমতে অস্মদাদির ব্রহ্মজ্ঞান প্রধান পুরুষার্থ হয়। সেই ব্রহ্মের লক্ষণ এই যে, তিনি সত্য, আনন্দ, অদ্বয়, অমৃত, একরূপ, বাক্যমনেরঅগোচর, সর্ব্বাতীত, চিদেক রস, দেশকালাপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বব্যাপী, অপাদ হইয়াও শীঘ্র গামী, অপাণি হইয়াও সর্ব্বগ্রাহী, অচক্ষু হইয়াও সর্ব্বদর্শী, অশ্রোত্র হইয়াও সর্ব্ব শ্রোতা, এবং সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিমান, সকলেরি সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্ত্তা হয়েন। কিন্তু সেই ব্রহ্মজ্ঞান সহজে লভ্য নহে। এজন্য বৈদিক মতে সেই ব্রহ্মের আকার প্রকার কল্পনায় আমরা অগ্রে চিত্ত শুদ্ধি করিয়া থাকি, এবং চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তে কর্ম্ম ও উপাসনা উভয়েরি প্রয়োজন হয় তাহাও সেই বেদে কহিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মের রূপ কল্পনা আমরা সেচ্ছামতে করি নাই, কিন্তু সে কল্পনা ব্রহ্মই আপনি করিয়াছেন, তাহা না হইলে সর্ব্ব-সাধারণের অর্থাৎ অকৃতচিত্তশুদ্ধির সাধন সিদ্ধি হইতে পারিত না। মনঃ স্থৈর্য্যের নিমিত্তে বেদের বিধান মতে আমরা সেই ব্রহ্মকে কেহবা জগৎ-কর্ত্তা পিতা বলিয়া,

কেহ বা জগৎকর্ত্রী মাতা বলিয়া ভজনা করি, যেহেতুক তিনি পিতামাতা উভয়ই বটেন। তথাহি গীতাঃ—(পিতাহমস্য জগতোমাতা ধাতা পিতামহঃ) অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর কহিয়াছেন যে, আমিই এই জগতের পিতা হই, এবং মাতা হই, এবং বিধাতা পিতামহও হই। অপর আরো কহিয়াছেন যে, যথা (মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং) অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে যে প্রকারে ভজে আমিও তাহাকে সেই প্রকারে দর্শন দিই। এই জন্য অস্মদাদির গায়ত্রী মন্ত্রে পুরুষ প্রকৃতি উভয়েরি উপাসনা করিতে হয়। অর্থাৎ সেই এক নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প সবিতা অর্থাৎ জগৎ প্রসবিতা দেবতাকে রজোগুণে ব্রহ্মা করিয়া, এবং সত্ত্ব গুণে বিষ্ণু করিয়া, এবং তমোগুণে রুদ্র করিয়া, অথবা তত্তদ্দেবতার শক্তি ব্রহ্মাণী ও বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণী করিয়া, প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নকালে ও সায়ংকালে ধ্যান ধারণা করিতে হয়। এবং যেহেতুক জ্ঞানাজ্ঞান এই দুই পদার্থ পরস্পর বিরোধী অর্থাৎ জ্ঞানেতে করিয়া চিত্তের অন্ধকার দূর হয়, এবং অজ্ঞানেতে করিয়া চিত্তকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে, এজন্য পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান না হইলে, প্রত্যক্ষ উপাসনা জন্য তিমিরারি সূর্য্য মণ্ডলেই আমাদিগের উপাসনা বিধান বেদে উক্ত হইয়াছে, যেহেতুক (সবৈ শরীরী প্রথমঃ) অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ উপাসনার জন্য প্রথম শরীরী অর্থাৎ অধিদেব রূপে সর্ব্বদেবতাকে অধিকার করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে মূর্ত্তিমান হইয়াছেন। অধিকন্তু বেদে কহেন, (আদিত্যো ব্রহ্মণঃ প্রথম

রেতসঃ।) অর্থাৎ আদিত্য ব্রহ্মের প্রথম রেত, কি না প্রথম তেজ হয়েন, সুতরাং এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের সূর্য্যমণ্ডলে অধিষ্ঠান বিধান সুপষ্ট দেখা যাইতেছে। কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলের তেজ চিন্তায় প্রাকৃত তেজের উপাসনা করি এমত নহে, আমরা প্রাকৃত তেজের মধ্যেও অপ্রাকৃত তেজকে অর্থাৎ ব্রহ্মতেজকেই চিন্তা করিয়া থাকি, যেহেতুক বেদান্তে কহিয়াছেন, (অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ) অর্থাৎ সেই সূর্য্যমণ্ডলের অন্তরে যিনি লক্ষ্য হয়েন, তাঁহাতে ব্রহ্মেরি ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই সূর্য্য-মণ্ডলান্তর্যামি পুরুষকে চিন্তা করত, তাঁহার অখণ্ড তেজ প্রকাশ পাইলে, যখন আমাদিগের মনের অন্ধকার দূর হয়, তখন আমরা অনায়াসে আপন হৃদয়েই ব্রহ্মের সত্ত্বাকে অনুভব করিতে যোগ্য হই, সেই অনুভবের নাম চিত্তশুদ্ধি, তৎকালে ঊর্দ্ধ অধো যেখানে চক্ষু অর্পণ করা যায় সেই খানেই ব্রহ্ম তেজস্ফূর্ত্তি পায়; বেদে কহিয়াছেনঃ—(আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ) অর্থাৎ অন্ধকারের পর যে আদিত্যবর্ণ তেজ সেই ব্রহ্ম-তেজ। এবং গীতাতেও কহিয়াছেন, (জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞান গম্যং হৃদিসর্ব্বস্য বিষ্ঠিতং জ্যোতিষামপিতজ্জ্যোতি স্তমসঃ পরমুচ্যতে।) অর্থাৎ সকল তেজের তেজ যিনি অন্ধকারের অতীত তিনিই ব্রহ্ম পদার্থ। পুনশ্চ বেদ কহিয়াছেন, (যেন সূর্য্যস্তপতি সেন্দ্রনতত্র সূর্য্যোভাতি নচন্দ্র তারকং নেমাবিদ্যুতোভান্তি কুতয়মগ্নিঃ তমেব ভান্ত মনুভাতি সত্যংতস্য ভাষা সর্ব্ব মিদং বিভাতীতি শ্রুতেঃ।) অর্থাৎ যে তেজেতে করিয়া সূর্য্য তেজীয়ান্

হইয়াছেন, (এবং যে তেজেতে করিয়া ইন্দ্র তেজীয়ান্ হইয়াছেন) তিনিই তেজো-ব্রহ্ম, তাঁহার নিকট সূর্য্য, কিম্বা চন্দ্র, কিম্বা তারা, কিম্বা বিদ্যুদগ্নি ইহাদিগের কাহারো তেজঃস্ফূর্ত্তি পায় না, সুতরাং অগ্নির দীপ্তি কোথায়? তাঁহারি প্রতিভায় ভানুর প্রভা, অতএব তাহাঁ হইতে সকলি প্রকাশ পাইতেছে। এজন্য বৈদিক মতে সূর্য্যমণ্ডল চিন্তায় মণ্ডলান্তর্যামি ব্রহ্মেরি আরাধনা সিদ্ধ হয়। সেই মণ্ডল মধ্যে যিনি থাকেন, তাঁহাকেই আমরা গায়ত্রীমন্ত্রার্থ বলে নিরাকার ও সাকার বলিয়া, এবং সাকারেতেও পুরুষ প্রকৃতি রূপে পিতামাতা বলিয়া চিন্তা করি, ইহা যুক্তিতেও অযুক্ত নহে, যেহেতুক ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তিতে সকলি সম্ভব। তাহাও কহিয়াছেন [আত্মনো বিচিত্রাশক্তি রেবহি বেদান্তসূত্রং] অর্থাৎ সেই পরমাত্মা ব্রহ্মের বিচিত্রা শক্তি হয়, সে শক্তিতে কিছুই অসাধ্য নহে, এবং শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে, [পরাস্য শক্তি বহুধাচ বিদ্যতে, স্বাভাবিকীজ্ঞান বল ক্রিয়াচ] অর্থাৎ সেই ব্রহ্মের পরাশক্তি অনেকধা হয়, অর্থাৎ জ্ঞান ও বল ও ক্রিয়া ইত্যাদি স্বভাবসিদ্ধ। অর্থাৎ সেই পরমাত্মা ব্রহ্মের বিচিত্রা শক্তি। আর শ্রুতির অনুকূল স্মৃতিতেও এই প্রকার উপাসনা কহিয়াছেন, এবং তন্ত্রশাস্ত্রে ও পুরাণাদি শাস্ত্রেও কহিয়াছেন, সেই সূর্য্যমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তি দেবতা ব্রহ্মেরি স্বাংশভূত বিচিত্রাশক্তি, ইনি সকল দেবতাকে অধিকার করিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহার নাম অধিদৈব শব্দে বেদ নির্ব্বাচন করিয়াছেন। তিনিই

উপাসনার প্রকরণ ভেদে পঞ্চায়তন হয়েন। তন্নিমিত্ত অন্ন-দাদির উপাসনা কাণ্ডে পঞ্চায়তনী দীক্ষা উক্ত হইয়াছে। কেহবা মণ্ডলান্তর্যামিকে সূর্য্যদেব জ্ঞানে উপাসনা করেন। কেহবা তাঁহাকেই (ধ্যেয়ঃসদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী) ই-ত্যাদি ধ্যানে নারায়ণ জ্ঞানে উপাসনা করেন। কেহবা শিব জ্ঞানে উপাসনা করেন। কেহবা গণেশ জ্ঞানে উপাসনা করেন। কেহবা তত্তদ্দেবতার শক্তি বেদমাতা সাবিত্রী অর্থাৎ সরস্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গা ইত্যাদি জ্ঞানে উপাসনা করেন। ফলি তার্থ উপাসনা ভেদে উপাস্য ভেদ হয় না, একথাও বেদান্ত দর্শনে সিদ্ধান্ত হইয়াছে। (তথাহি সর্ব্ব বেদান্ত প্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ) অর্থাৎ সকল বেদের নির্ণয়রূপ যে উপাসনা সে একই হয়, অর্থাৎ বেদে সর্ব্বমতেই এক আত্মারি উপাসনা কহিয়াছেন, তাঁহারি বিবিধ সংজ্ঞা (ব্রহ্মেতি পর-মাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।) অর্থাৎ তাঁহাকে ব্রহ্মও বলা যায়, পরমাত্মাও বলা যায়, ভগবানো বলা যায়, সুতরাং ভগবান্ বলিলে ভগবতীও বলা সম্ভব, অতএব এপঞ্চ প্রকারে এক পরমাত্মা ব্রহ্মেরি উপাসনা সিদ্ধ ইহাই আমাদিগের বেদের মত। এবং বেদের অনুযায়িক তন্ত্রেও যদি বহুরূপ কল্পনা আছে, কিন্তু সে সকল দেবতারো আসন সূর্য্যমণ্ডলই হইয়াছে, কেহ সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থং কেহবা সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থাং করিয়া কহেন, ইহাতেও লিঙ্গভেদে বস্তুভেদ হয় না। পূর্ব্বেই কহিয়াছি, আমরা এক ব্রহ্মকেই পিতামাতা উভয় প্রকারেই

ভজনা করি, এবং উভয় প্রকারেই ভজনা করা বিধেয় হয়। যেহেতুক পুরুষ প্রকৃতিরূপে ব্রহ্মকেই সাংখ্য দর্শনে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। ফলিতার্থ তেজো মধ্যে আমরা যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আকার প্রকারে উপাসনা করি, তিনি এক ব্যতীত দুই নহেন, কেবল রুচি ভেদে আকার ভেদ, যেহেতুক সকল মনুষ্যের এক প্রকার রুচি নহে, পরমেশ্বর রুচ্যনুসারে সকলের মানস পূর্ত্তি করণার্থে আপনিই বহুরূপ ধারণ করিয়াছেন। বেদান্তে কহেন (নানা শব্দাদিভেদাৎ) আর প্রত্যক্ষ মতে যেমন এই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে পুরুষ প্রকৃতির উপাসনা করি, এইরূপ পরোক্ষ জ্যোতির্ম্মধ্যে অর্থাৎ নিত্যধামে আমরা সেই পুরুষ প্রকৃতিরি ধ্যান ধারণা করিয়া থাকি। কেহবা সেই প্রকৃতি পুরুষকে লক্ষ্মী নারায়ণ করিয়া বলি, কেহবা রাধাকৃষ্ণ বলি, কেহবা সীতারাম বলি, কেহবা উমামহেশ্বর বলি, ইত্যাদি ইহাতেও বস্তুভেদ হয় না, বরং যাহারা ভেদ জ্ঞান করেন, তাঁহারদিগকে নারকী করিয়া কহিয়াছেন, তথাহি (ভেদকৃন্নরকংব্রজেৎ।) অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভেদজ্ঞান করে সে নরকে যায়। কিন্তু বেদান্তে কহেন, (তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ) অর্থাৎ সেই একনিষ্ঠ হইলে মোক্ষ হয়, দুই জানিলে মোক্ষ হয় না। বেদেও কহিয়াছেন (তমেবৈকং জানথ) তাঁহাকেই এক করিয়া জান। (একমেবা দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম) অর্থাৎ ব্রহ্ম এক ব্যতীত দুই নহেন। এতাবতা এক ব্রহ্ম জ্ঞানই প্রধান জ্ঞান সে জ্ঞান যাহার না হয়, তাহাকে শাস্ত্রে অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গী করিয়া কহিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ড

ও উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই তিনকাণ্ডই বেদে উক্ত হই-য়াছে, অতএব অধিকারিভেদে উপাসনা ভেদমাত্র এবং সেই জন্যেই বহুশাস্ত্র। তথাহি (অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্য শেষতঃ) অর্থাৎ অধিকারি বিশেষে অশেষশাস্ত্র উক্ত হইয়াছে। অপর যাহাদিগের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, তাহাদিগকে কর্ম্মকাণ্ডেই থাকিতে হয়, এবং যাহাদিগের কর্ম্মকাণ্ডে কথক কথক চিত্ত শুদ্ধি হইয়াছে, তাহাদিগের উপাসনাকাণ্ডে অধিকার জন্মে, অর্থাৎ মনেং উপাসনা করিতে যোগ্যতা হয়। এবং যাহা-রদিগের উপাসনার পরিপাক হইয়াছে, তাহারদিগের স-ম্বন্ধে জ্ঞান আপনিই স্ফূর্ত্তি পায়। ফলিতার্থ এতিন কাণ্ডেরি তাৎপর্য্য এক ব্রহ্ম প্রাপ্তি মাত্র যত ক্ষণ ব্রহ্ম প্রাপ্তি না হয়, তত ক্ষণ উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ অবশ্যই থাকে, সুতরাং (ভবান্ প্রভুরহং দাসঃ) অর্থাৎ হে পরমেশ্বর! তুমি আমার প্রভু আমি তোমার দাস হই, এবম্প্রকার ভাবনাই কর্ত্তব্য হয়। কিন্তু যখন জ্ঞানোদয় হয়, তখন উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ থাকে না। তত্ত্বমসীতি লক্ষণে জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্য হয়, অর্থাৎ জীবেতে ও ব্রহ্মেতে এক জ্ঞান হয়, ভেদাভেদ থাকে না, এজন্য সবল অধিকারী ও দুর্ব্বল অধিকারী দুই পক্ষ হয়, এই দুই পক্ষ ভেদে দ্বৈতাদ্বৈত ভাব শাস্ত্রে কহিয়াছেন, ত-থাহি (একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখং।) অর্থাৎ একত্ব ভাবে অথবা পরস্পর ভিন্ন ভাবে অথবা বিশ্ব মধ্যে সর্ব্বত্রেই তাঁহার মুখ এই জ্ঞানে বহু ভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করা যোগ্য হয়। ফলিতার্থ ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ কেবল

কথায় হয় না, তাদাত্মিক হইলেই হয়। যেহেতুক সেই ব্রহ্ম (অবাঙমনস গোচরং) অর্থাৎ বাক্যের গোচর নহেন, এবং অশুদ্ধ মনেরো গোচর নহেন, কেবল সর্ব্বদা তচ্চিন্তা করত, তাদাত্মিক হইলেই তৎপ্রসাদাৎ তত্ত্বমসিজ্ঞান স্ফূর্ত্তি পায়। নতুবা যাহারা অনবরত ঘট পটাদি ভিন্ন বস্তু দেখিতেছে, কিন্তু সেই ঘট পটাদি যাহার সত্তায় দৃশ্য হইতেছে তাঁহাকে দর্শন করে না, তাঁহাদিগের চক্ষে কি প্রকারে অপ্রাকৃত ব্রহ্ম তেজ স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে? এবং তদ্রূপ যাহারা মনে মনে ও সর্ব্বদা প্রাকৃত বিষয় স্ত্রী পুত্র ধন জনাদি চিন্তা করিতেছে, কিন্তু সে সকল বিষয়ের সৃষ্টিকর্ত্তাকে দেখে না, তাঁহাদিগেরো মনে সে ব্রহ্ম তত্ত্বানুভব কিরূপে হইতে পারে? অতএব ব্রহ্মজ্ঞান সহজে সাধ্য নহে। বহু জন্মের তপস্যায় সে জ্ঞান সাধ্য হয়। তাহাও শাস্ত্রে কহিয়াছেন, (বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাংপ্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি সমহাত্মা সুদুর্লভঃ) অর্থাৎ বহু জন্মের পরে জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে প্রপন্ন হয়, তন্মধ্যে যে ব্যক্তি বাসুদেব ময় সমুদায় জগৎকে দেখে, সে মহাত্মা পুরুষ অতিশয় দুর্লভ। অধিকন্তু কাম ক্রোধ লোভাদি সত্ত্বে কেহ ব্রহ্মজ্ঞান পাইবার যোগ্য হইতে পারে না। জিতেন্দ্রিয় হইয়া সর্ব্বভূতে দয়াপূর্ব্বক সম দৃষ্টি হইলেই সে জ্ঞান আপনা হইতে স্ফূর্ত্তি পায়। অতএব আমরা যাবৎ লোক ব্যবহারে আসক্ত চিত্ত হইয়া, গার্হস্থ্য কর্ম্মে আবৃত থাকি, তাবৎ উপাস্যোপাসক ভাবে সেই ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকেই অবলম্বন করি। তাহাতে ক্রমে

চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞানে অধিকার জন্মে, বরং তাহাতেও অশক্ত হইলে, সেইরূপের অনুরূপ প্রতিমাদিতেও চিত্তার্পণ করিয়া ক্রমে মনঃস্থির করি। কিন্তু প্রতিমাদি পূজার অধিকারকে অস্মদাদির শাস্ত্রমতে কনিষ্ঠাধিকার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন তথাহি (অপ্সু দেবামনুষ্যাণাং দিবি দেবামনীষিণাং কাষ্ঠ লোষ্ট্রেষুমূর্খানাং যুক্তস্যাত্মনিদেবতা) অর্থাৎ সামান্য মনুষ্যের জলেতে দেব বুদ্ধি হয়, মনীষী অর্থাৎ কৃত বুদ্ধির স্বর্গে দেব বুদ্ধি হয়, কাষ্ঠে অথবা লোষ্ট্রে অর্থাৎ মৃত্তিকাদি পিণ্ডে মূর্খদিগের দেব বুদ্ধি হয়, কিন্তু যোগযুক্ত পুরুষের আত্মাতেই দেব বুদ্ধি হয়। কিন্তু অনীশ্বরবাদি নাস্তিক হওয়া অপেক্ষা আস্তিক মতে ঈশ্বরকে কোন প্রকারে উপাসনা করা ভাল। তাহাতে দোষ নাই, যেহেতুক অনধিকারী হওয়া অপেক্ষা কনিষ্ঠাধিকারী হওয়াও শ্রেয়। আর এপ্রকার উপাসনা করিলেও আমারদিগের সাধনা সিদ্ধি হয়, যেহেতুক প্রতিমাদিতেও সেই ব্রহ্মেরি সত্ত্বা আছে, এবং ব্রহ্মই লক্ষ্য হইয়াছেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদিও আমরা অখণ্ড ব্রহ্মকে খণ্ড জ্ঞানে খণ্ড করিয়া একদেশে দর্শন করি, অর্থাৎ গঙ্গাদি জলে, কিম্বা কাশী মথুরাদি স্থলে, কিম্বা পার্থিবাদী লিঙ্গে, কিম্বা অন্তরীক্ষে সূর্য্যমণ্ডলে দেখি, তথাপি তিনি কি অস্মদাদির মনোগত ভাব সেই সেই স্থানে অধিষ্ঠান করত দেখিতে পান না? এমত কোন প্রকারেই সম্ভব নহে, যেহেতুক তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্রেই

আছেন, সকলিই জানেন এবং সকলেরি মানস পূর্ত্তি করেন। বিশেষতঃ গীতায় কহিয়াছেন (সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোক্ষি শিরো মুখং। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্যাতিষ্ঠতি ॥) অর্থাৎ সেই ব্রহ্মের সর্ব্বত্রেই হস্তপদ আছে, সর্ব্বত্রেই চক্ষুঃ প্রকাশ আছে, সর্ব্বত্রেই মস্তক ও মুখ আছে, সর্ব্বত্রেই কর্ণ আছে, যেহেতুক তিনি সর্ব্বভূতকে আবরণ করিয়া কিনা ক্রোড়ে করিয়া আছেন। সুতরাং যে ব্রহ্ম জলস্থল অন্তরীক্ষ সমুদায় জগৎকে আবরণ করিয়া, অর্থাৎ ক্রোড়ে করিয়া থাকেন, তাঁহাকে আমরা যেখানে যেমতে পূজোপহার দান করি, তাহাতো তিনিই গ্রহণ করেন ইহাতে সন্দেহ কি? আর আমরা অবস্থা বিশেষে এই সকল কর্ম্মকাণ্ড বেদোক্ত মতেই করিয়া থাকি, অতএব বেদের আজ্ঞা প্রতিপালনে দোষী হইতে পারি না, কারণ সেই বেদ পরমেশ্বরের সকলের নির্ব্বাহ জন্য আপনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার আজ্ঞাপালনে তাঁহার তোষ ব্যতীত রোষ হওনের সম্ভাবনা হইতে পারে না। বেদান্তে কহেন (শাস্ত্রযোনিত্বাৎ) অর্থাৎ বেদশাস্ত্রের জনক ব্রহ্মই হয়েন। বেদের বিধান মতে আমাদিগের মধ্যে চতুরাশ্রম এবং চতুর্ব্বর্ণ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ ও বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রম হয়। এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ও শূদ্র এইচারি জাতি হয়, অতএব আপন আপন আশ্রম ও জাত্যনুসারে ধর্ম্মাচরণ করিয়া, আমরা সেই এক ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হই। ইহাই আমারদিগের দৃঢ় নিশ্চয়, এই বৈদিক ধর্ম্মাচরণ

করিলেই, ইহলোকে সুখ ও পরলোকেও স্বর্গ হয়। এবং সর্ব্ব শেষে পরমসুখ যে মোক্ষ তাহাও সম্ভব, নতুবা ইহলোকেও দুঃখ ও পরলোকেও নরক যাতনা হয়। অতএব ধর্ম্ম ব্যতিরেক কোনমতেই দুঃখ নিবারণ সম্ভব নহে।

অস্মদাদির সাধারণ ধর্ম্ম লক্ষণ দশ প্রকার হয়। তাহাও অস্মদাদির মত গুরু ভগবান্ মনু কহিয়াছেনঃ—তথাহি (ধৃতি ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধোদশকং ধর্ম্ম লক্ষণং) ইহার অর্থ ধৃতিঃ অর্থাৎ ইষ্ট পদার্থের বিয়োগ হইলে, অনিষ্ট লাভেও মনঃ স্থির রাখা, অর্থাৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করা। ১। ক্ষমা অর্থাৎ অপকারি ব্যক্তির প্রত্যপকার না করিয়া অপরাধমার্জ্জনা করা। ২। দমঃ অর্থাৎ অন্তরেন্দ্রিয় মনের নিগ্রহ কি না মনকে আপনার বশে রাখা। ৩। অস্তেয়ঃ অর্থাৎ চৌর্য্য না করা, কি না পর ধনাদিতে লোভ না করা। ৪। শৌচ অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচার পূর্ব্বক মাতা পিতা গুরু ব্রাহ্মণাদির সেবা করা। ৫। ইন্দ্রিয় নিগ্রহঃ অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় হস্ত পদাদির নিগ্রহ করা। অর্থাৎ অগ্রাহ্য গ্রহণ, অগম্যদেশগমন ও অভক্ষ্য ভক্ষণ ইত্যাদি না করা। ৬। ধীঃ অর্থাৎ শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য জানা। ৭। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া এক ব্রহ্মোপাসনা করা। ৮। সত্য অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য না কহা এবং সত্য প্রতিপালন করা। ৯। অক্রোধঃ অর্থাৎ ক্রোধসম্বরণ করা হত্যাদি মহাপাতক না করা। ১০।

হিন্দুজাতি যখন রাজমন্ত্রীর নিকট সংক্ষেপতঃ আপনা-

দিগের ধর্ম্ম বৃত্তান্ত কহিলেন, তখন অনেক যবন জাতীয় মুসলমান ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিবাদ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন।

মুসলমান যবনাকৃতি ও যাবনিক ধর্ম্ম বিবৃতি।

মুক্তকচ্ছস্তাজশীর্ষোপাজামাসম্বৃতঃ সদা।
জামাঙ্গোলম্বিতশ্মশ্রুর্ম্মুসল্মানোমহম্মদী॥

অন্যচ্চ।

দ্বিফালকেশোবহুবস্ত্রবেশো-
পলাণ্ডুগন্ধঃ সততং মদান্ধঃ।
বিমুক্তকচ্ছঃ কৃত হিন্দু তুচ্ছো
মহম্মদিষ্টো যবনোবলিষ্ঠঃ॥

পয়ার।

নাহিক কচ্ছ পাজামা পরা।
সকল অঙ্গ জামায় ভরা॥
মাথায় তাজ মুখেতে দাড়ী।
করেতে ধরিয়া আশার বাড়ী॥
মহম্মদ মতে সদাই চলে।
মুসল্মান সেই জনেরে বলে॥
দুদিকে জুল্পি দেখিতে বেশ।
মাথার মাঝেতে নাহিক কেশ॥
মুখেতে সদাই পেঁয়াজ গন্ধ।
কোরাণ পড়িয়া মদেতে অন্ধ॥
মহম্মদ যার হয়েন ইষ্ট।
সেইতো যবন বলে বলিষ্ঠ॥

হে রাজমন্ত্রী! আপনি এই যে হিন্দুকে দেখিতেছেন, ইহারা নিতান্ত কাফের অর্থাৎ অনীশ্বর পরায়ণ। ইহাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি মিথ্যা, ঘোর অধার্ম্মিক। যেহেতুক সকল দেশেই এক ঈশ্বর বলে, ইহারা বহু ঈশ্বর বাদী। তেত্রিশকোটী দেবতাকে মানে, এবং সকলকেই ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তা করিয়া জানে, এবং স্থাবর অস্থাবর কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, পাষাণ, নদ নদী, চন্দ্র, সূর্য্যাদি এবং মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি পূজা করে। অধিকন্তু ইহারা যে সকল প্রতিমাকে পূজা করে, সে নিতান্ত ত্যাজ্য। যেহেতুক হিন্দুর দেবতা উপরে চিকণ চোকণ ভিতরেতে খ্যাড়। অতএব হিন্দুর অপেক্ষা অধিকতর ভণ্ড ও পাষণ্ড কোথায় কে আছে? কোন দেশেই এমত মূর্খ দৃশ্য হয় না। অধিক কি কহিব? ইহারা গরুর বিন্মূত্রকে পবিত্র বলিয়া জানে, এবং পাপ কর্ম্ম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে, তাহারি ভক্ষণে আপনাকে নিষ্পাপ করিয়া মানে। অধিকন্তু গোময় না হইলে ইহাদিগের স্থান শুদ্ধ হয় না, এজন্য যেস্থানে ভোজন করে, সেস্থান গোময় দিয়া মার্জ্জনাদি করে, অতএব এমত নিঘৃন্য জঘন্য অন্য কোন জাতি পৃথিবীতে নাই। ইহাদিগের শাস্ত্র সকলি অশাস্ত্র, অর্থাৎ তাহাতে জীবহিংসার নিষেধ আছে। যদি জীবহিংসাপূর্ব্বক মাংসাদি ভক্ষণ না করিতে হয়, তবে মনুষ্য কি খাইয়া বলবান্ হইবেক? সুতরাং এই জন্যেই হীনবল হিন্দুদিগকে আমরা কএকজন মুসলমান গিজনী

আরবদেশ হইতে আসিয়া রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলাম। সে সকল বৃত্তান্ত তওয়ারিখে অর্থাৎ ইতিহাসগ্রন্থে প্রকাশ আছে। তদবধি ইহাদিগের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে সে সমুচিত হইয়াছে দেখ পূর্ব্বে যে সকল স্থানে ইহাদিগের মন্দির ছিল, সে স্থানে আমরা মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছি, এবং ইহাদিগের ধন জন কতই অপহরণ পূর্ব্বক আমরা স্বদেশে লইয়া গিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। আমাদিগের পয়গম্বর মহম্মদের মতে হিন্দুদিগকে দুঃখ দিলেই পুণ্য হয়, এ কারণ আমরা ইহাদিগের গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি করিতে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি করি নাই। অতএব এই কাফেরদিগের মূলেই ধর্ম্ম নাই। তবে আপনি কি জন্য ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়া, অনর্থক ক্লেশ পাইতেছেন? যদিস্যাৎ যথার্থ ধর্ম্মবৃত্তান্ত শুনিবার অভিলাষ থাকে, তবে অস্মদাদির ধর্ম্ম যাহা সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ তাহা শ্রবণ করুন। আমাদিগকে হিন্দুরা নীচ যবন বলে, কিন্তু আমরা যবন নহি পতিত পাবন আমাদিগের নাম মুসলমান। সে শব্দের ব্যুৎপত্তি হিন্দুরা জানে না, অর্থাৎ মুছল্লম ইমান যাহাদিগের তাহারাই মুসলমান কি না সম্পূর্ণ ধার্ম্মিক, ইহাই অস্মদাদির পরিচয় জানিবেন। হিন্দুদিগের শাস্ত্র অতি পূর্ব্বকালে চলিত ছিল। তৎপরে পয়গম্বর মুষার শাস্ত্র চলে, তদনন্তর পয়গম্বর ইষা অর্থাৎ ইষুখৃষ্টের শাস্ত্র চলে, কিন্তু সর্ব্বশেষে আমাদিগের পয়গম্বর মহম্মদ যিনি ঈশ্বরের দোস্ত অর্থাৎ পরমবন্ধু তিনি অবতার হইয়া কোরাণ শাস্ত্রকে প্রকাশ

করিয়াছেন। এজন্য অস্মদাদির শাস্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রাপেক্ষা আধুনিক প্রযুক্ত অধিক মান্য। কেবল আমরাই মরিয়া বেহেস্তে অর্থাৎ স্বর্গে যাইব। অপর সকল জাতি দোজখে অর্থাৎ নরকে যাইবেক। দেখ আমাদিগের শাস্ত্রবক্তা মহম্মদ নবীন শাস্ত্র প্রকাশ করাতে, প্রাচীন যত শাস্ত্র ছিল তাহা অমান্য হইয়া গিয়াছে। যেহেতুক পরবন্ধন দৃঢ় হইলে, পূর্ব্ব বন্ধন শ্লথ হয় একথায় কে অবিশ্বাস করিবেক? শাস্ত্র যত নূতন হয় ততই ভাল, পুরাতন হইলেই পুরাতন পাঁজির ন্যায় গতাজী হয়। আমাদিগের শাস্ত্রবক্তা মহম্মদের সহিত প্রত্যহ জীবরিন নামক ঈশ্বরীয় দুতের কথোপকথন হইত। তাহাতে যে সময়ে যে বিধি প্রকাশ করা আবশ্যক হইত, তাহা দুত দ্বারা ঈশ্বরকে জানাইয়া তাঁহার অনুমতিক্রমেই প্রকাশ করিতেন। এই মতে কোরাণশাস্ত্র ক্রমশঃ২ সংগ্রহ হইয়াছে। কোরাণের তুল্য অন্য কোন শাস্ত্রই নাই। যেহেতুক কোরাণে স্পষ্ট লেখা আছে যে, ঈশ্বরের হাতো নাই, পাও নাই, তিনি নিরাকার, কিন্তু তাঁহার অঙ্গের নুর অর্থাৎ জ্যোতি অতিশয় জাজ্বল্যমান, সে আলো কোটী২ চন্দ্র সূর্য্য হইতেও গুরুতর। তাহার নাম জাতেবাবরকাৎ অর্থাৎ মঙ্গলাস্পদ। লাসরিক অর্থাৎ কলা রহিত। কাদরেবেচুন অর্থাৎ অতুল্যশক্তিমান্। ওখালকেমখলুকাৎ অর্থাৎ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, ইত্যাদি বহু বিশেষণ উক্ত আছে। আর আমাদিগের মতগুরু মহম্মদ সশরীরে স্বর্গে গিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছিলেন, একথা অন্যত্র কেহ জানে

না, কিন্তু আমাদিগের কোরাণে জানা যায়। মহম্মদ এক দিবস অলবোরাক নামক পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ঈশ্বরীয় দুত জীবরিনের সমভিব্যাহারে সপ্ত স্বর্গ অতিক্রম করিয়া, বেহেস্তে ঈশ্বরের সিংহাসন পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। তথায় ঈশ্বরের সিংহাসনে "লা ইলা ইল্লেল্লা" এই কএকটী অক্ষর আরবীতে লেখা আছে, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া মক্কায় আসিয়া সেই মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তদবধি আমরা সেই মন্ত্রই জপ করি। হিন্দুরা আমাদিগের দেবতার নাম শুনিয়া কর্ণে হাত দেয়, এজন্য আমরাও কর্ণে হাত দিয়া "লা ইলা ইল্লেল্লা" বলিয়া বাং দিই, অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে এমত চীৎকার শব্দ করি যে, তাহাতে হিন্দুরা আমাদিগের নিকটে আসিতে না পারিয়া দুর হইতে পলায়ন পরায়ণ হয়। হিন্দুরা যাহাকে হিত বলে, আমরা তাহাকেই বিপরীত বলি। এজন্য হিন্দুরা আমাদিগকে কলির বরপুত্র করিয়া কহে। যেহেতুক কলিতে সকলিই উলটা কিন্তু তাহারা জানে না যে এক্ষণে উলটা পাশা পড়িয়াছে। অতএব আমরা কোরাণ মতে হিন্দুধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছি। তাহাতেই আমাদিগের সর্ব্ব দেশেই মত চলিয়াছে। দেখ হিন্দুরা যুক্ত কচ্ছ, আমরা মুক্ত কচ্ছ, হিন্দুরা শিখাধারী, আমরা যেখানে শিখা রাখিতে হয়, সেখানে ক্ষৌর করি। হিন্দুরা গো সেবা করে, আমরা গো হত্যা করি। হিন্দুরা তম্মাংসকে অভক্ষ্য করিয়া জানে, আমরা তাহাকেই সুভক্ষ্য করিয়া জানি। হিন্দুরা বামাবর্ত্তে

লিপি করে, আমরা দক্ষিণাবর্ত্তে লিপি করি। হিন্দুরা পাত্রের সোঝাদিগে ভোজন করে, আমরা তাহারি উল্টাদিগে ভোজন করি। হিন্দুরা বিধবাকে বিবাহ করিতে পারে না, আমরা অনায়াসেই বিধবাকে বিবাহ করি। হিন্দুরা পূর্ব্বাস্য হইয়া ঈশ্বরারাধনা করে, আমরা পশ্চিমাস্য হইয়া ঈশ্বরারাধনা করি। হিন্দুরা কোন পর্ব্বাহ হইলে আমোদ প্রমোদ করে, আমরা কোন পর্ব্বাহ হইলে "হোসেন হাসেন" বলিয়া শোক তাপ করিয়া বক্ষস্থলে করাঘাত করি। অতএব বিপরীতকে হিত করিলেই ধর্ম্ম রক্ষা হয় শুদ্ধ এই জ্ঞানে আমাদিগের বেহেস্ত নসীব হইবেক অর্থাৎ স্বর্গপ্রাপ্তি হইবেক। আমাদিগের মহম্মদের জহুরা অর্থাৎ ঐশীয়শক্তি কি পর্য্যন্ত ছিল, তাহা কি বর্ণন করিব? তিনি এক দিবস তীরন্দাজীর দ্বারা চন্দ্র বিদ্ধ করিয়া দ্বিখণ্ড করিয়াছিলেন। এবং মক্কা হইতে মদীনানগরে আসিতে অচলবৃক্ষকে সচল করিয়াছিলেন। সর্ব্বোপরি তাঁহার জহুরা শাস্ত্র অপেক্ষা শস্ত্রেই প্রকাশ। যেহেতুক শস্ত্র বলেই আমরা মহম্মদীঝণ্ডা গাড়িয়া অর্থাৎ পতাকা প্রোথিত করিয়া সর্ব্বদেশজয়ী হইয়াছি। আর মহম্মদের শাস্ত্রেও অস্মদাদির পক্ষে অনেক সুগম হইয়াছে। যেহেতুক ঐ শাস্ত্রমতে বিবাহ চতুষ্টয় করা সাধ্য হয়। এবং তদ্ব্যতিরিক্ত উপপত্নী যত ইচ্ছা ততই করা যায়, তাহাতে কোন প্রত্যবায় হয় না। অধিকন্তু ঐ শাস্ত্রে বিশ্বাস করিয়া মরিলেও বেহেস্তে অনেক সুন্দরী স্ত্রী লাভ হয়। আর পাপ পুণ্যের বিষয়ে কোরাণে লিখিয়াছেন যে,

নর নারী তাবতেরি শরীরে ফেরেস্তা ও শয়তান থাকে, তাহাদিগের নিয়োগেই সৎপ্রবৃত্তি ও অসৎপ্রবৃত্তি হয়। আর মৃত্যু হইলে পর মনকর ও নকির নামক দুই জন যম দূত গোরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার ঈশ্বরের নাম কি? এবং তোমার কোন ধর্ম্ম? এবং তোমার পয়গম্বর কে হয়? তাহাতে যদি মৃত ব্যক্তি গোরে থাকিয়া উত্তর দেয় যে, আমার ঈশ্বর আল্লা ও আমার ধর্ম্ম ইসলাম ও আমার পয়গম্বর মহম্মদ, তবেই সম্পদ, নতুবা ঘোর বিপদ, এবম্প্রকারে মৃত ব্যক্তিকে সুখে বা দুঃখে প্রলয় দিন পর্য্যন্ত গোরেই বাস করিতে হয়। পরে রোজেকেয়ামত অর্থাৎ প্রলয়ের দিন উপস্থিত হইলে; পরমেশ্বরের নূতন সৃষ্ট্যারম্ভে যখন মড়ার ডাক হইবেক, তখন গোর হইতে সকলে ধূলা ঝাড়িয়া, গাত্রোত্থান করিয়া ঈশ্বরের নিকট বিচার প্রাপ্ত হইয়া, স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হইবেক। কিন্তু মুসলমান ভিন্ন অন্য কোন জাতি শুভ ফল প্রাপ্ত হইবেক না, ইহাই মহম্মদীয় কোরাণে স্পষ্ট লেখা আছে। অতএব আমরা কোরাণ শাস্ত্রেই বিশ্বাসপূর্ব্বক সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করি। অস্মদাদির ধর্ম্মের মূল এই পঞ্চ প্রকার লক্ষণ হয় তাহার বিশেষ এই যে প্রথমতঃ তৌহীদ অর্থাৎ ঈশ্বর এক ব্যতীত দুই নহেন এমত জ্ঞান করা। ১।

দ্বিতীয়তঃ আদল অর্থাৎ ভাল মন্দ বিচার করা। ২।

তৃতীয়তঃ নবুয়ৎ অর্থাৎ মহম্মদকে পয়গম্বর করিয়া জানা। ৩।

চতুর্থতঃ এমামৎ অর্থাৎ মহম্মদের দ্বাদশ জন শিষ্যকে ঐমান জ্ঞানে মর্য্যাদা করা। ৪।

পঞ্চমতঃ মোআদ অর্থাৎ এক দিন মহাপ্রলয় হইবেক এই কথায় বিশ্বাস রাখা। ৫। কিন্তু আমাদিগের মুসলমানের মধ্যে দুই সম্প্রদায় আছে। একের নাম সিয়া যাহাদিগকে এমাম মানিতে হয়। এবং দ্বিতীয়ের নাম শুন্নী সেমতে এমামের পরিবর্ত্তে খলাকৎ মানিতে হয় অর্থাৎ দ্বাদশ জনের বিনিময়ে মহম্মদের চারি জন ইয়ারকে সম্মান করিতে হয় ইহাই মতভেদ মাত্র। এই জন্য কেহ কেহ এমাম হোসেনের বার্ষিক কৃত্য অর্থাৎ যেরূপে দুই সহোদরে যুদ্ধে হত হইয়াছিলেন ও জলের অভাবে পিপাসায় হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া দুঃখ পাইয়াছিলেন, তৎসূচনার্থে কাগজের গোয়ারাদি করিয়া, ছাতি পিটিয়া থাকেন। কেহবা গোয়ারা গোয়ারের কর্ম্ম বলিয়া করেন না। কিন্তু ছাতি পেটা উভয়তই সমান। অতএব অস্মদাদির ধর্ম্ম অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কোথায় আছে?

যখন যবন জাতীয় মুসলমান এই পর্য্যন্ত ধর্ম্ম বৃত্তান্ত কহিলেন, তখন রাজসভায় জনেক ইহুদী ছিলেন, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া প্রবাদ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন।

ইহুদীর আকৃতি ও ধর্ম্ম বিবৃতি।

মুণ্ডিতং যস্য মুণ্ডংহি লম্বিতং শ্মশ্রুযন্মুখে।
কবা ঝুব্বাদি সংযুক্ত ইহুদী মূষ বল্লভঃ॥

পয়ার।

মুণ্ডিত মুণ্ড টুপিতে থোপ।
লম্বিত শ্মশ্রু লম্বিত গোঁপ॥
গায়েতে ঝুব্বা কাবার উপর।
তাহাতে ঘুন্টি শোভে সুন্দর॥
কোমর বন্ধ কোমর কসা।
ইহুদী গোষ্ঠী ভজেন মূষা॥

হে মন্ত্রীবর! আপনি কি জন্য ধূর্ত্ত শিরোমণি মহম্মদের মতাবলম্বী মুসলমানদিগের কথায় ভ্রান্ত হইতেছেন? ইহারা নিতান্ত মদান্ধ, এজন্য মদ বাহুল্যেই মহম্মদকে ভজে, ইহাদিগের অস্ত্রই শাস্ত্র যেহেতুক অস্ত্রবলেই অন্যান্য দেশীয় লোককে বিধর্ম্ম করিয়া স্বধর্ম্মে আনিয়াছে। এবং হত্যা কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম করিয়া মানিয়াছে। দেখ সর্ব্ব দেশেই ইহারা অসংখ্য মনুষ্য বধ করিয়া পৃথিবীকে রুধিরে পরিপ্লুতা করিয়াছে। ইহারা কামাসক্ত রমণীভক্ত অষ্টাদশ ব্যসনযুক্ত। অতএব আসক্তকে ভক্ত বলা যুক্তিতে যুক্ত হয় না। মুসলমান জাতি যথার্থই নীচ বটে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এবং ইহাদিগের শাস্ত্র যে কোরাণ, তাহাও স্বকপোলকল্পিত ধূর্ত্তের রচিত ইহাতেও সংশয় নাই। আমরা ইহাদিগের গুহ্য কথা সকলি জ্ঞাত আছি। অতএব তাহা আপন

কার শুশ্রূষার জন্য বলিতেছি। মুসলমানদিগের কোরাণ শাস্ত্র ঈশ্বরীয় দূত স্বর্গ হইতে আনিয়া দিয়াছে, এই যে প্রবাদ প্রকাশ করে, সে নিতান্ত অলীক ও অমূলক। বাস্তব-কথা এই যে মহম্মদ অতি কপটী ব্যক্তি ছিল, কপট করিয়া আপনাকে পয়গম্বররূপে বিখ্যাত করণার্থে জিবরীল কর্ত্তৃক কোরাণ নজুল হইয়াছে অর্থাৎ ভূমণ্ডলে পতিত হইয়াছে এই প্রকার মিথ্যা রটনা করিয়াছিল, নতুবা এমত ঘটনা কদাচ সম্ভব হয় না। মহম্মদ অতিশয় দুঃখী ছিল, কেবল একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, তাহারি বিধবা স্ত্রীর দাসত্ব করিয়া, তাহাকে স্ববশে আনিয়া অবশেষে তাহারি সঙ্গে বিবাহ করিয়া,তাহারি ধন সম্পত্তিতে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া কিয়ৎকাল বাণিজ্য ব্যবসায়াদি করে,পরে ভণ্ড তপস্বী হইয়া আপনাকে পয়গম্বর বলিয়া প্রকাশ করণার্থে, কোরাণ শাস্ত্র ঈশ্বরীয় দূত জিবরীলের নিকট পাইয়াছি বলিয়া লোকে ব্যক্ত করে। ফলিতার্থ যথার্থ বৃত্তান্ত এই যে, আব-দিয়া নামা এক জন আরমানীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া, তাহারি হস্তে স্বীয় রচিত কোরাণ গ্রন্থ দিয়া তাহাকে একটা ঘোর অন্ধকূপে প্রবিষ্ট করায়, তদনন্তর লোক সমারোহ করিয়া সকলকে ডাকিয়া বলি যে, দেখ কোরাণ শাস্ত্র আরবী ভাষায় ও আরবী অক্ষরে পরমেশ্বর স্বহস্তে লিখিয়া জিবরীল নামা দূতের হস্তে এই কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া-ছেন। তখন ঐ ধূর্ত্ত চূড়ামণি কপটাগ্রণী মহম্মদ সকলের সাক্ষাতে এবং তদ্দেশীয় রাজার সন্নিধানে ঐ কূপ মধ্যে

পাগড়ী এলাইয়া ফেলিয়াদিলেন,সেই পাগড়ীতে পূর্ব্ব মন্ত্রণা-নুসারে কূপস্থআরমানী মহম্মদের দত্ত পুস্তক বান্ধিয়া দিয়া, আপনি তন্মধ্যে নিঃশব্দে রহিল। তখন সর্ব্বসাধারণ লোককে কোরাণ নজুল হইয়াছে বলিয়া আপন পয়গম্বরী ও জারী-জুরী প্রকাশ করিয়া বসিল। এবং পাছে আরমানী কূপ হইতে নির্গত হইলে এ চাতুরী প্রকাশ পায়, ইত্যাশঙ্কায় সকলকে কহিল যে, ঈশ্বরের আজ্ঞা হইয়াছে যে, এই কূপে যে ব্যক্তি লোষ্ট্র নিঃক্ষেপ করিবেক তাহার অসংখ্য পুন্য হইবেক, অতএব তোমারা সকলে মাটির ডেলা নিঃক্ষেপ-করত কূপকে পরিপূর্ণ করহ, তদনুসারে সকলে তাহাই করিল। তাহাতে ঐ আরমানী কূপ মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সুতরাং গুপ্ত কথা ব্যক্ত না হওয়াতে কোরাণ শাস্ত্র ঈশ্বর দত্ত ইহাই লোকে বিশ্বাস করিল। অতএব এমত ধূর্ত্তের শাস্ত্রকে যে মুসলমান মান্যমান করে,সে মুসলমানের ধর্ম্ম ধর্ত্তব্য ও শ্রোতব্য কিপ্রকারে হইতে পারে? যদি যথার্থ ধর্ম্ম শ্রবণে শুশ্রূষা হইয়া থাকে, তবে অস্মদাদির পয়গম্বর মূষার ধর্ম্ম শ্রবণ করুন ইহা অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই।

আমাদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রের বক্তা মূষা পয়গম্বর তিনি, ঈশ্বরের কৃপা পাত্র সর্ব্বত্র সুব্যক্ত আছে। যৎকালে অস্মদাদি ইহুদীগোষ্ঠীকে মিশ্র দেশের রাজা ফরায়ুন আসেধ করিয়া রাখিয়াছিল, তৎকালে পরমেশ্বর ঐ মূষাকে অস্মদাদির বংশে নেবী নামা জাতি বিশেষে জন্ম দিয়াছিলেন। সেই মূষা স্বজাতীয় ইহুদী গোষ্ঠীকে মিশ্র দেশীয় রাজার কারাগার

হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। তদনন্তর ইহুদীদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া, কনায়ন দেশে যাইতে পথিমধ্যে সেনাই পর্ব্বতের উপর উঠিয়া,তথায় প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইয়া স্থগিত হইলে, ঈশ্বর তাঁহাকে কহিলেন যে, " পর্ব্বতে আমার অধিষ্ঠান হইয়াছে, এখানে পাদুকা সংযুক্ত আগমন করিওনা " মুষা তদ্বচনে পাদুকা ত্যাগপূর্ব্বক নিকটোপস্থিত হইলেন, পরে ঈশ্বর মুষাকে অগ্নির মধ্যে তেজোরূপে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন। তদনন্তর ঐ অগ্নির মধ্যে মুষা প্রবেশ করিয়া চত্বারিংশদ্দিবস পর্য্যন্ত থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া ঈশ্বরকে প্রসন্ন করাতে, তন্নিকটে প্রাপ্তবর ও লব্ধশাস্ত্র হইয়া, সেই শাস্ত্রকে লোকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু চল্লিশ দিন মুষার অন্তর্দ্ধান হওয়াতে তৎকালীন লোকেরা মুষার ভ্রাতৃ দত্ত স্বর্ণ নির্ম্মিত গোবৎস প্রতিমা পূজা করাতে, ঈশ্বর কোপ করিয়া ঐ পর্ব্বতকে প্রচণ্ড অগ্নি কিরণে বিদীর্ণ করিয়া, নানা শব্দাড়ম্বর করাতে তৎক্ষণাৎ লোক সকল মুষার মত গ্রহণ করিল। তদবধি মুষার শাস্ত্র প্রচলিত হইল। এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কতই চমৎকার দেখাইয়াছিলেন তাহা কি বর্ণনা করিব? বর্ণনে বর্ণাভাব। মুষার সঙ্গে সঙ্গেই পরমেশ্বর দিবসে ধূম্রাকারে এবং রজনীতে উল্কাকারে গমন করত পথপ্রদর্শন করাইয়াছিলেন। অতএব মুষার সদৃশ পরমেশ্বরের কৃপা পাত্র আর ত্রৈলোক্য মধ্যে কে আছে? অধিকন্তু মুষার আজ্ঞায় সমুদ্র শুষ্ক হওয়া ও দুর্ভিক্ষ কালে বৃক্ষ হইতে সেনা

নানা ঔষধির উৎপত্তি হওয়া ইত্যাদি অসম্ভব কার্য্যও সম্ভব হইয়াছিল। এতাদৃশ কার্য্য ঐশীয় শক্তি ব্যতিরেকে কি প্রকারে হইতে পারে? তাঁহার জন্ম কথাও অত্যাশ্চর্য্য, যে হেতুক মিশ্রদেশীয় রাজার আজ্ঞায় ইহুদীদিগের পুত্র-সন্তান জন্মিবামাত্র হত হইত। এবম্প্রকারে কত সহস্র বালক হত্যা হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। পরে মূষার জন্ম হইলে রাজ পুরুষেরা হত্যা করিবেক এই আশঙ্কায় মূষার গর্ভ ধারিণী তাঁহাকে জলে নিক্ষেপ করিলেন। দৈবাৎ সেই কালে মিশ্রদেশীয় রাজার কন্যা নীলা নদীতে স্নানাবগাহন করিতেছিলেন, তিনি মূষার রূপ লাবণ্য দর্শন করিয়া স্নেহোপপ্লুতা হইয়া রক্ষা করিলেন, অর্থাৎ মূষারজননীকে ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত করিয়া রাজার সমীপে সমর্পিত করিলেন্। তখন রাজা তদ্দেশীয় সকল শাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিয়া মূষাকে প্রাপ্তব্যবহার কালে রাজমন্ত্রীত্ব পদে নিযুক্ত করিলেন। মূষা এবম্প্রকারে পরমসমাদরে কিয়ৎকাল তদ্দেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পরে স্বদেশীয় ইহুদী-দিগের পরাধীনত্ব দেখিয়া স্বাধীন হওনাভিপ্রায়ে তদ্দেশ হইতে দেশান্তরে যাইয়া, বিবাহাদি করিয়া অনেক শৌর্য্য, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় পূর্ব্বক চত্বারিংশদ্বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে ঈশ্ব-রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, ঈশ্বরের আজ্ঞাক্রমে ইহুদীদিগের কারামুক্তি করণার্থে পুনরায় মিশ্রদেশে আগমন করিয়া, অনেক প্রকার অদ্ভুত কার্য্য দেখাইয়া মিশ্ররাজকে বিস্ময়া-

পন্ন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ অকস্মাৎ রক্তপাত, বজ্রাঘাত, ঝড়,বৃষ্টি, ভ্রমরুস, পঙ্গপালপোকার সৃষ্টি ইত্যাদি করিয়া তদ্দেশকে উপদ্রুত করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার ক্রোধ-ভয়ে মিশ্ররাজ ভীত হইয়া, ইহুদীদিগকে আর বদ্ধ করিয়া রাখিতে না পারিয়া মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব যাঁহা হইতে অস্মদাদি ইহুদীজাতির সদ্য মুক্তি সেই মুষাকে ভক্তি না করিয়া আর কাহাতে ভক্তি করিব? মুষার তুল্য মহাপুরুষ কেহ জন্মে নাই, জন্মাইবার নহে। তাঁহার শাস্ত্রে ঈশ্বরের আকার নাই, একথা স্পষ্ট লেখা আছে। এবং ঈশ্বরের নাম "ওর মিদ্ পশ্বেত"অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়। দ্বিতীয় নাম"এনসোফ" অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। তৃতীয় নাম"এলগিক্কোর" অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্। চতুর্থ নাম "সদ্দীখ" অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ইত্যাদি বহুবিধ নাম উক্ত আছে। তাঁহার মতে ত্বক ছেদ ব্যবস্থা প্রথমত হয় এবং তাঁহার মতে সম্যক সদ্বিচার সত্ত্বা হয়। যেহেতুক সকল জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিবার বিধি নাই, কথককা খাদ্য কথককা অখাদ্যরূপে বর্ণিত আছে। এবং অগ্নি সংযোগে হোমাদি কর্ম্মকাণ্ডও উক্ত আছে। এবং সকল সুব্যবস্থা আছে, যে কেহ তাহার মতে চলিবেক তাহারাই স্বর্গে যাইবেক, অপর সকলেই নরকগামী হইবেক। তিনি যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে আমরা এক পরমেশ্বরকেই মানি অন্য নানা দেবতাকে মানি না। এবং হিন্দু কিম্বা পার্শি দিগের ন্যায় পৌত্তলিকতা ও অন্য দেবতাদির পূজা করি না। তাঁহার মতে এই দশ প্রকার ধর্ম্ম লক্ষণ হয়।

এক ঈশ্বর জ্ঞান করা। ১।
ঈশ্বর ব্যতিত কোন পদার্থকে পূজাদি না করা।২।
অনর্থক ঈশ্বরের নাম করিয়া দিব্য না করা। ৩।
পিতামাতার সেবা করা। ৪।
শনিবারে কেবল ঈশ্বরের ভজনা করা। ৫।
পরধন চৌর্য্যাদি না করা। ৬।
মনুষ্য হত্যা না করা। ৭
পরস্ত্রী সঙ্গ না করা। ৮।
আপন বান্ধবের স্ত্রী প্রভৃতি দ্রব্যে লোভ দৃষ্টি না করা। ৯।
মিথ্যা সাক্ষী না দেওয়া। ১০।

যখন ইহুদী জাতি রাজমন্ত্রীর সন্নিধানে কহিলেন যে, ইহুদী মতাবলম্বি ভিন্ন অন্য তাবজ্জাতি নরকগামী হইবেক। তখন রাজ সভাস্থ একজন খৃষ্টান্ এই কথা শ্রবণ করিয়া, ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া প্রতিবাদী হইয়া কহিতে লাগিলেন।

খৃষ্টান আকৃতি ও ধর্ম্ম বিবৃতি।

টুপী মস্তো বেত্রহস্তো পাদয়োর্ন্যস্ত পাদুকঃ।
কুর্ত্তিবেশঃ কৃন্তকেশঃ খৃষ্টানিশুমতানুগঃ॥

অর্থাৎ।

মাথায় টুপী পায়েতে বুট।
মুখেতে সদাই শোভে চুরুট॥
কটাচুল কাটা কুর্ত্তি পরা।
করেতে আবার বেত্র ধরা॥
রবিবারে যাঁরা গির্জ্জায় যান।
তাঁরাই খৃষ্ট মতে খৃষ্টান্॥

হে মন্ত্রীবর! হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী এই তিন জাতি যে প্রকার স্বস্বধর্ম্ম বৃত্তান্ত কহিলেন, এ সকলি অলীক ও অকর্ম্মণ্য। এসকল মত পূর্ব্বে যখন মনুষ্যের জ্ঞানযোগ হইয়া ছিল না, তখন অজ্ঞেরা মান্যমান করিত, কিন্তু এইক্ষণে প্রভু ইসু-খৃষ্টের অবতার হওয়া অবধি আমরা আর অন্ধকারে নাই, জ্ঞান সূর্য্যের উদয় হওয়াতে অন্ধকার হইতে আলোতে ঋজু পন্থা অর্থাৎ সোঝা পথ দেখিতে পাইয়াছি। অতএব এ সকল ধূর্ত্ত লোকের মতামতে আমরা আর ভ্রান্ত হইনা, এবং এসকল মতেও চলিনা। ইদানী যত জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে, ততই অসত্য ধর্ম্ম দুর হইয়া সত্য ধর্ম্ম প্রচলিত হইতেছে। অতএব দেখ, যে দেশে সভ্যতার বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই সেই দেশেই প্রভু ইসুখৃষ্টের মত প্রবল

হইয়াছে। আর যদিও ওল্‌ডটেষ্টেমেণ্ট পুস্তকে অর্থাৎ প্রাচীন গ্রন্থে মুসার প্রস্তাব লিখে, কিন্তু মুষাতো ঈশ্বরের পুত্র নহেন আমাদিগের প্রভূ ইষুখৃষ্ট ঈশ্বরের ঔরষ জাত পুত্র। যে হেতুক মেরির বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই গর্ভ হইয়াছিল, সে গর্ভে ঈশ্বর স্বীয় পুত্রকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা সেই ঈশ্বর হোলিঘোষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। অতএব ইষু-খৃষ্টের জন্ম প্রাকৃত জন্ম নহে। কেবল পরমেশ্বর সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত আপন পুত্রকে জন্ম দিয়া, পুনশ্চ তাঁহাকেই বলি গ্রহণ করিয়া সকলকে নিষ্পাপ করিয়াছেন। আর আমাদিগের ঈশ্বর যেমন দয়ালু এমন আর কোন জাতির ঈশ্বর দয়ালু নহেন। যেহেতুক পরের উপকারার্থে আপনার পুত্র হত্যা স্বীকার করিলেন। ইষুখৃষ্ট ও হোলিঘোষ্ট ও গড্‌ এই তিনেই এক একেই তিন। যেমন হিন্দু দিগের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। পূর্ব্বপূর্ব্ব কালে যাহার যে ধর্ম্ম থাকুক, কিন্তু কলিকালে ইষুখৃষ্ট ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। একালে কেবল প্রভূ ইষুখৃষ্ট সকলকে পরিত্রাণ করিবেন অতএব তিনিই ত্রাণকর্ত্তা। দেখ এই প্রভু ইহুদী-দিগের ধর্ম্ম ব্যতিক্রম দেখিয়াই মুষার ধর্ম্ম সংশোধন পূর্ব্বক আপন ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। এধর্ম্মে উত্তমাধম জাতি বিচার, কিম্বা পেয়াপেয় বিচার, কিম্বা গম্যাগম্য বিচার, কিম্বা শৌচাশৌচ বিচার কিছুই নাই। কেবল ইষু সকলের জন্যে প্রাণ দিয়াছেন। এবং তিনিই ত্রাণ কর্ত্তা এই কথাটি বিশ্বাস করিলেই সকল পাপে নিষ্পাপ হওয়া যায়।

এবং ত্বকছেদ না করিয়া নানা যোনিতে বিহার করা যায়। এবং গোমাংস কি শূকর মাংস সকলি নির্ব্বিঘ্নে ভোজন করা যায়। এবং নানাপ্রকার মদিরাসেবন করিয়া স্বচ্ছন্দে পরমানন্দ করাযায়, ইহাতে কোন বিধি নিষেধের অপেক্ষা নাই, এবং সপ্তাহের মধ্যে যে এক দিবস গির্জ্জায় যাইয়া ইষু-চরিত্র শ্রবণ,মনন করিতে হয়, তাহাতেও কোন ক্লেশ নাই, স্বচ্ছন্দে পাদুকা সংযুক্ত হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করা সাধ্য হয়। এবং স্ব-স্ত্রী বা পর-স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ বিলাপ করিলেও ভজনের কোন বাধা নাই। এবং মদ্য, মাংস ভোজন পূর্ব্বক গির্জ্জায় গেলে কোন দোষ নাই। অতএব এমন সুখসেব্য ভব্য-যুক্ত নব্যমত আর কোথায় আছে? আর মুষার মতেও হালাল হারাম বিচার ছিল। এবং সকল জাতি পৌরহিত্য-কর্ম্ম করিতে পারিত না,যাহারা ইহুদীর মধ্যে লিবীবংশো-দ্ভব,তাহারাই ব্রাহ্মণের ন্যায় মুষার পুস্তক পাঠ করিয়া লোক প্রতারণা করিত। কিন্তু এমতে হালাল হারাম এক সমান হইয়াছে, উচ্চ, নীচ কোন জাতিবিচার নাই, এজন্য যাহার ইচ্ছা সেই মিষনরী পাদরী হইতে পারে। যেহেতুক পৌরো-হিত্য একটা ব্যবসায় ব্যতীত অন্য নহে, সে কর্ম্ম কেবল এক জাতি সাধ্য, অন্যের অসাধ্য কি প্রকারে সম্ভব? মনুষ্য মাত্রেই একাবয়ব,ইহাতে জাতি বিশেষ কি? মনুষ্যের শরী-রেতো জাত মাত্র কোন ইতর বিশেষ চিহ্ন হয় না যে, তদ্বারা কাহাকে উত্তম ও কাহাকেও অধম করিয়া কহা যায়। অর্থাৎ কাহাকে পাদরী ও কাহাকে মুর্দ্দার ফরাস্ বলা যায়।

এ সকল ইতর বিশেষ বুদ্ধি কেবল লৌকিক মাত্র ; যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করে তাহার সেই কর্ম্মানুসারেই নাম হয়। অতএব এমতে অস্মদাদির মধ্যে কাহারো প্রতারণা থাকিবার বিষয় নাই। এবং মূষার মতেও কতক কতক কর্ম্ম কাণ্ড ছিল, যেহেতুক ইহুদীরা দেবোদ্দেশে মেষের মাংস দগ্ধ করিয়া, সেই পোড়া মাস বলি দিত। কিন্তু এক্ষণে সেপ্রকার অগ্নি সংস্কারে কোন আদান প্রদান করিবার নিয়ম নাই, কেবল আহারের সময় প্রেয়ার (Prayer) পাঠ করিলেই ভজনা সিদ্ধি হয়। তাহাও এক্ষণে সকলে করেনা, এমত সুগম মত কোন মুনি, ঋষি বা পীর,পয়গম্বর কেহই চালাইতে পারেন নাই। আর হিন্দুর মতে যেপ্রকার পাপ পুণ্যের ভোগার্থে বারম্বার পশু, পক্ষি ইত্যাদি নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়,আর আমাদিগের প্রভুর মতে সেপ্রকার দেহান্তে দেহান্তর প্রাপ্তির বিধি নাই। যেহেতুক ইহার পর আর জন্ম নাই। মরিয়া গোরে থাকিতে হইবেক, পরে মহাপ্রলয়ের দিনে যখন বিচার হইবেক, তখন প্রভু ইবুখৃষ্ট স্ব স্ব ভক্ত গণকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া অত্যন্ত সুখ প্রদান করিবেন। এবং যাহারা অভক্ত অর্থাৎ হিন্দু, মুসল্মান ও ইহুদী প্রভৃতি অপর জাতি, তাহাদিগকে নরকস্থ করিবেন। তাহারা অনাদি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত নরকেই দগ্ধ হইয়া ঘোরতর যাতনা ভোগ করিবেক, তাহাদিগের আর কোন মতেই নিস্তার নাই। অস্মদাদির টেষ্টমেণ্ট (Testament) শাস্ত্রমতে ঈশ্বর নিরাকার শুদ্ধ ইস্পিরিট (Spirit) অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়। তাঁহার সত্বা সর্ব্বত্র

ব্যাপ্ত এজন্য তাঁহার নাম ওম্নিপ্রেজেন্ট (Omnipresent) এবং যেহেতুক তিনি সর্ব্বব্যাপী,এজন্য সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন, সকলি জানিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অলওয়াইজ (Alwise) বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এবং তাঁহার অসীম শক্তি জন্য তাঁহার আর একটি নাম ওম্নিপোটেন্ট(Omnipotent)শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু যদিও তাঁহার হস্ত পদাদি অবয়ব নাই, কিন্তু তাঁহার এক নিত্যধাম আছে, সেই ধামে ঈশ্বর সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া থাকেন, এবং তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার ভক্তেরা থাকে, এবং প্রভুইষুখৃষ্ট তৎসন্নিহিত হইয়া সর্ব্বদাই ঈশ্বরের গুণানুবাদ ও জগতের হিতাহিত করেন। অস্মদাদির মধ্যে দুই সম্প্রদায় আছে, অর্থাৎ রোমনকেথোলিক (Roman Catholic) যাহারা ঈশ্বরেরপুত্র ইষুখৃষ্টের প্রতিমা ও তন্মাতা মেরির প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে। এবং (Saint) সেইন্টদিগের গোরে যাইয়া ভজনা করার বিধি আছে। কিন্তু যাহারা প্রোটেষ্টেন্ট (Protestant) তাহারা পৌত্তলিকতা বলিয়া কাহারো কোন প্রতিমা পূজা করে না। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়েই তিনটি অর্থাৎ (God the father God the son and God the Holy ghost) এই তিন মূর্ত্তি এক জ্ঞানে ভক্তি করিয়া থাকেন। অতএব এমন সুগম ধর্ম্ম থাকাতে, হে মন্ত্রীবর! কেন দুর্গম ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া কালক্ষেপ করিতেছেন? প্রভু ইষুখৃষ্টই ইংরাজ রাজবাহাদুরকে অনেক দেশে প্রবেশ করাইয়াছেন। এবং এদেশেও স্বতন্ত্র জানিয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছেন। আপ-

নিও তন্মতাশ্রিত ইষুভক্ত অতএব আপনাকে অধিক পরিচয় দেওয়া অধিক মাত্র। অস্মদাদির স্থূল ধর্ম্মের এই দশ লক্ষণ হয়, তাহা আপনি অবশ্যই জ্ঞাত থাকিবেন।

অর্থাৎ।

এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারো উপাসনা না করা। ১।
ঈশ্বরের কোন প্রতিমূর্ত্তি পূজা না করা। ২।
অনর্থক ঈশ্বরের নাম না লওয়া। ৩।
সপ্তাহের মধ্যে রবিবারে কেবল ঈশ্বরের ভজনা রকা। ৪।
মাতা পিতাকে সম্মান করা। ৫।
পরদারাভিগমন না করা। ৬।
হত্যাদি না করা। ৭।
চৌর্য্য না করা। ৮।
মিথ্যা সাক্ষী না দেওয়া। ৯।
পরদ্রব্যে লোভ দৃষ্টি না করা। ১০।

যখন ইষুমতাবলম্বী খৃষ্টানের পরিচয় সমাপ্ত হইল, তখন মুষামতাবলম্বী জনেক ইহুদী ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক মন্ত্রীসম্বোধনে সম্ভাষণে পুনরায় প্রবর্ত্ত হইলেন। হে মন্ত্রীবর! যদি অভয়বর প্রদান করেন তবে নির্ভয়ে সত্যকথা কহিতে পারি। মন্ত্রীবর কহিলেন, এইক্ষণে ইংরাজ রাজ-বাহাদুরের রাজ্যে কাহারো কোন প্রস্তাব করিবার বাধা নাই, এ রাজ্য তো মুসলমানের রাজ্যের মত নহে যে, কেহ রাজধর্ম্মের দ্বেষ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদন হইবেক। অতএব তোমার যাহা কথ্য থাকে, তাহা অনা-

য়াগে কহ, রাজার অনুমতি আছে, তাহাতে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই।

তখন ইহুদী আশ্বাস বচনে বিশ্বাস করিয়া, গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইষুখৃষ্ট ঈশ্বরের পুত্র নহেন, একথা অস্মদাদি ইহুদীগোষ্ঠীতে প্রকাশ আছে। সেই ইষুখৃষ্ট ভক্তবিটল হইয়া, অস্মদাদির মুষিক ধর্ম্মকে মতান্তর করিতে উদ্যত হওয়াতেই অস্মদাদির ইহুদীগোষ্ঠী তাহাকে কাষ্ঠে প্রেক মারিয়া বধ করিয়াছিলেন। তাহা খৃষ্টানেরা অদ্যাপি স্বীকার করেন, যে হেতুক এ সকল কথা ইষুচরিত্র গাস্পেল (Gospel) গ্রন্থে তন্মতাবলম্বী সেইন্ট (Saint) সকলে অর্থাৎ মুনি সকলে লিখিয়াছেন, ইষুখৃষ্টের জন্ম ঈশ্বরের ঔরসে হয় নাই। কারণ ঈশ্বর কামাশক্ত হইয়া কোন স্ত্রীরগর্ব্ভাধান করিয়াছেন একথা জ্ঞানি মাত্রেই বিশ্বাস করিতে পারেন না। বরং এমত কথা কহিলে, নির্দ্দোষী পরমেশ্বরকে কদর্য্য পারদার্য্য-দোষে দোষী করা হয়। বস্তুত ইষুখৃষ্টের মাতা মেরির সহিত যোসেফ নামা ইহুদীর বিবাহ হওনের পূর্ব্বেই কোন প্রকারান্তরে গর্ব্ভ হইয়াছিল। তজ্জন্য যোসেফ মেরিকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, একথা অপ্রকাশ নাই, তন্মতাবলম্বীরাও অঙ্গীকার করেন। কিন্তু এই অপবাদ আচ্ছাদন করণার্থে মেরি রাষ্ট্র করিয়াছিল যে, দৈব যোগে গর্ব্ভ হইয়াছে। ফলিতার্থ যদি পরমেশ্বর কোন একরূপ ধারণ করিয়া মেরির সতীত্ব ভঙ্গ করিয়াছিলেন এমত সত্য হইত, তবে

যৎকালে যোসেফ মেরিকে পরিত্যাগ করে, তৎকালে কি জন্য একথার কোন আন্দোলন করে নাই? ইযুখৃষ্ট মূযার শাস্ত্রকে মতান্তর করিয়া আপনাকে ঈশ্বর পুত্র বলিয়া খ্যাত করিয়াছিল, এ কেবল ধূর্ত্তা ও চতুরতামাত্র। যৎকালে অস্মদাদির জেরিউজেলম (Jerusalem) নগরে আপন শিষ্য সমভিব্যাহারে ইযুখৃষ্ট যাইয়া বহুবিধ চাতুর্য্য প্রকাশ করে, তৎকালে অস্মদাদির পুরোহিতেরা মেরির সতীত্বেরপ্রতি তর্কবিতর্ক করিয়া এক সভাস্থাপনপূর্ব্বক মেরির পরীক্ষা লইয়াছিলেন। তাহাতে ইযুখৃষ্টের জন্ম যে অবৈধ মতে হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। মেরি ইযুখৃষ্টকে লইয়া মিশ্রদেশে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিতেছেন, ইত্যবসরে ইযুখৃষ্ট সেই মিশ্রদেশে থাকিয়া সেই খানেই নানাপ্রকার ইন্দ্রজাল বিদ্যা অর্থাৎ ভোজবাজী শিখিয়া জুডানগরে প্রত্যাগমন করিয়া, ছলে, বলে, কলে, কৌশলে আপন জহুরা অর্থাৎ ঐশীয় শক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক লোক সকলকে ভুলাইয়াছিল। আর যদি ইযুখৃষ্ট পরমেশ্বরের পুত্র হইত, তবে ঘোড়ার আস্তাবলে অর্থাৎ অশ্বশালায় কদাচ জন্ম গ্রহণ করিত না। অপর তন্মতাবলম্বী সকলে বলেন যে, ঈশ্বর বড়ই দয়াময়, তন্নিমিত্তে জীব সকলের প্রতি দয়া করিয়া আপন সন্তান ইযুখৃষ্টকে জীবের পাপমোচনার্থে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ক্রুসীফাই (Crusify)অর্থাৎ কাষ্ঠেবিদ্ধ করিয়া বলি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সকল দোষী ব্যক্তির প্রতি দয়া করিয়া এক জন নির্দ্দোষী পুত্রকে তিনি

যখন হত্যা করিলেন, তখন সে পরমেশ্বরকে কি প্রকারে দয়াময় বলা সম্ভব হয়? ইহা বড় আশ্চর্য্য কথা যে, পরমেশ্বর আদমের পাপে পাপী মনুষ্যদিগকে নিষ্পাপ করণার্থে আপন পুত্রকে পাপীর ন্যায় বধ করিয়া, সেই বলি আপনিই গ্রহণ করিলেন এ সকল প্রবাদ উন্মত্ত প্রলাপ মাত্র। " পরাপরাধেন পরাপমানং "

ইষুখৃষ্ট আপনাকে মেষায়া (Messiah) বলিয়া খ্যাত করিয়াছিল।মেষায়া শব্দের অর্থ অস্মদাদির ভাষায় অভিষিক্ত রাজাকে,ও বীরপুরুষকে ও জয়যুক্তব্যক্তিকে বুঝায়,কিন্তু ইষুখৃষ্ট এতিনের একও নহেন। ইষুর তাবৎ জহুরা অর্থাৎ ঐশীয় কার্য্য কেবল যাদুর জোরে অর্থাৎ ইন্দ্রজাল বিদ্যার বলে অথবা ভূতাশ্রয়েই হইয়াছিল,এই জন্যে অস্মদাদির রাজপুরুষেরা ইষুকে আসেদ করিয়া রাখিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এ কথাও ইষুর ভক্তকৃত গাস্পেল গ্রন্থেই প্রকাশ আছে। এতাবতা ইষু একজন ভক্ত বিটল ইহাই যথার্থ ও সত্য। ইষু বড়ই ধূর্ত্ত এজন্য আপন জন্মবৃত্তান্ত কাহাকেও কহিত না, যে হেতুক তাহা কহিলে মাতৃ দোষ প্রকাশ পাইবেক। আর ইষু যদি ঈশ্বরের পুত্রই হইবে, তবেকি ঈশ্বর আপনার পুত্রকে জন্মাইয়া দেশের লোকের পুত্র হত্যা করিলেন? এ কথাও স্বীকার করিলে ঈশ্বরেতে ঘোরতর নির্দ্দয়ত্ব দোষারোপণ করা হয়। কেননা ইষুর জন্ম হইবা মাত্র হিরোদ রাজার আজ্ঞাতে তদ্দেশীয় অসংখ্য লোকের পুত্র বধ হইয়াছিল। স্থূল কথা এই যে, যোসেফ দ্বিতীয়পক্ষে সংসার

করণের পূর্ব্বেই পূর্ব্ব বিবাহিতা স্ত্রীরক্ষেত্রে ছয়টী পুত্র জন্মাইয়া, অতিশয় ক্ষীণ ও প্রাচীন হইয়াছিল। সুতরাং প্রাচীনাবস্থায় কেবল পুরোহিতের অনুরোধেই মেরিকে অল্পবয়স্কা সুন্দরী দেখিয়া বিবাহ করিয়াছিল। তখন সেই নবীনা প্রবীণের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ না পাওয়াতেই নবীন পুরুষান্তর প্রাপ্তা হইয়াছিল, ঈশ্বরের সহিত সঙ্গ হইয়াছিল এ উক্তি যুক্তি বিরুদ্ধ। জুলিয়ন রাজাধিরাজ এবং সেলসস রাজা (Empiror Julion and Celsus) ইহারা উভয়েই ইষুখৃষ্টের ধর্ম্মাধর্ম্মের পক্ষবিপক্ষ সকলকথাই পরীক্ষা করিয়া, শেষ ইহাই নির্যাস করিয়াছিলেন যে, ইষুর প্রসূতী মেরি কেবল অসদ্বৃত্তির দ্বারা দিন যাপন করিত, তজ্জন্য তাহার স্বামী যোসেফ তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এণ্টিডিকোমেরিটীস নামা (Antidecomarites) একদল বিজ্ঞ বিচক্ষণ পুরুষেরাও ইষুখৃষ্টের নূতন ধর্ম্ম প্রচার হওনের প্রারম্ভেই ইষুখৃষ্টের জন্মের প্রতি সন্দেহ করিয়াছিলেন।

প্রোটেষ্টেণ্ট মতাবলম্বী হেলবিডিয়স (Helvidius) নামা পণ্ডিত ও অপরাপর নিরপেক্ষ বিজ্ঞ বিচক্ষণ অনেকেই ইষুর জন্মের প্রতি তাদৃশ সন্দেহ করিয়া কহিয়াছিলেন। আর ইষুর জহুরা অর্থাৎ দৈবক্রিয়া কেবল ভৌতিক এবং ঐন্দ্রজালিক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। নতুবা সে সকল ক্রিয়া যদি সত্য হইত, তবে তৎকালীন ভদ্রলোক মাত্রেই কেন তাহাতে বিশ্বাস করেন নাই? দেখ সেইণ্টপাল

(Saint Paul) নামক তৎসম্প্রদায়িক ব্যক্তি ইষুর জহুরাতে বিশ্বাস না করাতেই, ইষু তাহার মন ভুলাইবার জন্য নূতন নূতন জহুরা দেখাইয়াছিল, একথাও তন্মতাবলম্বীরা অম্লানবদনে স্বীকার করিয়াছেন। ইষুর দেবত্ব সুদূরপরাহত, কিন্তু দৌরাত্ম্য বাল্যকালেই প্রকাশ পাইয়াছিল। যেহেতুক ইষুকে যখন তাহার গুরু মহাশয় বর্ণমালা অভ্যাস করিতে কহিয়াছিলেন, তখন ইষু বর্ণমালা শিক্ষা করিল না, তজ্জন্য গুরুমহাশয় গুরুরঅবচক্ষর বোধে ইষুকে প্রহার করাতে, ইষু গুরুমহাশয়কেই কৌশল ক্রমে বধ করিয়াছিল। অতএব উঠন্ত মুলের পত্তনেই চেনা যায়, সুতরাং ইষু যে গুরুদ্রোহী একথা সেইন্ট জষ্টিন (Saint Justin) আপন গাস্পেল গ্রন্থেই স্বীকার করিয়াছেন।

বিক্টর অব টুানিস (Victor of Tunis) নামক ব্যক্তি গাস্পেল গ্রন্থকে আধুনিক করিয়া জানিতেন, বরং চারিজন মূর্খের রচিত বলিয়া অমান্য করিতেন, যেহেতুক ঐচারিজনের কথার পরস্পর ঐক্য হয় না। আর ইষুখৃষ্টের ধর্ম্ম যখন প্রথম প্রকাশ পায়, তখন চারি খণ্ড গাস্পেল ব্যতীত অনেকে অনেক গাস্পেল রচনা করিয়াছিল, তাহাদিগেরও কাহারো কথা কাহারো সঙ্গে মেলে নাই, পরস্পর অনৈক্য ছিল। একথা টিলেমোণ্টটম (Tillemont Tom) নামক পণ্ডিত সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যান করিয়াছেন। এবং সেইন্টএফিফেন (Saint Ephephan) নামক বিজ্ঞ মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রথমতো গাস্পেল গ্রন্থ অতি

সঙ্গোপনে ইষুসম্প্রদায়ের মধ্যেই চলিত ছিল। পরে অনেক ধূর্ত্তলোকে ভিন্ন বিভিন্নরূপে গাস্পেল গ্রন্থ রচনা করে; অবশেষে ইষুর গির্জ্জায় সেই সকল গ্রন্থের মধ্যে কেবল চারি খণ্ড পুস্তক চারি জনের রচিত মনোনীত হইয়া প্রচলিত হয়, তাহারো পরস্পর কথার ঐক্য নাই। অধিকন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যৎকালে নাইস (Nice) দেশে ইষুধর্ম্ম প্রচলিত হয়, তৎকালে একটা মহাসভা সংগ্রহ হইয়াছিল। তখন সেই সভায় পঞ্চাশ খণ্ড গাস্পেলের মধ্যে উক্ত চারি খণ্ড পুস্তক গ্রাহ্য হইয়া অপর সকলি অগ্রাহ্য হইল। তদনন্তর তিনশত বৎসর পরে অর্থাৎ ইষুর জন্মাবধি তিন শত পঁচিশ বৎসর গতে কএক জন পাদরী সেই চারি খণ্ড গাস্পেল পুস্তককে হোলিঘোষ্টের দত্ত অর্থাৎ পরমেশ্বরের দত্ত বলিয়া প্রকাশ করিল। কিন্তু যদি সে পুস্তক পরমেশ্বরের দত্ত হইত, তবে উক্ত নাইস (Nice) দেশে তিন শত আটাইশ জন পাদরী একত্র হইয়া ঐ পুস্তকের পরীক্ষা করণের কি আবশ্যক ছিল? এবং পাদরীদিগের বাক্যে সে পুস্তক চলিত না হইয়া, কনেষ্টেণ্টীন (Constantine) দেশীয় রাজার আজ্ঞায় রাজবলে কেন চলিত হইল? ইহাতেই দেদীপ্যমান দেখা যায় যে, নাইশ (Nice) দেশের সভা হওনের পূর্ব্বে ইষুধর্ম্মের কোন শাস্ত্রই ছিল না; এবং ইষুকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া কেহ মানিত না। কিন্তু তদনন্তর ইদানী যত কালাত্যয় হইতেছে, ততই ইষুর দেবত্ব প্রকাশ পাইতেছে। ইহা কেবল

মূর্খদিগের মূর্খতা মাত্র। আর গাস্পেল গ্রন্থ যদি হোলিঘোষ্টের আদেশে সেইণ্ট লোকের দ্বারা অর্থাৎ মুনিগণকর্ত্তৃক রচিত হওয়াই সত্য হইত, তবে একজন সেইণ্টের কথার সঙ্গে অন্যজন সেইণ্টের কথা ঐক্য হয় না ইহারি বা কারণ কি? হোলিঘোষ্ঠ কি ভিন্ন ভিন্ন সেইণ্টকে ভিন্ন ভিন্ন মতে ইষুর চরিত্র বর্ণন করিতে আদেশ ও উপদেশ করিয়াছিলেন? একথাও ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের বাহির।

ইষুর জন্মের পর ত্রিংশদ্বর্ষ পর্য্যন্ত ল্যুক (Luke) নামা সেইণ্টের মতে নসারা দেশে ইষুর বাস করা প্রকাশ পায়। কিন্তু এতাবৎকাল সেইখানেই যে ইষুখৃষ্ট বসিয়াছিলেন এমত প্রতীত হয়না। যেহেতুক জাদুগিরী শিক্ষা করা নসরা দেশে হয় নাই, মিশ্র দেশেই সে শিক্ষা হইয়াছিল। আর যদি নসরা দেশেই ইষু একাদিক্রমে বাস করিয়াছিল এমত সত্য হইত, তবে নসরা দেশস্থ লোকে ইষুকে বহুকালপরে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিত। তাহারা ত্রিংশদ্বর্ষ গতে ইষুকে দেখিয়া কিজন্য এমত তর্ক বিতর্ক করিতেলাগিল যে, এই কি সেই যোসেফের পুত্র ইষু? সুতরাং ইহাতেই স্পষ্টবোধ হয় যে, সেইণ্ট জষ্টিন (Saint Justin) বলেন যে "ইষু ছুতারের ছেলে, ছুতারের দোকান করিয়া অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বিক্রয় করিত" ইহাই সত্য। যেহেতুক সেইণ্ট মেথিউ (SaintMatthew) বলেন যে, ইষু ত্রিংশদ্বর্ষ পর্য্যন্ত মিশ্রদেশে গিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর কোন্ সময়ে প্রত্যাগমন করে তাহার নিশ্চয় হয় না। কিন্তু সেইণ্টল্যুক (Saint Luke)

কেবল পক্ষপাত করিয়া ইষুর মিশ্রদেশে গমনপূর্ব্বক জাদুগিরি শিক্ষার কথা গোপন করণার্থে আপন গাস্পেল পুস্তকে লিখেন যে, গালিলী দেশেতে ইষু বাস করিয়া, বৎসর বৎসর জেরিউজেলম্ নগরে আসিত, এবং ইহাও কহেন যে, দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক হইলে, ইষু ঐ জেরিউজেলম নগরে আগমন পূর্ব্বক তত্রত্য পুরোহিতদিগের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচার করিয়াছিল, এ সকল কথাই অলীক বোধ হয়। অপর সেইন্ট মার্ক (Saint Mark) ও সেইন্ট জন (Saint John) ইহারা উভয়েই বলেন যে, ইষু আকাশ হইতে পড়িয়া জীবের উদ্ধার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। এতাবতা গাস্পেল শাস্ত্রের সকল কথাই আকাশবৎ বোধ হয়, এমত শাস্ত্রকে যাহারা বিশ্বাস করে, তাহাদিগকে আর কি কহিব?

তাৎপর্য্য এই যে; অস্মদাদি ইহুদীগোষ্ঠীর পূর্ব্বপুরুষকে প্রত্যাদেশ হইয়াছিল যে, দাউদের বংশে একজন মেষায়া অর্থাৎ রাজা হইবেক, সেই মেষায়া অস্মদাদিকে তৎকালীন রোমণ দেশীয় রাজা জুডিয়ার (Judea) দৌরাত্ম্য হইতে মুক্ত করিবেক। আমরা সেই প্রত্যাদেশের প্রতি বিশ্বাস করিয়া, সকলেই মেষায়ার শুভ জন্ম প্রত্যাশায় প্রত্যাশিত ছিলাম, এমতকালে আমাদিগের বিশ্বাসের আতিশয্য দেখিয়া, অনেক ধূর্ত্ত লোক সেই মেযায়া হইয়াছি বলিয়া আমাদিগকে ভুলাইতে আসিয়াছিল। ইষুখৃষ্টের জ্ঞাতি ভাই আর এক জন জানবেপটিষ্ট (John-the Baptist) নামক ছিল। তাহার সহিত ইষু মন্ত্রণা করিয়া

অগ্রে তাহাকে লোক ভজাইতে নিযুক্ত করিয়া, আপনি অন্তরে থাকিত। পরে জানবেপটিষ্ট জার্ডন নদীর তীরে আসিয়া-সকলকে কহিতে লাগিল যে, আমি মেষায়া নহি, যে ব্যক্তি তোমাদিগের মেষায়া সে আমা হইতে রূপে গুণে অনেক শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট তাহাকে পশ্চাৎ দেখিতে পাইবে। তদনন্তর ইষুখৃষ্ট আসিয়া জানবেপ্টিষ্টের নিকট হইতে বেপটাইজ করণের কর্ম্ম আপনি স্বহস্তে লইয়া, লোক সকলকে ডুবিত করিয়া জল সংস্কারে সংস্কৃত ও শোধিত করিতে লাগিল। পরে চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই হইয়া, উভয়েই লোক প্রতারণা করনে প্রবর্ত্ত হইল। ইষুখৃষ্ট প্রথমত আপন জহুরা প্রকাশ করণোদ্যমে দুইজন মৎস্যমারা ধীবরের নিকট নিজ শাস্ত্র প্রকাশ করে। তাহার একজনের নাম সাইমন, অন্য জনের নাম পিটর ইহারা উভয়েই জানবেপ্টিষ্টের শিষ্য ছিল। কিন্তু জানবেপটিষ্টের লোক প্রতারণা পূর্ব্বক বেপ্টাইজ্ করা দেখিলে, অস্মদাদির পুরোহিতেরা তাহার কপটভক্তি হিরোদ রাজার সন্নিধানে ব্যক্ত করাতে, হিরোদ রাজা ঐ জান-বেপটিষ্টকে আসেধ করিয়া রাখিয়া মস্তক ছেদন করিলেন। তখন জানের মরণানন্তর তৎশিষ্য সকলেই ইষুর ভক্ত হইল। কিন্তু ইষু জানের দুর্ম্মরণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভয়ে ভীত হইয়া, জেরিউজেলম নগর হইতে প্রস্থান করত বনে বনে লুক্কায়িত হইয়া লোক ভজাইতে থাকিল। ইষু কোন কোন মুর্খ ব্যক্তির নিকট জলকে মদ্য করিয়া দেখাইয়াছিল।

কিন্তু যাহারা সে মদ দেখিয়াছিল, তাহারা অগ্রেই মদ খাইয়া বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছিল, সুতরাং উন্মত্তের নিকট সকলি দেখান যায় ইহাতে বিচিত্র কি? এবং ইষু জেরিউজেলম নগরে আসিতে পথিমধ্যে কয়েকজন বাণিজ্য ব্যবসায়ি মহাজনকে রজ্জু নির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্র দেখাইয়া দূরীকৃত করিয়াছিল। তাহাতে ইষুর শিষ্য সকলে ঐ মহাজনদিগের দ্রব্য-সামগ্রী ও ধনাদি লুণ্ঠিত করিয়া লইল। তজ্জন্য রাজাধিকরণে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু বিচারপতি যখন ইষুকে ও তৎশিষ্যকে দণ্ড করিতে উদ্যত হইলেন, তৎকালে ইষুকে ক্ষিপ্ত পাগলের ন্যায় দেখিয়া অনুকম্পাপূর্ব্বক ছাড়িয়া দিলেন। যাহাহউক পথিমধ্যে মনুষ্যকে ভয় প্রদর্শন করা ও তদ্দ্রব্য লুণ্ঠিত করিয়া লওয়া, এসকল কর্ম্ম ঈশ্বরের পুত্রের যোগ্য কদাচ হয় না। আর ইষু পাসওবর পর্ব্ব উপলক্ষে জেরিউজেলম নগরে লোক সমারোহ দেখিয়া সেই গোলেমালে আপন জহুরা প্রকাশ করিবার জন্য এই কথা বলেন যে, এই জেরিউজেলমের দেবালয় ভগ্ন করিয়া ফেল, আমি তিন দিন পরে ভগ্নমন্দিরকে পুনরুত্থিত করিব। কিন্তু ইষুর কথা শ্রবণ করিয়া, তত্রত্য পুরোহিতেরা সকলেই ইষুকে ক্ষিপ্ত পাগলের ন্যায় জ্ঞান করিয়া নীচের উচ্চ ভাষে তুচ্ছ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে ইষুর সেই কথাকে ইষুর ভক্তেরা ভাবান্তর করিয়া এই ব্যাখ্যা করেন যে, ইষু তিন দিন পরে মন্দিরের পুনরুত্থান হইবেক একথা কহিয়াছিল, ফলিতার্থ যাঁহারা এমত অর্থ ঘটান তাঁহাদিগের বুদ্ধিকে বলিহারি

যাই। আর ইষুভক্তেরা বলে যে, ইষু মৃত ব্যক্তিকে সজীব করিয়াছিল, যদি একথা সত্য হয়, তবে ইষু আপনাকে কি জন্য ক্রুশ হইতে রক্ষা করে নাই? দেখ সেই ইষু আর দুই-জন দণ্ডনীয়ব্যক্তির সহিত কাষ্ঠের উপর কাঁটায় বিদ্ধ হইয়া, অতিশয় যাতনা ভোগ করিয়া পঞ্চত্ব পাইল। অতএব "স্বয়ম-সিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনাকেই পরিত্রাণ করিতে পারে নাই, সে ব্যক্তি অন্যকে কি প্রকারে পরিত্রাণ করিবে? এতাবতা ইষুর যত অছুরা সকলি মূর্খের নিকট, তাহা কুত্রাপি কোন পণ্ডিতে বিশ্বাস করেন নাই ও করিবেন না। অতএব মুষার মতখণ্ডনকারি হত্যাচারি ইষুকে বিশ্বভণ্ড পাষণ্ড বলিয়াই জানা কর্ত্তব্য। দেখ সেই ইষু মুষার ধর্ম্ম যদি সংস্থাপন করণার্থে যথার্থই অবতার হইত, তবে মুষার মতে ত্বকচ্ছেদ প্রধান সংস্কার হয় তাহার অন্যথা কেন করিল? এবং মুষার শাস্ত্রে দশবিধ ধর্ম্মের মধ্যে শনিবারে ভজনা করা বিধেয় হয়, তৎপরিবর্ত্তে রবিবারে ভজনা করিতে কি নিমিত্তে ব্যবস্থা দিইল? সুতরাং ইষু পূর্ব্বধর্ম্মবিনাশক, নব্যধর্ম্মপ্রকাশক, সর্ব্বলোক-প্রতারক ইহাই সিদ্ধান্ত।

যখন ইহুদী এবম্প্রকারে ইষুখৃষ্টের ও তৎশিষ্য এপাষ্টল-দিগের নিন্দা বাদ করিলেন, তখন ইষুমতাবলম্বী খৃষ্টান আর সহিষ্ণুতা করিতে না পারিয়া, অতিশয় কোপভরে গভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন যে, হে মন্ত্রীবর! ইহুদীরা ঘোর মূর্খ, সত্য ধর্ম্মকে অসত্য করিয়া ব্যক্ত করে, এবং

ইহাদিগেরি পূর্ব্বপুরুষ অস্মদাদির প্রভু ইযুথৃষ্টকে কাষ্ঠ বিদ্ধ করিয়া, কষ্টদিয়া বধ করিয়াছিল। অতএব এই দুরাত্মাদিগকে রাজসভা হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিউন। ইহারা যে অতি ক্রূরস্বভাব, দুর্জ্জন, দুরাত্মা তাহা সর্ব্ব-দেশে সর্ব্বকালে সূর্য্যবৎ প্রকাশ আছে। ইহাদিগের মতগুরু যে মূষা, সে ব্যক্তি স্বয়ং মায়াবী ছিল। দেখ সেই মূষা কেবল ইন্দ্রজালবিদ্যা দ্বারা এবং বুদ্ধিচাতুর্য্য দ্বারা সকল ইজরেলূটী অর্থাৎ ইহুদীগোষ্ঠীকে বানরিয়ার বানর করিয়াছিল। উক্ত মূষা ঘোরতর খলস্বভাব ও প্রতারক ও ঐন্দ্রজালিক ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যেহেতুক মূষা ঐ ইহুদীদিগকে মিশ্ররাজ ফরাউনের লৌহনিগড় হইতে মুক্ত করিয়া, আপন মায়ানিগড়ে বদ্ধ করিয়া যাব-জ্জীবন আপনার ও আপন বংশের অধীন করিয়া রাখিয়াছিল।

জষ্টিন মার্টাইয়র (Justin Martyr) নামক একজন পণ্ডিত এক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তাহাতে লিখিয়াছেন যে, মূষা এক জন "প্রসিদ্ধ জাদুগরের অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিকের পৌত্র ছিল, এবং সেই ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তি মূষাকে সকল ইন্দ্রজাল বিদ্যা শিখাইয়াছিল" অধিকন্তু মিশ্রদেশীয় ইতিহাস কর্ত্তা মেণ্টীন (Menten) ও চেরিমন্ (Cheriman) নামা ব্যক্তি আপনগ্রন্থে লিখেন যে, "যৎ-কালে মিশ্রদেশীয় রাজা এমিলোফিস (Amelophis) তদ্দেশীয় অসংখ্য মহাব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে দেশান্তর

করিয়া দেন, তৎকালে সেই ব্যাধিগ্রস্ত পতিত ব্যক্তিরা ঐ মূষাকে গুরুকরণ করিয়াছিল, তজ্জন্য সেই সকল পতিতের উদ্ধার নিমিত্ত মূষা কএক খণ্ড পুস্তক রচনা করিয়াছিল মাত্র, সে সব গ্রন্থের মধ্যে পৃথিবীর সৃষ্টির প্রক্রিয়াদির প্রস্তাব প্রায় হিন্দুদিগের মনুর শাস্ত্রের ন্যায় দেখা যায়। ইহাতেই বোধ হয় যে, হিন্দুর শাস্ত্র দেখিয়াই মূষা আপন শাস্ত্র রচনা করিয়া থাকিবেক। বিশেষতঃ মিশ্রদেশে হিন্দুর ধর্ম্ম ছিল ইহাতেই হিন্দুর শাস্ত্র দেখিয়া রচনা করার সম্পূর্ণ সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু "তিন নকলে আসল খাস্ত" অর্থাৎ হিন্দু স্থানে হিন্দুর শাস্ত্রের মুল থাকে পার্সি জাতিরা তাহা অনুবাদ করিয়া লয়, তদ্দৃষ্টে মিশ্রজাতিরা তাহা অনুবাদ করিয়া স্বদেশে এক প্রকার প্রচলিত করে। পুনরায় তাহা দেখিয়া মূষা পতিতদিগের নিমিত্ত অনুবাদ করে। অতএব মূষার শাস্ত্রের সকল কথা হিন্দুদিগের শাস্ত্রীয় কথার সহিত ঐক্য হয় না। যাহাহউক মূষার শাস্ত্র যে মিশ্রদেশের তাড়িত ও পতিত ব্যক্তিদিগের নিমিত্তেই রচিত হইয়াছিল ইহাতে সংশয় মাত্র নাই। হে মন্ত্রীবর! বাইবেল দৃষ্টি করিলেই জানিতে পারিবেন যে, যৎকালে মিশ্রদেশে এক জন ইহুদী কোন মিশ্রজাতির সহিত বিবাদ করিতেছিল, তৎকালে মূষা যদিও তজ্জাতীয় রাজা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া মন্ত্রীত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি খলস্বভাব প্রযুক্ত সে সকল উপকার বিস্মৃত হইয়া, স্বজাতীয় ইহুদীর পক্ষপাত করিয়া ঐ বিবাদমান মিশ্রজাতিকে অস্ত্রা-

ঘাতে বধ করে, অতএব মুষার জহুরার প্রারম্ভেই এই দুষ্কর্ম্ম প্রকাশ, সুতরাং এমত পাপিষ্ট দুষ্টের মতে যাহারা প্রবিষ্ট তাহারা যে পরমশিষ্ট প্রভু ইষুখৃষ্টকে নষ্ট করিবেক এবং তাঁহারমতে দোষার্পণ করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

নবেত্তি যো যস্য গুণ প্রকর্ষং সতস্য নিন্দাং সততং করোতি। যথা কিরাতাঃ করিকুম্ভ জাতাং মুক্তাং পরিত্যজ্য বিভর্ত্তি গুঞ্জং॥

দেখ মুষা মিশ্রজাতীয় নিরপরাধী ব্যক্তিকে বধ করিয়া, রাজভয়ে সেস্থান হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক প্রথমত আরবদেশে যায়, কিন্তু সেখানেও একজন পুরোহিতের কন্যাকে বিবাহ করিয়াসেই নিরপরাধিনীকামিনীকে অনেকপ্রকারদুঃখওযন্ত্রণা দেওয়াতে, সেই স্ত্রীর ভৎসনায় পুনরায় মিশ্রদেশে প্রত্যাগমন করিয়া বহুতর দুষ্কর্ম্ম করে। এবং স্বজাতি ইহুদীর প্রভুত্ব দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়া ফরাউন রাজার পাত্রাবশিষ্ট খাইয়া বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছিল। তাঁহার ও তাঁহার প্রজাদিগের প্রতি কিপর্য্যন্ত অত্যাচার করে, তাহার অবধি পরিধি হয় না, সুতরাং ফরাউন রাজা মুষার এবম্প্রকার কুব্যবহার দেখিয়া, যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছিলেন,একথা বাইবেলে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত আছে। অধিকন্তু ইহাও সুপ্রকাশ যে, মূষা যাবৎকাল জীবদ্দশায় ছিল, তাবৎকাল স্বজাতীয় ইহুদীর উপরে প্রভুত্ব করিয়া তাহাদিগকেও নানাস্থানী করিয়া, নানাপ্রকার দুঃখ দিয়াছিল। এক দিনের জন্যও তাহারা কেহ সুখী ও স্বচ্ছন্দ হয় নাই, অতএব মুষার কত অত্যাচার তাহা কত

কহিব ? দেখ কোরাল (Koral) ও ডেথান (Dathan) ও অবিরাম (Abiram) এই তিন জনের প্রতি কি কি উৎপাত না করিয়াছিল ? সে সকল কথাতো বাইবেলেই স্পষ্ট লেখা আছে। অবশেষে মৃত্যুর কিয়ৎকাল থাকিতে মূষা পর্ব্বত গহ্বরে লুক্কায়িত হয়, কিন্তু তাহা বিচিত্র নহে, যেহেতু মূষার গর্ত্তেই প্রবেশ করা স্বভাবসিদ্ধ, একথা লোকে প্রসিদ্ধ আছে। অধিকন্তু যাহারা মূষার সময়ে প্রাফেট (Prophet) অর্থাৎ মহাপুরুষরূপে গণ্য হইয়াছিল, তাহারা সকেলেই মদ্যপান করিত এবং দ্রব্য গুণের স্বভাবেই মহাপুরুষত্ব প্রকাশ করিত একথাও বিচিত্র নহে। " যস্য দেবস্য যদ্রূপং তথা ভূষণ বাহনঃ "। আর মূষার শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, সে শাস্ত্র বুঝি পরমেশ্বর কেবল ইহুদীজাতিকে মূষার অধীন করিয়া রাখিবার জন্যেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে সৃষ্টি করেন নাই। সুতরাং এমত শাস্ত্র যে ঈশ্বরদত্ত ইহা কোন মতেই বোধ হয় না। সে শাস্ত্র যদি ঈশ্বরদত্ত হইত, তবে তৎকালীন তন্নিকটস্থ দেশের সভ্য লোকে অবশ্য ভব্য করিয়া মানিতেন। মূষার শাস্ত্রের কথা অধিক আর কি বর্ণন করিব ? সে শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়া, ইহুদীরা কেবল হত্যা করাতে ও অন্যায় যুদ্ধ করাতে ও সর্ব্বপ্রকারে নিষ্ঠুরতাচরণ করাতে এবং বলপূর্ব্বক পরস্বাপহরণ করাতে এবং লোকের অনিষ্ট জনক পাপকর্ম্ম করাতে খ্যাতাপন্ন হইয়াছিল। যাহার শাস্ত্রা-

বলম্বনে ইহুদীদিগের এতাদৃশ অত্যাচার সম্ভব, তাহাকে ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি বলিয়া কি প্রকারে স্বীকার করা যায়? এবং তাহার শাস্ত্রকেই বা সত্য, ঈশ্বরদত্ত বলিয়া কিরূপে মান্যমান করা যোগ্য হয়? অতএব মূষার শাস্ত্র সকলি অলীক ও কাল্পনিক ইহাই সিদ্ধান্ত। বিশেষতঃ ইহুদীদিগের অপবিত্র চরিত্রে সুব্যক্ত যে, মূষা স্বয়ং কুমার্গগামী এবং স্বমতাবলম্বী প্রিয়শিষ্য ও প্রিয়পোষ্যদিগকেও কুবর্ত্মে প্রবর্ত্ত করাইয়াছে অত্র সন্দেহ নাস্তি। সুতরাং সেই জন্যেই ইহুদীদিগের এতাদৃশ খলস্বভাব যে, অস্মদাদির নিরপরাধী প্রভু ইযুখৃষ্টকে তাহারা হাতে পায়ে পেরেক মারিয়া, কাষ্ঠের উপর চড়াইয়া বধ করিয়াছে। এবং তাহারা যখন আমাদিগের মতগুরুকে এপ্রকারে অত্যাচার করিয়াছে, তখন তাহারা যে এই রাজসভায় অস্মদাদির নিন্দা করিবেক ইহাতে বিচিত্র কি? প্রয়াগে মূর্ত্তেতে যেন তেন গঙ্গা বরাটিকা।

যৎকালে ইযুখৃষ্টমতাবলম্বী ও মূষামতাবলম্বী উভয় দলেএই প্রকার বিরুদ্ধ বাকযুদ্ধ হইতেছে, তৎকালে মহম্মদমতাবলম্বী মুসলমান পুনরায় গাত্রোত্থান করিয়া, রাজমন্ত্রী সন্নিধানে প্রস্তাব করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন যে, হে মন্ত্রীবর! ইহারা পরস্পর বৃথা কলহ করিতেছে; ইহাদিগের ধর্ম্ম শুদ্ধ এপীঠ ওপীঠ মাত্র, কারণ মূষারশাস্ত্র না মানিলে ইযুরশাস্ত্র কোন প্রকারেই মান্য হয় না। ইহাদিগের উভয়ের শাস্ত্র দুগ্ধ ভারের

ন্যায় পরস্পর সাপেক্ষ অর্থাৎ যেমন একদিকের কলসী ভাঙ্গিলেই অন্যদিকের কলসী ভগ্নহয়, তাদৃশ মূষা ও ইষু ইহাদিগের একজনের মত দুষ্ট হইলে, অন্য জনেরো মত দুষ্ট হয়। বিশেষতঃ ইষুখৃষ্ট আপন মুখেই বলিয়াছিলেন যে, আমি মূষার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে আসিনাই, কেবল সে ধর্ম্মের সংরোদ্ধার করিতেই অবতার হইয়াছি। অতএব এই খৃষ্টান ব্যক্তি খৃষ্টধর্ম্মের মর্ম্ম বোঝে না, কি আশ্চর্য্য! যে, বৈব্যলীক শাস্ত্র পাঠ করিয়াও বিশিষ্ট ব্যলীক হইয়াছে, অর্থাৎ মূষাকে অমান্য করিয়া ইষুকে মান্য করিতেছে। এপ্রকার বাক্‌কলহে স্বপক্ষ রক্ষা কদাচ হইতে পারে না, বরং উভয় পক্ষেরি লাঘবতা বিপক্ষপক্ষে প্রকাশ পায়। অস্মদাদির কোরান শাস্ত্রে কহে যে, হজরৎ মূষা যে কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কালের পয়গম্বর তিনিই ছিলেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং হজরৎঈশা যাঁহাকে আধুনিক লোকে ইষুখৃষ্ট করিয়া বলে, তিনিও যৎকালে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তৎকালের পয়গম্বর তিনিও বটেন। কিন্তু ইষুকে অস্মদাদির কোরাণে মেরির পুত্র ব্যতীত ঈশ্বরের পুত্ররূপে বর্ণন করেন নাই, এই মাত্র বৈলক্ষণ্য। সে যাহা হউক মূষা কিম্বা ইষু ইহারা উভয়েই ঈশ্বরের প্রেরিত ফেরেস্তা ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; যেহেতুক মূষা অগ্নিশিখায় দগ্ধ না হইয়া, চত্তারিংশদ্দিবসপরে ইহুদীগোষ্ঠিতে প্রকাশ পাইয়াছিলেন। এবং ইষুও মরিয়া তিন দিন পরে স্বভক্তগণের নিকট দর্শন দিয়া

স্বর্গে গিয়াছিলেন। অতএব আমরা যদিও মুষা ও ইষু এতদুভয়ের কোন মতেই চলি না, তথাপি মহতের অপমান সহ্য করিতে পারি না, অতএব হে মন্ত্রীবর! এই উভয় জাতিকে বিবাদ বিসম্বাদ হইতে ক্ষান্ত করুন ইহাই অস্মদ্দাদির প্রার্থনা।

তখন মুসলমানের এই কথা শুনিয়া হিন্দু গাত্রোত্থান করিয়া, মন্ত্রী সম্বোধনে সম্ভাষণে প্রবর্ত্ত হইলেন যে, হে মন্ত্রীবর! যদিও আমরা মুসলমানকে বিপক্ষ করিয়া জানি, এবং মুসলমানেরাও অস্মদাদির বিপক্ষতার ক্রটি করেন নাই, কিন্তু এব্যক্তির নিরপেক্ষত্ব ও অপক্ষপাতিত্বগুণে ধন্যবাদ করি, যেহেতুক ইনি উভয় পক্ষের বিবাদভঞ্জন নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন। আমরা নির্ম্মৎসর, অপরকেও নির্ম্মৎসর নির্ব্বিবাদী দেখিলে যথেষ্ট তুষ্ট হই। অস্মদাদির শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, (অবতারাহ্যসংখ্যেয়াঃ) অর্থাৎ পরমেশ্বরের অসংখ্য অবতার। তিনি কোথায় কি প্রকার কখন অবতার হইয়াছেন, এবং কোন জাতির নিমিত্তে কি ধর্ম্ম কহিয়াছেন, তাহা কাহারো সাধ্য নাই যে বুঝিতে পারে। বস্তুত যদিও তাঁহার কোন আকার প্রকার নাই, নিরাকার কিন্তু অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিগ্রহ ধরিতেও পারেন, তাহাতে তাঁহার অখণ্ড সত্বার হানি হয় না। যেহেতুক লোকহিতার্থে যখন অবতার হয়েন, তখন সম্যক্ বল বীর্য্য অপ্রচ্যুত থাকিয়া, স্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক বহুরূপ ধরেন, তাঁহাকে আমরা কোন বিষয়েই অপারগ বলিতে

পারি না। যেহেতুক তাঁহার একটি নাম সর্ব্বশক্তিমান্, সেই নামের তুল্য নাম সর্ব্বজাতীয় ভাষায় শুনিতে পাই, কেহ কহেন কাদরে মোৎলফ্, অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান, কেহ কহেন অল মাইটী (Almighty) অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ এবং কেহ কহেন এল গিব্বোর অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্, অতএব যদি সেই পরমেশ্বরস্বকীয় অংশে ইহুদীর বংশে তাহাদিগের হিতার্থে কোন শাস্ত্রান্তর প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি? আর তিনিই পিতা, তিনিই মাতা, তিনিই পিতামহ একথা অস্মদাদির শাস্ত্রে স্পষ্ট দেখা যায়, যদি তিনিই পিতা হইয়া আপনার অংশে ইযুখৃষ্টকে পুত্র সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাতেই বা অসম্ভব কি? গীতায় উক্ত আছে, (অহং বীজপ্রদঃ পিতা।) অর্থাৎ আমিই গর্ভে বীজ বপন করি। সুতরাং এই বচনে পরমেশ্বর যদি মেরির গর্ভে বীজ ক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাহাতে পরমেশ্বরের দোষ হয় না, ফলিতার্থ সেবীজ শোণিত শুক্রের নহে কেবল চিদংশ মাত্র।

একোবহুস্যামিতি যস্যবাক্যং সএব নানা তনুতাং প্রযাতি। সর্ব্বক্ষমোযঃ সকলান্তরত্মা কিং তস্য রূপগ্রহণে ন শক্তিঃ॥ সহস্রধা যো নিজ মায়য়াস্যাতু ব্রহ্মতত্ত্বং নহিকেন বেদ্যং। দ্বিধা ত্রিধা বা পিচ বা চতুর্ধা যঃ পঞ্চধা যড়্বিধা বিভাতি॥ সৃষ্টি স্থিতি ধ্বংশ নিমিত্তমেকঃ সএব লোকেস্তবতি ত্রিমূর্ত্তিঃ। ইচ্ছাক্রিয়া জ্ঞানময়ী ত্রিশক্তি বিভাতি তস্মিন্ পরমেশ্বরেহি॥

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমেশ্বর সংকল্প করিলেন যে, আমি একাই অনেক হই, সুতরাং তিনিই নানা আকার ধরিয়াছেন। যিনি সকলের আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহার কি আকার ধরিতে শক্তি নাই? অর্থাৎ অবশ্যই আছে। আর যিনি আপনার মায়াতে সহস্র প্রকার হইয়াছেন, তাঁহার তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে? তিনিই এক হইয়া দুই হয়েন, কখন বা তিন হয়েন, কখন বা চতুর্ধা হয়েন, কখন পঞ্চধা হয়েন, কখনো ষড়ধা হয়েন, তিনিই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারের নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর রূপে ত্রিমূর্ত্তি হইয়াছেন, যেহেতুক তাঁহাতেই ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি সকল শক্তিই আছে। ফলিতার্থ সাধু সকলের উচিত নহে যে, কেহ কাহারো গুরুনিন্দা করেন, যেহেতুক অস্মদাদির শাস্ত্রে কহেন, (গুরু নিন্দাপ্যধোগতি।) অর্থাৎ গুরু নিন্দা করিলেই অধোগতি হয়। এবং আরো লিখিয়াছেন (আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ) অর্থাৎ পরমেশ্বরের বাক্য এই যে, যে ব্যক্তি যে দেশের আচার্য্য সে ব্যক্তিকে আমাভিন্ন স্বতন্ত্র জানিবেন না, এবং কোনপ্রকারে আচার্য্যের অপমান করিবেনা, অতএব মহতের নিন্দাবাদ কোন প্রকারেই শ্রোতব্য নহে, তাহাও অস্মদাদির শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। (পরাপবাদং ন ব্রূয়াৎ ন শ্রোতব্যঃকদাচন। আসীদধোমুখস্তূষ্ণীং সমুত্থায় ব্রজেচ্চবা॥) অর্থাৎ পরের অপবাদ মুখেও বলিবেক না এবং কদাচ কর্ণেও শুনিবেক না। যেখানে অপবাদ হয়,

যদি সেস্থান ত্যাগ করিয়া যাওয়া অসাধ্য হয়, তবে অধো-বদনে কর্ণে হস্তার্পণ করিয়া থাকিবেক, নতুবা সাধ্য হয়তো সেস্থান হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্থানান্তরে প্রস্থান করিবেক। আমরা বেদমতে যখন পরমেশ্বরের বহুবিধ অবতার অর্থাৎ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামনাদি স্বীকার করি, তখন আর দুই তিন জনকে স্বীকার করিলেই বা ক্ষতি কি? ঈশ্বর বহুরূপী, বহুজন হিতৈষী, বহুকর্ম্মকারী, অতএব এই কারণ আমাদিগের সম্প্রদায়ে একজন ভক্ত তুলসীদাস কহিয়াছেন যথা, (তুলসী জগমে আয়কে মিলিয়ে সবতন ধায়। ক্যা জানো কিসরূপ তেঁ নট নারায়ণ মিলি যায়॥) অর্থাৎ তুলসী কহেন যে, এজগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া, সকলের সঙ্গে আলাপ কর, কি জানি নটরূপী নারায়ণ কোন্ রূপে কখন দর্শন দেন তাহার নিশ্চয় নাই। অতএব সাধু সকলেরি এইমত, সুতরাং মূষা কি ইযু, কি মহম্মদ,এই ব্যক্তি ত্রয়ের বংশে যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা স্বস্ব গুরূপদেশকে প্রবল জানিয়া তত্তদুপদেশ মতে আচরণ করুন, ইহাতেই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম রক্ষা হইবেক, তাহাও অস্মদাদির মতগুরু ভগবান্ মনু স্পষ্ট করিয়া কহিয়াছেন। (যস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্য ক্রমাগতঃ। বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥) অর্থাৎ যে দেশে যে আচার পরম্পরা ক্রমে চলিয়া আসিতেছে, সেই আচার অন্ত্যজ জাতির হইলেও তাহাকে সদাচার করিয়া জানিবে। (তথা যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ। তেন

যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্নতুষ্যতি ॥) অর্থাৎ যে পথে পিতৃ পিতামহাদি চলিয়াছেন, সেই পথে চলিলে অর্থাৎ সেই সাধুদিগের আচার করিলে দোষী হইতে হয় না। ফলিতার্থ পরমেশ্বরের তত্ত্ব গুরুবক্তু হইতে লাভ করিতে হয়, ইহা অস্মদাদির শাস্ত্র সম্মত যেহেতুক উক্ত আছে, (তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।) অর্থাৎ ভগবান্ অর্জ্জুনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, সে ব্রহ্মতত্ত্ব গুরুকে প্রণাম পূর্ব্বক প্রশ্নদ্বারা জ্ঞাতহও, সুতরাং গুরুকে উল্লঙ্ঘন করিলে কেহ কস্মিন্‌কালেও ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবার যোগ্য হইতে পারে না। শাস্ত্রে গুরুকেই ঈশ্বরের পথ প্রদর্শক করিয়া কহিয়াছেন, এবং সেই গুরুর প্রসাদেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহা গুরু প্রণামে স্পষ্ট দেখা যায়। যথা (অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥) অর্থাৎ অখণ্ড মণ্ডলাকার, সর্ব্বব্যাপী যে পরমেশ্বর তাঁহার পদ অর্থাৎ স্থান যিনি দেখাইয়াছেন সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি। অতএব বৃথা তর্ক বিতর্ক করাতে কি লাভ হইবেক ? কেবল কলহই লাভ মাত্র, সে কলহে ভক্তির উদ্রেক না হইয়া ক্রোধেরই উদ্রেক হয়, অতএব কুতর্ক করিয়া নরকগামী হওয়া কাহারো উচিত নহে। ভাষায় বলে যত তর্ক তত নর্ক, এবং সংস্কৃতেও দর্শন শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে, (তর্কাঃ প্রতিষ্ঠানাং।) অর্থাৎ তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, যে তর্ক কর সেই তর্ককেই বিপরীত তর্ক দ্বারা খণ্ডন করা সাধ্য হয়, শেষ কোন কথাই স্থির

থাকেনা। অতএব শাস্ত্রোক্তি ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি কেবল যুক্তির দ্বারা তর্ক বিতর্ক পূর্ব্বক ঈশ্বর তত্ত্ব জানিতে বাঞ্ছা করে, সে কিছুই জানিতে পারেনা। ঈশ্বর তত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়, যেমন পক্ষী সকল আকাশে স্বপক্ষ দ্বারা উড্ডীয়-মান হইয়া পক্ষ স্থির করিতে না পারিলে ভূমে পতিত হয়, সেইরূপ তার্কিকেরাও স্বপক্ষ দ্বারা শূন্যমার্গে বুদ্ধি প্রেরণ করিয়া শেষ পক্ষ স্থির করিতে না পারিয়া অবসন্ন হয়েন। অতএব শাস্ত্রোক্তিতে বিশ্বাস পূর্ব্বক পরমেশ্বরের দ্বাররূপ যে গুরু তৎপদাশ্রয় করাই যুক্তি, এবং গুরু ভক্তিতেই ঈশ্বর ভক্তি এবং ভক্তি হইলেই মুক্তি অতএব হে মন্ত্রীবর! আপনি সকল বিবাদমান ব্যক্তিকে বিবাদ হইতে নিরস্ত করুণ ইহাই আমার প্রার্থনা।

যখন হিন্দু জাতি,ইহুদী ও খৃষ্টান ও মুসলমানের বিবাদ ভঞ্জনার্থে, রাজমন্ত্রীর সন্নিধানে স্বধর্ম্মানুসারে বহুসমাদরে এই সকল সিদ্ধান্তকথা কহিলেন, তখন মুসলমান স্বাভা-বিক দ্বেষ পৈশুন্য জন্য ধৈর্য্যাবলম্বনে অশক্ত হইয়া, রাগতঃ প্রাপ্ত আত্মশ্লাঘা প্রকাশ নিমিত্ত পুনরায় প্রস্তাব করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। হে মন্ত্রীবর! আমি পূর্ব্বেই নিবে-দন করিয়াছি যে,হিন্দুজাতি অতি কাফর,অতএব ইহার মিষ্ট বচনে তুষ্ঠ হওয়া অনুচিত, ইহার বচন যেন মিছরির ছুরি আমার অন্তঃকরণকে ভেদ করিতেছে। ইহারা গাছ পাথর সকলি পূজাকরে। জলে ডুবিয়া মরে, যাহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পায়, তাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া প্রণাম করে এবং

যে ঈশ্বরের কোন আকার প্রকার নাই, তাঁহাকেই সাকার বলিয়া দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ করিয়া ভজে। কখনো বা সহস্রভুজ করিয়াও বলে এবং ইহারা বুৎপরস্ত অর্থাৎ পাষাণাদি বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে। অতএব হিন্দুর এক বিন্দুও জ্ঞান নাই, ইনি গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল হইতে চাহেন। অর্থাৎ স্বাধিকার রক্ষা করিতে অশক্ত হইয়াও পরাধিকার চর্চ্চা করিতে আইসেন। মরি মরি! কি শালিস মধ্যস্থ হইয়া, আপনাদিগের শাস্ত্র দেখাইয়া সেই মতেই সকলকে নির্ব্বিবাদী হইতে কহিতেছেন। কি কহিব এইক্ষণে ইংরাজের রাজ্য নতুবা অস্মদাদির রাজ্য থাকিলে, ইহার সমুচিত এখনি করিতাম, অর্থাৎ শাস্ত্র নাশুনিয়া শস্ত্র প্রহারেই প্রান দণ্ড করিতাম, কি আশ্চর্য্য যে ছোট মুখে বড় কথা, ইহা কি সহ্য হয়? এই কাফরের মুখ দেখিয়া ক্রোধানল প্রবল হওয়াতে আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতেছে। অতএব হে মন্ত্রীবর! ত্বরায় এই কাফরকে সভা হইতে দুর করুন।

তখন অকৃতাপরাধ হিন্দু পুনরায় গাত্রোত্থান করিয়া কহিতে লাগিলেন, দোহাই ইংরাজ বাহাদুরের! দোহাই! দোহাই! আমি সদুপদেশ করিলাম তাহারি প্রতিফল স্বরূপ এইরূপ দুর্বাক্য পাইলাম। হা কি আশ্চর্য্য যে, মূর্খকে নির্ম্মৎসর ধর্ম্ম উপদেশ করাতেও সেকথায় প্রবেশ না করিয়া দ্বেষ করে! তাহাও অস্মদাদির শাস্ত্রে লিখিয়াছেন যথা (উপদেশোহি মূর্খানাং প্রকোপায় নশান্তয়ে। পয়ঃ-

পানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনং) অর্থাৎ মূর্খকে সদুপদেশ করাতে কেবল তাহার ক্রোধবৃদ্ধি হয় চিত্ত শান্তি হয় না, যেমন সর্পকে দুগ্ধপান করাইলে বিষ নিবারণ হয় না কেবল বৃদ্ধিই হয়। অতএব এইজন্যই লোকে বলে যে ননীচো যবনাৎপর অর্থাৎ যবনের পর আর নীচ নাই। অনুমান করি, ইহাদিগের এই কুস্বভাবেই এদেশের রাজ্য চ্যুতি হইয়া,ইংরাজ রাজের রাজ্যাধিকার হইয়াছে। আমাদিগের শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ইহারা কিছুই বোঝে না, তন্নিমিত্ত সদুপদেশ করিলেও তিরস্কার রূপ পুরস্কার দেয়। আমাদিগের শাস্ত্রে কেবল এক ব্রহ্মোপাসনাই করিতে কহিয়াছেন, কিন্তু তাহার দ্বিবিধ রূপ দ্বিবিধ অধিকার মতে শাস্ত্রে বর্ণন করিয়াছেন, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম, স্থূলরূপে সেই ব্রহ্মকে বিরাট মূর্ত্তি ধ্যান করা যায়। সূক্ষ্মরূপে সর্ব্বাতীত সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি ধ্যান করা যায়, যে মূর্ত্তিতে কেবল পরমাত্মা কার মূর্ত্তি পায়। ফলিতার্থ সেই যে ব্রহ্মবস্তু তিনিই সর্ব্ববস্তুর কারণ, এবং সর্ব্ব বস্তুকে আবরণ করিয়া, অখণ্ড সত্তায় সর্ব্বব্যাপী হইয়া আছেন, ইহা আমাদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে, এবং সর্ব্বদেশে সর্ব্ব জাতীয় লোকে তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। অতএব সর্ব্ববাদি সম্মত যে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম,তিনি কি জলে,স্থলে, অন্তরীক্ষে লক্ষ্য হয়েন না? এ কেমনদুর্ব্বুদ্ধি? আমরা প্রস্তরখণ্ডকে প্রস্তর উদ্দেশেতো পূজা করিনা, ব্রহ্মোদ্দেশেই পূজা করি ইহাতে দোষ কি? যিনি সর্ব্বদেশে বিরাজমান এমন যে বৈরাজ

পুরুষ, তাঁহাকেই তো এক দেশে চিত্ত স্থির করণার্থে দর্শন করি, ইহাতে কি পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস করা যোগ্য হয়? আর পুন্য তীর্থ নদ্যাদির জলে বহির্ম্মল নির্ম্মল হয়, এবং তাহাতে ব্রহ্ম সত্ত্বাস্ফূর্ত্তি পাইলে অন্তর্ম্মলো নির্ম্মল হয়, ইহাতে কি জলে ডুবিয়া মরাই সিদ্ধ হয়? এবং আমরা উপকারির উপকার মানি, এজন্য কৃতঘ্নতা করিনা, অতএব যে গাবীর দুগ্ধে আজন্ম শরীর পুষ্ট হয় তাহাকে মাতৃ রূপে মানি, এজন্য কি গরুর বিষ্মূত্র ভক্ষণকরা সাব্যস্ত হইল? বস্তুতঃ সেই এক নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন পরমেশ্বর বহু রূপে সকল জীবের উপকার করিতেছেন, অতএব আমরা তাঁহাকেই সর্ব্বত্র দৃষ্টি করি এবং তাঁহাকেই সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা বলিয়া থাকি। তিনিই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশার্থে গুণত্রয়ে অধিষ্ঠান করিয়া ত্রিমূর্ত্তি ধরেন। সেই ত্রিমূর্ত্তি হইতে, কালে কালে কত মূর্ত্তি প্রকাশ পায়, অতএব এসকল মূর্ত্তিতেও আমরা সর্ব্ব কারণ কারণ এক অনাদি মূর্ত্তিকেই ধ্যান করি এবং প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ভজি, সেই অদ্বয় পরমাত্মার সত্ত্বা প্রতিমাতেও স্বীকার করি। অতএব অস্মদাদিকে বুৎপরস্ত পৌত্তলিক বলিয়া মুসলমানেরা বৃথা তিরস্কার করেন। তাৎপর্য্য না বুঝিয়া অস্মদাদিকে নিন্দা করিলে আমরা কি করিতে পারি? আমরা সহস্র সহস্র আকার প্রকারেও এক নিরাকার, নির্ব্বিকার, পরমেশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থকে জানি না। সেই নিরাকার ব্রহ্ম এক হইয়াও বহুপ্রকারে প্রকাশ

পান। তাহাও আমাদিগের বেদে কহিয়াছেন, (বায়ূর্যথৈকং ভুবনে প্রবিষ্টো জন্যে জন্যে পঞ্চ রূপোবভুব। কৃষ্ণস্তথৈ কোপি জগদ্ধিতার্থং শব্দেনাসৌ পঞ্চ পদো বিভাতি।) অর্থাৎ এক বায়ু যেমন শরীরের মধ্যে স্থানে স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রাণ,অপান,সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চ সংজ্ঞায় পঞ্চ প্রকারে খ্যাত হয়েন, তেমনি এক ঈশ্বরো এক হইয়া, জগতের হিতার্থে শব্দের দ্বারা পঞ্চপদে প্রতীত হয়েন মাত্র। আর অস্মদাদির শাস্ত্র ইহাও বুঝাইয়াছেন, যেমন এক নাদ ব্রহ্ম স্বরের বিকৃতির দ্বারা ভৈরব, বসন্ত, মালকোশ ইত্যাদি বহুবিধ রাগরাগিণীর মূর্ত্তি ধরিয়া, গায়কগণের গানেতে করিয়া প্রকাশ পান, তাদৃশ ঈশ্বরো এক হইয়া বহু প্রকার ভক্তের বহুবিধ ভক্তি ভাবেতে করিয়া প্রকাশ পান, কিন্তু তথাপি সে নিরাকারের আকার প্রকার কেবল চিন্ময়ী ব্যতীত ভৌতিকী নহে। শাস্ত্রে কহিয়াছেন গুড় হস্তীর ন্যায় অর্থাৎ গুড়ের হাতী যাহাকে মট বলিয়া থাকে, সেই মটের চক্ষু, কর্ণ, নাসিক্যাদি সকল অবয়ব থাকিলেও সে যেমন গুড় ব্যতীত অন্য পদার্থ হয়না, সেইরূপ সেই ঈশ্বরো সাকার হইয়া, সর্ব্বেন্দ্রিয় ধরিলেও তিনি শুদ্ধ চৈতন্য ব্যতীত অপর কোন প্রপঞ্চ পদার্থ হয়েন না। ফলিতার্থ পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, সত্যযুগে সকল মনুষ্যের সত্বগুণ প্রধান, যেহেতুক সর্ব্বত্রে ভগবানের অন্তর্যামিতা দৃষ্টি ছিল। ত্রেতাযুগে রজস্তমোগুণের প্রাবল্য হওয়াতে,সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টির অভাবে পরস্পর অবজ্ঞা ও দ্বেষ পৈশুন্য হওয়াতে, জীব-

দিগের কৃতার্থের নিমিত্ত ঋষি সকলে পরামর্শ করিয়া, সহজ উপায় স্থিরীকরণ পূর্ব্বক অর্চ্চা অর্থাৎ প্রতিমা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ঐ অর্চ্চাতে অর্চ্চনা কেবল অল্পবুদ্ধিদিগের বুদ্ধি স্থিরের জন্য উপায় বিশেষ মাত্র। নতুবা জ্ঞানী সকল সর্ব্বত্র ব্রহ্মময় দেখেন, যেব্যক্তি অন্যত্র জীবাদিতে দ্বেষ পৈশুন্যযুক্ত অথচ অর্চ্চাভক্ত তাহার মোক্ষ ফল হয় না কিন্তু অর্চ্চাতে পূজা করত তৎপ্রতিষ্ঠিত দেবতা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন এমত জানিয়া যে ব্যক্তি অর্চ্চানিষ্ঠ হয়, তাহারি অর্চ্চার ফল সিদ্ধি হয়। এতাবতা অর্চ্চার অর্চ্চকেরাও সর্ব্বত্র ভগবদ্দৃষ্টিকরিবেক, এমত বিধি হইল, তবে অল্পবুদ্ধিরা দ্বেষ পৈশুন্য হইতে নিবারিত হইয়া কথঞ্চিদ্রূপে ভগবদারাধনাতে তৎপর হইবেক ইত্যাভিপ্রায়ে অল্পবুদ্ধিদিগকে অর্চ্চাতে পূজা করিতে দেখিয়া হেয় জ্ঞান করা অকর্ত্তব্য, যেহেতুক সেই অল্পবুদ্ধিরা সেই অর্চ্চাতে মনঃস্থির করিয়া সেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরকেই ভজে, অন্য কাহাকেও ভজে না, ইহাই নিশ্চয় অতএব কর্ম্মসঙ্গি জীবকে অর্চ্চাতে অর্চ্চনা করিতে নিষ্ঠাযুক্ত দেখিয়া, জ্ঞানি সকল সেই অল্পবুদ্ধি জীবদিগকে অনুকম্পা পূর্ব্বক তাহাতেই মনঃস্থির করিতে অধিক উৎসাহ যুক্ত করিবেন, যেহেতুক পরিণামে তাহাদিগের চিত্ত শুদ্ধি হইলে, সেই দুর্ব্বলাধিকারীরাও সবলাধিকারী হইয়া, বিশ্বময় পূর্ণব্রহ্ম দর্শন করিতে ক্রমে ক্রমে যোগ্যতা প্রাপ্ত হইবেক, অর্থাৎ প্রথমতঃ অর্চ্চায় বুদ্ধি নিবেশ করিয়া, সেই বুদ্ধির পরিপাকদশায় স্থিরনিষ্ঠ

হইয়া, স্বদেহস্থ ধ্যেয় পদার্থকে ধরিতে শক্ত হয়, ক্রমশঃ হৃদয়স্থ অধিয়জ্ঞ রূপ পুরুষে নিষ্ঠাবাহুল্য হইলে, বিতস্তি পরিমিত ধ্যেয় আকার ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত এমত জ্ঞান জন্মে, তদনন্তর "সর্ব্বং খল্বিদংব্রহ্ম" এইরূপ অখণ্ড জ্ঞানে সর্ব্বত্রেই ব্রহ্মদর্শনে জীব কৃতার্থ হয়। গীতাতেও ভগবান্ এই জন্য অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন যে, (ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদ-জ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং। জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।) অর্থাৎ অজ্ঞানী কর্ম্মসঙ্গী ব্যক্তিদিগের চিত্তভঙ্গ করিবেক না। বিদ্বান্ এবং যোগযুক্ত ব্যক্তি আপনি কর্ম্ম আচরণ করত সেই সকল ব্যক্তিকে সর্ব্বকর্ম্মে নিযুক্ত করাই-বেক। শ্রুত আছে যে, ঐ মুসলমানদিগের মধ্যে অনেক মও-লানারূম নামা জ্ঞানবান্ পুরুষ জন্মিয়াছিলেন, তিনি-ও আপন গ্রন্থে এক ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাতেও অজ্ঞা-নির চিত্তভঙ্গ করাতে পরমেশ্বরের কোপ হইয়াছিল, এমত কথা তাঁহারাই স্বীকার পাইয়াছেন। সে ইতিহাস এই যে, এক দিবস এক দেহকালী অর্থাৎ কৃষাণব্যক্তি কৃষিকর্ম্ম করিয়া, নূতন গোধূমের রুটি প্রস্তুত করিয়া এবং মেষের লোমের কম্বল প্রস্তুত করিয়া এক বৃক্ষমূলে বসিয়া, সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণ করত মনে মনে এই আলোচনা করিতেছিল যে, হে পরমে-শ্বর! আমি বহু পরিশ্রমে এসকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়াছি, অতএব তুমি যদি কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট আগমন কর, তবে আমি এই নূতন গোধুমের রুটি তোমাকে ভক্ষণার্থে দান করি, এবং এই নূতন কম্বল তোমার পরিধানার্থে অর্পণ

করি, এবং আমার মত যদি তোমারো মাথায় ইকুন থাকে, তাহাহইলে বাছিয়া দিই, এবং আমার ন্যায় তোমার পায়ে যদি ছিন্ন পাদুকা থাকে, তবে তাহাও সূচীর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া সারিয়া দিই, ইত্যাদি কথা স্ববুদ্ধ্যনুসারে মনে মনে বলিতেছিল, ইত্যবসরে সেই স্থান দিয়া মূষাপয়গম্বর যাইতেছিলেন, তিনি ঐ অজ্ঞ কৃষাণের নিকট যাইয়া উপ-হাসপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন যে, রে কৃষাণ! ঈশ্বর কি তোমার মত ক্ষুধার্ত্ত? না তোমার মত শীতার্ত্ত? না তোমার মত ছিন্নপাদুকাযুক্ত? না তোমার মত তাঁহার মস্তকে ইকুন আছে? তিনি বিশ্বম্ভর, অর্থাৎ বিশ্বের পালক,তাঁহাকে কি দিয়া তুষ্ট করিবে? তাঁহার কি আকার আছে? যে তাঁহার অঙ্গে পরিধেয় বস্ত্র দিবে? এপ্রকার জ্ঞান তোমার অজ্ঞানতা প্রযুক্ত হইতেছে, তুমি কোফর করিও না, কোফর করিলেই কাফের হইতে হয়, অতএব অপরিছিন্ন ঈশ্বরেতে পরিছিন্ন বুদ্ধি দূর করিয়া সর্ব্বব্যাপক, নিরাকার ব্রহ্মচিন্তা করহ। ইহা কহিয়া মুষাপয়গম্বর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন আকাশবাণী হইল যে, “হে মুষা! আমি কি তোমাকে লোকের চিত্ত ভঙ্গ করিতে সৃষ্টি করিয়াছি? না আমার প্রতি লোকের ভাবভক্তি জন্মাইবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি? অতএব তুমি কৃষাণের ভাবান্তর করাতে আমার ক্রোধভাজন হইয়াছ। তাহার রুটী ও কম্বলাদি উপচার তোমার ব্রহ্মজ্ঞানোপচার অপেক্ষা আমার অধিকতর প্রিয়।” এই কথা শুনিবামাত্র মুষা তৎক্ষণাৎ ঐ কৃষাণের নিকট যাইয়া জ্ঞাত করিলেন যে,

তোমার দত্ত সামগ্রী ঈশ্বরের গ্রাহ্য হইয়াছে, তুমি আপনি মনের ভাবে ঈশ্বরকে যাহা ইচ্ছা তাহাই সমর্পণ করহ। তদনুরূপ অস্মদাদির গীতশাস্ত্রেও লিখিত আছে, (পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যোমে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।) অর্থাৎ আমাকে পত্র, পুষ্প ফল,জল, যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করে, সেই ভক্তির উপহার আমি ভক্তের ভক্তি দেখিয়া স্বীকার করি। অতএব যে কোন প্রকারে যে কোন আধারে ভক্তি করিলেই, পরমেশ্বরের প্রসাদলাভ হয়, এই জন্যে ভাষায় বলে যে, "আত্মবৎসেবা" সুতরাং ত্রেতাযুগে মুনি ঋষিরা যে অর্চ্চাতে অর্চ্চনা বিধান করিয়াছেন, তাহাতে জীব সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন এমত নহে, বরং দ্বেষ পৈশুন্যাদি দোষের বাহুল্যে পাছে পরমেশ্বরের দ্বেষ্টা হইরা অহিতাচার করত অনীশ্বরবাদী হয়, ইত্যাশঙ্কায় কথঞ্চিদ্রূপে ঈশ্বরের নিষ্ঠা জন্মাইবার জন্য এক স্থানে মনোনিবেশ করাইয়া জীবের সমূহ উপকার করিয়াছেন একথা বেদ সম্মত।

আর বেদের তাৎপর্য্য " সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম " এই জ্ঞান হয়, কিন্তু সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি করিতে হইলে, জগতের একদেশ হইতে ব্রহ্ম দৃষ্টি আরম্ভ না করিলে হয় না। একেবারে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি হওয়া কি প্রকারে সম্ভব হয় ? সুতরাং এই হেতু বেদে প্রথমতঃ অধিদৈবত পুরুষকে দৃশ্য পদার্থ সূর্য্য মণ্ডল মধ্যে ধ্যান করিতে বিধি দিয়াছেন। পরে অধিযজ্ঞ পুরুষ যিনি হৃদয়ে থাকেন, তাঁহাকে ধ্যান করিতে বিধি

দিয়াছেন। ক্রমে আপন হৃদয়ে ব্রহ্মনিষ্ঠা পরিপক্ক হইলে, সেই ব্রহ্ম সর্ব্বত্রেই আছেন এমতজ্ঞান স্ফূর্ত্তি পায়।

শ্রুতির অনুকূল অর্থাৎ ঋষি বাক্য, সুতরাং ঋষিরা যে অর্চ্চাতে অর্চ্চনার বিধান দিয়াছেন, তাহাও সেই বেদ মূলক। যদি বল বেদে প্রধানরূপে ব্রহ্মজ্ঞানকেই কহিয়াছেন, অতএব সকলেই কেন সেই ব্রহ্মজ্ঞান ভাজন না হয়েন? একথার উত্তর এই যে (নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ নাশান্তো না সমাহিতঃ। না শান্ত মানসো বাপি প্রজ্ঞানে নৈন মাপ্নুয়াৎ। ইতি কাঠক শ্রুতিঃ।) অর্থাৎ বেদ শ্রবণ মাত্রেই যে ব্রহ্মজ্ঞান হয় এমত নহে, একথা কঠোপনিষধে কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি বেদ নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে বিরত না হয়, সে কেবল বেদ পড়িয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাম ক্রোধাদি হইতে নিবৃত্ত না হইয়াছে, এমত অশান্ত ব্যক্তি এবং যাহার রাগদ্বেষাদি দোষ নিবৃত্ত না হইয়াছে, এমত অসমাহিত ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান পাইবার যোগ্য হয় না। এবং বেদের অর্থও সহসা বোধগম্য হয় না, তাহাও ঐ বেদেই কহিয়াছেন যথা—(উপনিষদর্থ বোধশ্চ দুর্লভতরঃ কোহি বেদধীরো বেদার্থমিতি শ্রুতেঃ) অর্থাৎ বেদের অর্থ অতিশয় দুর্লভ, এমত পণ্ডিত কে আছে যে, বেদের অর্থ গুরূপদেশও ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন সহসা জানিতে পারে? বৈবস্বত বচনেও স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, বেদ অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়, যথা (শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্য শ্রুণ্বন্তোঽপি বহবোঽয়ং ন বিদ্যুরিতি।)অর্থাৎ সে ব্রহ্মতত্ত্ব অনেকে শ্রবণ

করিয়াও লাভ করিতে পারেন নাই, যেহেতুক কেবল শ্রবণেতে করিয়া বোধগম্য হয়েন না, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকেও কহিয়াছিলেন যথা (শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ) অর্থাৎ সে ব্রহ্মতত্ত্ব শুনিয়াও কেহ নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। তবে কি ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করা নিরর্থক হইবে ? তাহা নহে,শ্রবণ করিতে করিতে আপনিই তত্ত্বজ্ঞান স্ফূর্ত্তি পায়। দশবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানই ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ হইয়াছেন, তদনুষ্ঠান করিতে করিতেই চিত্তশুদ্ধি হয়,পরে ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায়। ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তি ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে যত্নবান্ হইলে ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হয়, সুতরাং শ্রুতি স্মৃতিতে উদিত যে বর্ণের, যে আশ্রমের যে ধর্ম্ম এবং যে কর্ম্ম তাহা আচরণ করিলে ক্রমে সেই দুর্ল্লভ জ্ঞান সুলভ হয়। সকলের সমান ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্যবস্থা শাস্ত্রে লেখেন নাই, তাহার কারণ সকলের বুদ্ধি সমান নহে। এ জগতে উত্তম, মধ্যম, অধম ত্রিবিধ লোকের সৃষ্টি ত্রিগুণ সহকারে পরমেশ্বর করিয়াছেন। ত্রিবিধ ব্যক্তির সাধনা নির্ব্বাহ হয়, এজন্য বেদে যেমন শুদ্ধ, চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের তত্ত্বানুশীলন করিতে কহিয়াছেন, তেমনি স্থূলরূপে অর্থাৎ সমুদায় জগন্ময় বিরাট্‌রূপে ব্রহ্মোপাসনা করিতেও কহিয়াছেন, যে হেতুক উক্ত আছে যে, (উপাস্যত্বেনাদ্বিতীয়মিদং কৃৎস্নস্য তৎস্বরূপত্বাৎ) অর্থাৎ এই সমুদায় জগৎ তদ্ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন, অতএব জগতের কোন পদার্থ উপাসনায় তদ্ব্যতিরিক্ত দ্বিতীয়ের উপাসনা হয় না। সুতরাং বেদ প্রমাণেই ঋষিরা অধিকার ভেদে বহু

মত উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, (অধিকারি বিশেষেণ শাস্ত্রান্যুক্তান্যশেষতঃ।) ফলিতার্থ সমুদায় জগৎ কাহারো একদা নয়নগোচর হয় না, একারণ (জলং ব্রহ্ম স্থলং ব্রহ্ম) ইতি ক্রমে সকল স্থূল পদার্থে অর্থাৎ সর্ব্বত্র সেই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের সত্ত্বা জানাইয়া, পরে তন্ন তন্ন করিয়া অতন্নিরসনাৎ অর্থাৎ "নেতি নেতি" এমত কহিয়া অর্থাৎ ইহা নহে ইহাও নহে এমত জানাইয়া সর্ব্বাতিরিক্ত, অপ্রত্যক্ষ, সূক্ষ্মপদার্থ ব্রহ্মকে অর্থাৎ অখিল জগতের একাত্মাকে অনুসন্ধান করিতে বিধি দিয়াছেন। এবং বেদান্তে ও শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিয়াছেন "জন্মাদ্যস্যযত অর্থাৎ যাহা হইতে এ সকল বস্তুর জন্মাদি তিনিই ব্রহ্ম, জগদাত্মা, নিত্য নিরঞ্জন, সচ্চিদানন্দ, অপ্রপঞ্চ অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, পবন, আকাশ ইত্যাদির অতিরিক্ত এমত জ্ঞানোপদেশ দিয়াছেন। ফলিতার্থ জগদাত্মা জগৎ ছাড়া নহেন, যেমন অস্মদাদির জীবাত্মা দেহ ছাড়া নহে, তদ্বৎ অর্থাৎ আমাদিগের সম্বন্ধে যেমন হস্তপাদাদি প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন থাকিয়াও সর্ব্বাঙ্গে অমাদিগের অধিকার, এইরূপ জগদাত্মারও ভিন্ন ভিন্ন সর্ব্বভূতে অধিকার হয়, এবং স্থূল শরীরাবচ্ছিন্ন আমরা যেমন সূক্ষ্ম জীব হই, এইরূপ জগদাত্মাও স্থূল জগতে থাকিয়াও বস্তুতঃ সূক্ষ্মপদার্থ হয়েন, এবং আমাদিগের যেমন শরীরের মধ্যে হস্ত কিম্বা পাঁদ কিম্বা চক্ষু কিম্বা কর্ণ ধরিয়া টানিলে, শরীরের অন্তর্ব্বর্ত্তী জীবাত্মারই অনুভব হয়, এইরূপ জলে কিম্বা স্থলে কিম্বা

অনলাদিতে পূজা করিলে, সে পূজা সর্ব্বজগন্ময় বিরাজ পুরুষের অর্থাৎ জগদাত্মারই অনুভব হয়। অতএব এই নিমিত্তই নানাধারে নানা প্রকার উপাসনা বিধান হইয়াছে। তাহাতে যদি বল নানাপ্রকার উপাসনায় উপাস্য ভেদ হয়, তাহা নহে। তথাহি বেদান্ত সূত্রং [সর্ব্ব বেদান্ত প্রত্যয়ং চোদনাদ্য বিশেষাৎ] অর্থাৎ সকল বেদের নির্ণয়রূপ যে উপাসনা সে এক আত্মারই হয়। যেহেতুক বেদে কেবল এক আত্মারই উপাসনা বিধেয় হইয়াছে। সেই আত্মাকেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান ইত্যাদি শব্দে কহিয়াছেন। সে সকল সংজ্ঞায় বস্তু ভেদ নাই (ভেদান্নেতিচেন্নৈকস্যামপি) অর্থাৎ যদি কোন এক শাখায় আত্মাকে উপাসনা করিতে বেদে কহিয়াছেন, এবং কোন শাখায় কৃষ্ণকে এবং কোন শাখায় রুদ্রকে উপাসনা করিতে কহিয়াছেন, ইহাতে কি ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য হইল? তাহা নহে, যেহেতুক কোন শাখাতে ব্রহ্মাকে ক করিয়া বলিয়াছেন। এবং কোন শাখাতে খ করিয়া বলিয়াছেন। অতএব নামের ভেদে উপাসনার এবং উপাস্যের ভেদ হয় না, ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত। ফলিতার্থ প্রপঞ্চীকৃত যত দৃশ্য পদার্থ ইহা সকলই মায়া মাত্র, কেবল সত্ত্বরজস্তমোময়ী প্রকৃতির বিকার, কিন্তু অবিদ্যা ধ্বংশ হইলে, শুদ্ধ ব্রহ্মই আছেন, আর কেহ নাই ইহাই জ্ঞান হয়, তখন কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, পাষাণাদি নির্ম্মিত প্রতিমাদি ভিন্নপদার্থ জ্ঞান কোথায় থাকে? ধ্যাতা ও ধ্যেয় উভয়ই ব্রহ্মেতে লয় পাইয়া তদাকারাকারিত্বরূপে সমাধি

হয়। জীবের জীবত্ব ভান পৃথক্ থাকে না এমত স্পষ্ট উল্লিখিতআছে। অতএব শ্রুতির অনুকূল স্মৃতিবাক্যে ইহাই নিশ্চয় বুঝিয়া আপন অধিকার বিচারপূর্ব্বক প্রথমতঃ স্থূলে মনোনিবেশ করত,ক্রমে ক্রমে বেদবাক্যানুসারে সূক্ষ্ম ব্রহ্মজগদাত্মাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া চিত্ত শুদ্ধি করিলে, জীবের অবশ্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হইতে পারে ইহাতে সন্দেহ নাই।

যাহারা শাস্ত্রবক্তাদিগের বক্তব্যের মর্ম্ম না জানিয়া অর্চ্চাতে অর্চ্চনা করিতে দেখিয়া নিন্দাবাদ করে, তাহারা দ্বেষ্টারূপে গণ্য হয়। কিন্তু যাহারা দ্বেষ দোষে মুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্ম বুদ্ধি করেন, তাঁহারা দুর্ব্বলাধিকারিদিগকে অর্চ্চার্চ্চন করিতে দেখিয়া উপহাস করেন না বরং সেই অর্চ্চাতে সেই বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম আছেন,এবং অর্চ্চার নিকটে যে প্রকার মুখভঙ্গী করিয়া যে কেহ পূজাদি করে, সে পূজা সেই বিশ্ব বিভু পরমাত্মাই গ্রহণ করিয়া সাধকের সাধ্যসাধন চেষ্টায় সিদ্ধি দেন, ইহাই বুঝিয়া তাহাদিগকে দয়া প্রকাশ করিয়া তৎপূজাতে পরাঙমুখ না করিয়া সর্ব্বথাই উন্মুখ করেন, অর্থাৎ নিষেধ না করিয়া বিধিই দেন। অস্মদাদির শাস্ত্রে কেবল অধিকারিভেদে ব্যবস্থাভেদ করিয়াছেন, সে ব্যবস্থা যে না মানে তাহাকে অব্যবস্থিত বলা যায়। শাস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে (আদৌ স্ববর্ণাশ্রম বর্ণিতাক্রিয়াঃ কৃত্বা সমাসাদিত শুদ্ধ মানসঃ। সমাপ্যতৎ পূর্ব্ব মুপাত্তু সাধনং সমাশ্রয়েৎ সদ্গুরু মাত্মন বধয়ে॥ যাবন্ন পশ্যে দখিলং মদাত্মকং তাবন্মদারাধন তত্‌পরো ভবেত্। শ্রদ্ধানু রত্ত্য-

-র্জ্জিত ভক্তিলক্ষণো যস্তস্য দৃশ্যোঽহমহর্নিশং হৃদি ॥ যাবচ্ছরী-রাদিষু মায়য়াত্মধীস্তাবদ্বিধেয়ো বিধিবাদ কর্ম্মণাং। নেতীতি বাক্যৈরখিলং নিষিধ্য তজ্জ্ঞাত্বা পরাত্মানমথত্যজেৎ ক্রিয়াং) অর্থাৎ অগ্রে স্ব স্ব বর্ণ এবং স্ব স্ব আশ্রমোক্ত-ক্রিয়া নিস্পাদন করিয়া শুদ্ধমন হইলে আত্মলাভের সাধন-জন্য সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

যাবৎ পর্য্যন্ত বিশ্বকে মৎস্বরূপ করিয়া দেখিতে না পায়, তাবৎ আমার আরাধনা করিবে। আমাতে বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে ও রতির উদ্ভাবনে যাহার বিশেষ ভক্তি জন্মে, তাহার হৃদয়ে আমি দিবানিশি দৃশ্য থাকি,আর যাবৎ মায়ার দ্বারা শরীরাদিতে আত্মজ্ঞান থাকে, তাবৎ কর্ম্মবিধি তাহার পক্ষে বিধেয়। তন্নিরসন দ্বারা পরমাত্মজ্ঞান হইলে, কাযে কাযেই কর্ম্মত্যাগ ঘটিয়া উঠে, সুতরাং পরমাত্মজ্ঞান ব্যতি-রেকে শাস্ত্রবিহিত বিধিনিষেধ উল্লঙ্ঘন করা অব্যবস্থিতচিত্তের অব্যবস্থা মাত্র।

শ্রুতি,স্মৃতি বিরোধী যেব্যক্তি সেসাধু গ্রাহ্যনহে, অতএব ধর্ম্মদ্বেষী মুসলমানের কথা অগ্রাহ্য ও অশ্রাব্য।

(বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃপ্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনংপ্রমাণং যস্যপ্রমাণং নভবেৎপ্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাদ্বচনংপ্রমাণং।)

অর্থাৎ বেদ সকল প্রমাণ হইয়াছেন, এবং সেই বেদমূলক স্মৃতিশাস্ত্রও প্রমাণ হইয়াছেন, এবং ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য অর্থাৎ মীমাংসাকার উত্তম গ্রন্থকর্ত্তার বাক্য সকল প্রমাণ হইয়াছেন, কিন্তু যাহাদিগের নিকট এই সকল প্রমাণ অপ্রমানরূপে

গণ্য হয়, তাহাদিগের কথাইবা কে প্রামাণ্য করে ? অর্থাৎ কেহই করেনা। আর আমাদিগের শাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, অতএব প্রাচীনমত ত্যাগ করিয়া অর্ব্বাচীনের মতকে কেন গ্রহণ করিব ? দেখ এই মুসলমানের পয়গম্বর তো সর্ব্বশেষে হইয়াছেন, তৎপূর্ব্বে খৃষ্টানের পয়গম্বর, তৎপূর্ব্বে ইহুদীর পয়গম্বর হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই ইহুদীর পয়গম্বর মূষা সকলের প্রাচীন হইয়াও পৃথিবীর সৃষ্টি কাল ছয়সহস্রবৎসরের অধিক কহেন নাই। এমত কথা অত্যন্ত অযথা, যেহেতুক ছয়সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের চিহ্ন সকল অদ্যাপি এই পৃথিবীমণ্ডলে অনেক স্থানে অনেক দেদীপ্যমান দেখাযায়। এবং যে জলপ্লাবনের কথা তাঁহার শাস্ত্রেলিখেন, সেতো সেদিনকার কথা, তদপেক্ষা অনেক পূর্ব্বকালে কত কত খণ্ডপ্রলয়ের কথা অস্মদাদির শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, অতএব সর্ব্বাপেক্ষা অর্ব্বাচীন মুসলমানের বাক্য কিরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে ? হিন্দুস্থান এবং চীনদেশ ছয়সহস্রবৎসরের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, এবং এতদ্দেশে সভ্যতা পূর্ব্বাবধিছিল একথা মুসলমানেরাই স্বীকার করেন। আমাদিগের বেদশাস্ত্র অপৌরুষেয় এবং অনাদি কাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরদত্তরূপে খ্যাত। বেদে স্পষ্টই লেখাআছে, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মোপাসনা সর্ব্বত্রে সর্ব্বমতেই হইতে পারে, এবং তদনুসারে মুনি, ঋষি সকলে সংহিতাদিগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, (চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যা শরীরীণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা।) অর্থাৎ জ্ঞানময়, অদ্বিতীয়, কলা-

রহিত, অশরীরীব্রহ্মের রূপকল্পনা কেবল উপাসকদিগের কার্য্য সিদ্ধি নিমিত্তেই বিধান হইয়াছে। দেখ আমরা যদি ব্রহ্মতত্ত্ব না জানিতাম, তবে অস্মদাদির বেদে এবং বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রে কেবল নিরাকার ব্রহ্মের মহিমা কেন পুনঃপুনঃ বর্ণিত হইয়াছে? তবে আমরা যবনের ন্যায় কৃতঘ্ন নহি, অর্থাৎ যে গাবীর দুগ্ধে শরীর পুষ্টি হয়, সে গাবীকে হত্যা না করিয়া, তৃণ জলদাদি দিয়া সেবা করি। ইহাতে আমাদিগের কি দোষ হইল, তাহা আপনিই বিচার করিয়া দেখুন। আমরা জানি যে, স্বজাতীয় ধর্ম্মনুষ্ঠানেই ইহলোকে ও পরলোকে সুখ হয়, অতএব স্ব স্ব জাতি বিধ্যনুসারে কেহ কাহারো প্রতি দোষারোপ না করিয়া, ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ করিলেই জ্ঞান হয়, ইহাই বিদুষাং পরামর্শঃ।

হিন্দুজাতি এইরূপ সর্ব্বসামঞ্জস্য মতে এক ঈশ্বরের উপাসনার প্রস্তাব করিলেন, এবং সেই উপাসনা কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইহুদী, কি খৃষ্টান সকলেরি কর্ত্তব্য ইহাই পুনঃপুনঃ জানাইলেন। তখন এক জন নাস্তিক ঐ সভায় সভাস্থ ছিলেন, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া বাগ্জাল বিস্তার করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন।

নাস্তিকের আকৃতি ও ধর্ম্ম বিবৃতি।

নহিন্দুর্নমুসলমানো নেহুদি খৃষ্টযাজকঃ।
স্বেচ্ছাচারী ভিন্নবেশী নাস্তিকো ধর্ম্মনিন্দকঃ॥

অর্থাৎ।

নহেতো হিন্দু নহে যবন।
ইহুদীও নহে দেখি কেমন॥
নাভজে খৃষ্ট নাভজে গুরু।
আপনি বাঞ্ছাকল্পতরু॥
নামানে ধর্ম্ম স্বেচ্ছাচারী।
বিকৃত বসন, ভূষণধারী॥
তাহারি নামতো হয় নাস্তিক।
দেখিলে ডরায় যত আস্তিক॥

হে মন্ত্রিবর! আপনি হিন্দু,মুসলমান,ইহুদী, খৃষ্টান, এই চারি জাতির ধর্ম্মাধর্ম্ম ঘটিত বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়া, বৃথা ভ্রান্ত হইতেছেন। ইহরা সকলেই মূর্খ, কাহারো কোন জ্ঞান নাই, যেহেতুক আদৌ শিরো নাস্তি শিরোব্যথা অর্থাৎ মাথা নাই মাথাব্যথা। ইহারা ঈশ্বর আছেন বলিয়া,ঈশ্বর-দত্ত শাস্ত্র লইয়া বিবাদ করিতেছেন, কিন্তু ঈশ্বর কোথায়? কে তাঁহাকে দেখিয়াছে? কি কার্য্যই বা তাঁহা হইতে হয়? এসকল উন্মত্তপ্রলাপমাত্র। অস্মদাদির মতে ঈশ্বরোনাস্তি এই কথাই সিদ্ধান্ত। আপনি ভ্রান্ত লোকের কথায় ভ্রান্ত হইবেন না। ঈশ্বরের অস্তিত্বে কোন প্রমাণ ধীমান মাত্রেই স্বীকার করেন না। আপনি জ্ঞানী হইয়া অজ্ঞানীর ন্যায় বৃথা বাগ্‌জল্পনা শ্রবণ করিতেছেন ইহা বড় আশ্চর্য্য! হে মন্ত্রিবর! এই সংসারের কর্ত্তা, পাতা, হর্ত্তা বলিয়া যে ইহারা একজন ঈশ্বর কল্পনা করিতেছেন, সে কেবল

কল্পনা মাত্র। যদি বলেন যে, তবে এ সংসার কিপ্রকারে সৃষ্ট হইল? তাহার উত্তর এই, যেমন মহারণ্য মধ্যস্থ বৃক্ষাদি আপনিই উৎপন্ন স্থিত ও নষ্ট হয়, সেইরূপ এই সংসার আপনিই উৎপন্ন, স্থিত ও নষ্ট হয়। আর ইহারা বলেন যে, দেহাতিরিক্ত দেহস্থিত একটা জীবাত্মা আছে,তাহাও খ পুষ্পের ন্যায় মিথ্যাই জানিবেন অর্থাৎ যেমত আকাশে পুষ্পের কোন সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ দেহেও কোন আত্মার সত্বা থাকিবার সম্ভাবনা নাই। দেহচ্ছেদন করিয়া দেখিলেতো কোন আত্মা খুজিয়া পাওয়া যায় না। আর কি হিন্দু,কি মুসল্মান,কি ইহুদী,কি খৃষ্টান ইহাদিগের যে ব্যক্তি যে মত আশ্রয় করুন, সকলেই স্ব স্ব মতে সৎকর্ম্মফলে স্বর্গ নরকাদি স্বীকার করেন। কেহ বলেন, সৎকর্ম্ম করিলে স্বর্গ প্রাপ্তি ও অসৎ কর্ম্ম করিলে নরক প্রাপ্তি হয়। কেহ বলেন সওয়াব করিলে বেহেস্ত নসীব, ও গুনহে করিলে দোজখ নসীব হয়। কেহ বলেন গুডএকসনের (Good-action)ফলে হেবন (Heaven) হয়। এবং ইবিলএকসনের (Evil action) ফলে হেল (Hell) হয়। কিন্তু একসন (Action) কথাই অলীক ও কাল্পনিক, কেবল অজ্ঞানী পুরুষেরাই স্বর্গার্থ সৎকর্ম্ম করে, ইহা তাহাদিগের বুদ্ধির ভ্রম মাত্র। কারণ যে কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গ হইবেক, সে কর্ম্মেরি বিনাশ প্রত্যক্ষ দেখা যায়, তবে সেই বিনষ্ট কর্ম্ম কি দেহান্তে স্বর্গাদি ফলের জনক হইবেক? ইহা যদি সম্ভব হয়, তবে দগ্ধ সূত্র ও বস্ত্রাদির

জনক হইতে পারে। অতএব যুক্তিতো বিচার করিলে স্বর্গও নাই, নরকো নাই। এসকল স্বর্গ, নরক কল্পনা করিয়া, সর্ব্ব জাতির ধূর্ত্ত পুরোহিতেরা কেবল আত্মস্বার্থ নিমিত্ত লোকের প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি জন্মাইয়া ধনসঞ্চয় করে মাত্র। আর বর্ত্তমান দেহ পাত হইলে, হিন্দুরা কহেন যে শরীরান্তর প্রাপ্তি হইবেক; একথাও নিতান্ত অন্ধপরম্পরা-সিদ্ধ কথার ন্যায় অলীক, কারণ যখন শরীর ব্যতিরিক্ত আত্মাই নাই, তখন দেহান্তে কাহার দেহান্তর প্রাপ্তি হই-বেক? ও কেইবা সুখ দুঃখ ভোগ করিবেক? আর মুসলমান ইহুদী ও খৃষ্টান ইহারাও কহেন যে, মানুষ মরিলে গোরে থাকিয়া প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইবেক, পরে একদিন প্রলয়ান্তে বিচার হইবেক; সেই বিচার দিনে পরমেশ্বর প্রেতব্যক্তির কর্ম্মানুসারে সদসৎ গতি প্রদান করিবেন। একথাও অলীক কেননা প্রতক্ষ্য দেখাযায় যে,গোরের মধ্যে প্রোথিত শবাদির মাংস ষড়িত, গলিত হইয়া মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইয়া যায়। তবে সে ব্যক্তি বিচারদিবসে কি প্রকারে শরীর লাভ করিয়া পরমেশ্বরের সমীপে দণ্ডায়মান হইবেক? অতএব প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতিরিক্ত অন্য প্রমাণ ধীমানের কদাচ গ্রাহ্য নহে। যদিবল শাস্ত্রীয় প্রমাণ নামানিলেই নয়, কিন্তু যুক্তির বিরুদ্ধ যেশাস্ত্র তাহাকে কেবল রাজাজ্ঞার ন্যায় মানিতে পারিনা। শাস্ত্রশাস্ত্র করিয়া বৃথায় মুর্খেরা মরে, কারণ বেদশাস্ত্র, কি কোরাণশাস্ত্র, কি বাইবেলশাস্ত্র, কি গাস্পেলশাস্ত্র, এ সকল শাস্ত্রই প্রবঞ্চকের রচিত, অতএব

আমরা কোন শাস্ত্রই মানি না। কাগজ কলমে লিখিলেই যদি শাস্ত্র হয়, তবে পৃথিবীতে যখন যত ধূর্ত্ত হইবেক, তখন সেই এক একটা শাস্ত্র করিতে পারিবেক। অনুমান করি সেই নিমিত্তেই দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য কেবল লোক প্রতারণামাত্র।

জগতে জানিবে যত জন মাত্র গোরু।
যে যারে ঠকাতে পারে সেই তার গুরু॥

অতএব অন্ধগোলাঙ্গুলের ন্যায় কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইহুদী, কি খৃষ্টান্, ইহারা সকলেই অজ্ঞানান্ধ হইয়া, মিথ্যা এক একটা কল্পিতশাস্ত্র মানিয়া, সেই অসদুপদেশে উপদিষ্ট হইয়া কষ্ট পাইতেছে ইহাতে কোন ইষ্ট নাই॥

যখন নাস্তিক এইপ্রকার প্রস্তাব করত রাজমন্ত্রী সন্নিধানে সকল জাতির প্রতি উপহাস করিতে লাগিলেন, তখন হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান, ইহারা সকলেই পরস্পর বিপক্ষ হইয়াও নাস্তিকমত নিরাস করণের জন্য একপক্ষ হইলেন। যেহেতুক যদিও ঘরের মধ্যে ভাই ভাই জ্ঞাতি বিরোধ থাকে, তথাপি পরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইলে সকলেরি ঐক্য হওয়া সম্ভব। লোকে বলে " মহিষের সিং বাঁকা যুঝিবার সময় একা " তখন হিন্দু কহিলেন, মুসলমান ভাই! কি দেখিতেছ? যাহা হউক আমারা চারিজনেই ঈশ্বর মানিয়া থাকি অতএব আমরা আস্তিক, কিন্তু এব্যক্তি নাস্তিক, পুঁজির উপরকারটি দেখিতে পাই, কোথা হইতে আসিয়া অস্মদাদির সকল মতকেই অমান্য করিতেছে? আর যখন

ঈশ্বরকেই মানেনা, তখন ঈশ্বরাংশের অবতার মনু, মহম্মদ মূষা এবং ইষু ইহাদিগকেই বা কেন মানিবেক? এবং যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত শব্দ প্রমাণ মানেনা, তখন অস্মদাদির শব্দময় শাস্ত্র ইহার নিকট কি প্রকারে প্রামাণ্য হইবেক?

হিন্দুর কথা শুনিয়া তখন মুসলমান বলিতেছেন, শুন হে হিন্দু! আমরা তোমাদিগকেই কাফর বলিয়া জানিতাম, এইক্ষণে জানিলাম তোমরা কাফর নহ, এই নাস্তিক গোষ্ঠীই যথার্থ কাফর, অতএব ইহাকে শব্দপ্রমাণ মানাও তবেই অস্মদাদির শব্দময় সকল শাস্ত্রই রক্ষাপাইবেক, নতুবা সকল শাস্ত্রেরি লোপাপত্তি। ইহুদী কহিলেন, তথাস্তু সেই দৃষ্টান্তে খৃষ্টানো কহিলেন এবমস্তু।

তখন সর্ব্বজাতির একবাক্যতায় হিন্দুজাতি গাত্রোত্থান করিয়া, ষড়দর্শনমতে নাস্তিকের সহিত বিচার করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন, শুনরে নাস্তিক! তোমাদিগের মত কি? তাহা বিশেষ করিয়া প্রকাশ কর। আমি একাদিক্রমে তোমার বচনের উত্তর দিব। তখন নাস্তিক কহিলেন, স্বর্গঃ কুত্রচ কুত্রদেবতকুলং কুত্রাথ জন্মান্তরং? অর্থাৎ হে আস্তিক! তুমি যে স্বর্গ বল সে স্বর্গ কোথায়? এবং সে স্বর্গস্থ দেবতাই বা কোথায়? এবং মৃত্যুর পরে জন্মান্তর হওয়াইবা কোথায় সম্ভব? আস্তিক উত্তর করিলেন, হংহো বেদ পুরাণ মধ্যবিলসদ্বস্তুনিকিং নিন্দসি? অর্থাৎ এসকল বস্তু বেদে ও পুরাণাদিশাস্ত্রে প্রকাশ আছে, অতএব কেন মিথ্যা বেদাদিশাস্ত্র-নিন্দা করিতেছ? নাস্তিক কহিলেন

প্রামাণ্যং কিমুযান্তি বঞ্চকক্বতা বেদাঃ পুরাণাদয়ো যে চাতীন্দ্রিয় সর্ব্ববস্তুকথয়া বঞ্চন্তি সর্ব্বং জগৎ। অর্থাৎ প্রবঞ্চক রচিত বেদপুরাণাদি শাস্ত্র কিপ্রকার প্রমাণ হইতে পারে? যেহেতুক তাহাতে কেবল অপ্রত্যক্ষ পদার্থ লিখিয়া জগৎকে বঞ্চনা করিতেছে। আস্তিক প্রথমতো মীমাংসা দর্শনমতে কহিতেছেন, কথমহো বিনৈব কর্ম্ম সুখ দুঃখাদিভোগী পুরুষঃ অর্থাৎ কর্ম্ম ব্যতিরেকে কিপ্রকারে মনুষ্য সুখদুঃখাদি ভোগী হইতে পারে? নাস্তিক কহিলেন, অহো কুত্রকর্ম্ম কেনদৃষ্টং কদাকেনবোপার্জ্জিতং জন্মান্তরে কৃতমিতিচেৎ তদেবনাস্তি প্রমাণাভাবাৎ সুখদুঃখাদিকং পুনঃ প্রবাহ ধর্ম্মতয়া শরীরিণামনিয়তং বস্তুতো জগদেতদসৎ ইতি সর্ব্বমিদং ভ্রমএব। অর্থাৎ কি আশ্চর্য্য বলিতেছ! কর্ম্ম কোথায় থাকে? কে তাহাকে দেখিয়াছে? কেবা সেই কর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছে? যদি বল সে কর্ম্ম জন্মান্তরকৃত হইয়াছে, তাহারিবা কি প্রমাণ আছে? অতএব সুখদুঃখ শরীরিদিগেরসম্বন্ধে প্রবাহবৎ অনিয়তই হইয়াথাকে, বস্তুতো এ জগৎ সকলি অসৎপদার্থ অতএব ভ্রমমাত্র। আস্তিক তখন বেদান্তমতে উত্তর করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। অহো জগদেতন্মৃষৈবেতি সত্যমুক্তং শ্রীমদ্ভিঃ কিন্তু একং ব্রহ্ম সত্যভূতমস্তি যস্মিন্নেতন্মিথ্যাভূতমপি। সত্যতয়াপ্রতিভাতি। অর্থাৎ জগৎকে মিথ্যা বলিতেছ একথা যথার্থ বটে, কিন্তু একব্রহ্ম সত্য আছেন, সেই ব্রহ্মতেই এই মিথ্যাভূত জগৎ সত্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছে;

নাস্তিক কহিলেন, সাধু সাধু কিঞ্চিন্মতে প্রবিষ্টোসি পরন্তু কীদৃক্ তদ্ব্রহ্ম ভবতাং! অর্থাৎ জগৎকে মিথ্যা বলিয়া জান একথা ভালই বলিয়াছ, ইহাতে কথক আমার মতে প্রবিষ্ট হইয়াছ দেখিতে পাই, কিন্তু একটা ব্রহ্মকে সত্য করিয়া বলিতেছ সে ব্রহ্মের লক্ষণ কি? তাহা বল দেখি আস্তিক পুনরায় কহিলেন, ক্রিয়াহীন মনাকারং নির্গুণং পরমং মহৎ। তদ্ব্রহ্ম পরমানন্দমবাঙমনসগোচরং। অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, নিরাকার, নির্গুণ, পরমপদার্থ, পরমানন্দস্বরূপ, বাক্য মনের অগোচর হয়েন। নাস্তিক কহিলেন, জগন্মৃষৈবেতি ভবন্মত শ্চেৎ কিংকথ্যতেব্রহ্মনিরর্থকং তৎ। আকার শূন্যেন গতক্রিয়েন কর্ত্তব্যমেতেন কিমস্তিলোকে। অর্থাৎ তোমার মতে যদি জগৎ মিথ্যাই হইল, তবে নিরর্থক একটা ব্রহ্ম আছে একথা কেন বল? আর যে ব্রহ্মের আকার নাই, এবং কোন কর্ম্মও নাই, নিষ্ক্রিয়, তাহার সম্বন্ধে ইহলোকে কর্ত্তব্য কি আছে? আস্তিক তখন ন্যায়শাস্ত্রমতে কহিতে প্রবর্ত্ত হইলেন, কথমহো কিংব্রূতে ভবান্ স্বমত সমপরিষ্কুর্ব্বন্নেব। অর্থাৎ হে নাস্তিক! তুমি কি বলিতেছ? আপনার মতকে পরিষ্কার করিয়া বল দেখি। নাস্তিক কহিলেন, নস্বর্গো নৈনবজন্মান্যপি নচনরকো নাপ্য ধর্ম্মোনধর্ম্মঃ কর্ত্তানৈবাস্য কশ্চিৎ প্রভবতি জগতোনৈব কর্ত্তানহর্ত্তা। প্রত্যক্ষান্যং নমান্যং নসকল ফলভুগ দেহভিন্নোস্তি কশ্চিৎ মিথ্যাভূতে সমস্তে প্যনুভবতি জনঃসর্ব্বমেতদ্ধিমোহাৎ। অর্থাৎ স্বর্গও নাই, নরকো নাই, ধর্ম্মও নাই,

অধৰ্ম্মও নাই, এবং এজগতের কেহ কৰ্ত্তা, ভৰ্ত্তা, হৰ্ত্তাও নাই, আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণো নাই, এবং এইদেহ ভিন্ন সকল ফল ভোক্তা আর কোন আত্মাও নাই, কেবল মোহপ্রযুক্ত এই মিথ্যাভূত জগতে এসকল বস্তুকে লোকে সত্য করিয়া মানিতেছে। পুনশ্চ নাস্তিক কহিলেন ,অহিংসাপরমোধৰ্ম্মঃ পাপমাত্মপ্রপীড়নং। অপরাধীনতা মুক্তিঃ স্বর্গোঽভিলষিতাশনং, স্বদার পরদারেষু যথেষ্টং বিহরেৎ সদা। গুরুশিষ্যপ্রণালীঃত্যজেৎ স্বহিত মাচরন্।

অর্থাৎ কাহারো হিংসা নাকরা ইহাই পরম ধৰ্ম্ম, আর আপনাকে পীড়া দেওয়া ইহাই অধৰ্ম্ম, আর পরাধীন না হইলেই মুক্তি, যথাভিলষিত ভোজন পাইলেই স্বর্গ। আর স্বস্ত্রী কিম্বা পরস্ত্রী সকলি গম্যা, ইহাতে অগম্যা কেহ নাই, এবং কেহ কাহারো গুরু নাই, এবং কেহ কাহারো শিষ্য নাই, যাহাতে আপনার হিত হয় তাহাই আচরণ করিবে। আস্তিক কহিলেন, সাধুরে সাধু! যদি প্রত্যক্ষান্যং নমান্যং তর্হিভাবাদৃশে দুরবিদেশগাগতে চরন্তুবৈধব্যবিধানমঙ্গনাঃ। অদর্শনেনৈবযতঃ শরীরিণো বিদেশ যানস্য মৃতেশ্চ তুল্যতা। অর্থাৎ সাধু সাধু ভালই বলিলে, যদি প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে অন্য প্রমাণ নাই, তবে তুমি বিদেশে গেলে তোমার প্রত্যক্ষতারঅভাবে তোমার স্ত্রী বৈধব্যাচরণ করুন, যেহেতুক তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে তোমার বিদেশ যাত্রায় তোমার প্রত্যক্ষতাভাবে তোমার মরা বাঁচা

দুই সমান। নাস্তিক কহিলেন, অহো মৃতস্যনপুনর্দ্দর্শন মিতি নিশ্চয়ঃ। শরীরাদিনাশস্য স্বযমেব সাক্ষাৎ কৃতাত্ত্বাৎ বিদেশং গতস্য পুনর্দ্দর্শন সম্ভাবনাস্তীতি নসাম্যং॥ অর্থাৎ মৃতব্যক্তির পুনরায় দর্শন হয় না, ইহা নিশ্চয় আছে, যেহে-তুক শরীরাদির নাশ প্রত্যক্ষ করাযায়, কিন্তু বিদেশ গত ব্যক্তির পুনরায় দর্শন হওনের সম্ভাবনা আছে, অতএব মৃত এবং বিদেশগত উভয়ের তুল্যতা হয় না। আস্তিক কহি-লেন, কথমুৎকট কোটিক সম্ভাবনয়া নার্ত্তির্ভবতি। অর্থাৎ মৃতব্যক্তির অদর্শন জন্য যেমন উৎকট শোক হয়, গতব্যক্তির অদর্শনে কি নিমিত্ত তেমন শোক হয় না? নাস্তিক কহিলেন, পত্রাদি দ্বারাধিগত বার্ত্তানাং কথমার্ত্তিঃ। অর্থাৎ পত্রাদিদ্বারা সমাচার সমাগত হওয়াতেই তাদৃশ শোক হয় না। আস্তিক কহিলেন, স্বাগতমেব তর্হি অনুমানমেব প্রমাণং। যত্নদীয় লিপ্যাদিনা জীবত স্তস্যা-বধারণেন নার্ত্তি র্ভবতি। এবং শব্দস্যাপ্যপ্রমাণে আপ্ত বাক্যাদৌ বিশ্বাসাভাবাৎ নিখিল প্রবৃত্তি নিরোধঃ স্যাৎ। স্যাচ্চ ভবাদৃশাং মতেতু শ্রেয়সীতি শব্দোপি প্রমাণত্বেন স্বীকার্য্য এব শ্রীমদ্ভিঃ। অর্থাৎ ভাল ভাল, তবে যে পত্রাদি দ্বারাতেই বিদেশি ব্যক্তি মরে নাই, এমত অনুমান হওয়াতে উৎকট শোক হয় না নিশ্চয় হইল, অতএব অনুমান প্রমাণই মানিতে হইল, সুতরাং শব্দ প্রমাণ আপ্ত বাক্য যে বেদাদি শাস্ত্র তাহাতে বিশ্বাস করাও উচিত হইল, কেননা তাহাতে অবিশ্বাস করিলে সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রবৃত্তি নিরোধ হয়। অত-

এব তুমি যদ্যপি শব্দ প্রমাণ না মান, তবে নিঃশব্দ হইয়া থাক, যেহেতুক তোমার তুল্য ব্যক্তির মূকত্ব শ্রেয় যাহারা শ্রীমান্ তাহারাই শব্দ প্রমাণকে স্বীকার করুন। নাস্তিক কহিলেন, ভবতুনামানুমানং শব্দোপি প্রমাণং তথাপি কথমীশ্বরাদি সিদ্ধিঃ। অর্থাৎ যদিও অনুমান বিষয়ক শব্দ ও প্রমাণ হয় হউক, অর্থাৎ শব্দ রূপ শাস্ত্রকেও মানিতে হয় মান, কিন্তু তাহাতে করিয়া ঈশ্বর যে আছেন ইহা কি প্রকারে সিদ্ধ হইল?

আস্তিক কহিলেন, কার্য্যাদেরনুমীয়তে স ভগবান কার্য্যঞ্চ সৃষ্ট্যাদিকং নাস্তেচেদয়মীশ্বরঃ কথমহো সৃষ্ট্যাদিকং জায়তে। অর্থাৎ কার্য্যাদি দ্বারাতেই সেই ঈশ্বর অনুমানের বিষয় হয়েন, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, নাশ এই সকল কার্য্যাদি দেখাযায়। যদি একজন ঈশ্বর না থাকেন, তবে এসকল কার্য্য কে করে? নাস্তিক কহিলেন, কাস্য সৃষ্টৌ পরিবেদনা যদি পুনঃ পিত্রোরপত্যোদ্ভবঃ বৃক্ষাদ্যাঃ প্রভবন্তি সন্মৃত সমীভত্তৎ কুলালাদিতঃ। অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে বিচিত্র কি আছে? পিতা মাতা হইতে পুত্র সৃষ্ট হয়, এবং কুম্ভকার হইতে তত্তৎ কুলাল চক্রাদি দ্বারা ঘটাদির সৃষ্টি হইয়া থাকে। আস্তিক কহিলেন, সত্যং সত্যং। কর্ত্তারৌ পিতরৌ সুতস্য কলসাদীনাং কুলালাদয়ঃ কর্ত্তারোহি যথা তথাস্তি কতমঃ কর্ত্তা বনে শাখিনাং। অর্থাৎ সে কথা সত্য পুত্রের পিতা মাতাই কর্ত্তা বটে, এবং কলসাদির কুলালচক্রাদি যুক্ত কুম্ভকারই কর্ত্তা বটে, কিন্তু বনেতে কত সহস্র সহস্র বৃক্ষ হয়,

তাহার কর্ত্তা কে? নাস্তিক কহিলেন, জায়ন্তে স্বতএবতে খলু যথা স্বেদোদ্ভবাঃ প্রাণিনঃ। অর্থাৎ সে সকল বৃক্ষ আপনা হইতেই জন্মে যেমন ঘর্ম্মেতে করিয়া স্বেদজ মসক মক্ষিকাদি জন্মে তদ্বৎ। আস্তিক কহিলেন, স্যাদিত্থং যদি তর্হি নৈব পিতরৌ পুত্রঃ স্বতো জায়তাং। অর্থাৎ যদিও স্বভাবেতে করিয়া কীটাদি জন্মে এমত সম্ভব বটে, তবে পিতা মাতা বিনা পুত্র কেন সহসা জন্মে না? নাস্তিক কহিলেন, কেষাঞ্চিদ্দেহিনাময়ং ভাবো যৎ স্ত্রী পুরুষ সংসর্গাদেরোৎপত্তিঃ যথা মানুষ পশু পক্ষিণাং। কেষাঞ্চিৎ পুনর্ব্বিনৈব শুক্র শোণিত সম্পাতং স্বেদাদিনা যথা মসকাদীনাং। কেষাঞ্চিৎ পুন র্ব্বীজ জল ভূমি বিশেষ সংসর্গেণ যথা গুল্ম তরু শস্যাদীনাং। তথাহি কানন বাসিনামপি তেষাং যদৃচ্ছয়া পততামিহ বারিদ বারিক্ষিতি সংসর্গাদবাধেনৈব উৎপত্তিরিতি স্বভাব এব বিলক্ষণানেক কার্য্যোৎপত্তৌ কারণং। অর্থাৎ নাস্তিক কহিলেন, কোন কোন দেহির এইভাব যে, স্ত্রী পুরুষ সংসর্গে উৎপত্তি হয়, যেমন মনুষ্য, পশু, পক্ষির জন্ম। এবং কোন কোন জন্তুর শুক্র শোণিতপাত ব্যতিরেকেও জন্ম হয়। যেমন মসকাদির উৎপত্তি। এবং কাহারো বা বীজ ও জল ও ভূমি বিশেষ সংসর্গেতে করিয়া উৎপত্তি হয়, তেমন গুল্ম, তরু ও শস্যাদির জন্ম। তেমনি বন মধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে আকাশ হইতে পৃথিবীতে জলপড়ে, সেই সংসর্গেই সহসা বন্য বৃক্ষের জন্ম হয়। অতএব বিশেষ বিশেষ কার্য্যোৎপত্তির কেবল

এক স্বভাবই কারণ হইয়াছেন অন্যকোন কারণ নাই।

আস্তিক কহিলেন; সত্য স্বভাব এবায়ং পরন্তু। সমানিকঃ কেনিমহী মহীরুহাং প্রসেচনার্থং ঘটকো যথাম্বুনঃ। তথাস্তি-কোরণ্য ক্রুতে পযোমুচামচেতনানাংঘটকঃ সচেতন। কিঞ্চ অসৌ স্বভাবঃ স্বস্বরূপঃ কশ্চিদ পরো বা। নাদ্যঃ স্বস্যৈব স্বংপ্রতি কারণত্বপ্রসঙ্গাৎ। নাপিদ্বিতীয়ঃ ভবন্মতে দেহ ভিন্নাভাবাৎ। যদি দেহ ভিন্নোপি কশ্চিদ্বিলক্ষণ কার্য্য-কারী স্বীক্রিয়তে তর্হিস এবাস্মাকমীশ্বরঃ। অতএব ন দ্বিতীয় পক্ষঃ।

অর্থাৎ তুমি যে স্বভাবকে বর্ণন করিলে, সে সত্যই বটে, কিন্তু পুষ্পোদ্যানের বৃক্ষ সকলের সেচনার্থে মালী যেমন প্রয়োজক হয়, সেইরূপ বনেতেও জল সেচনার্থে কোন সচেতন পদার্থ মেঘের নিয়োজক আছে। তাহাকে যদি স্বভাব বল, তবে কি সেই স্বভাবকে স্বতঃ সিদ্ধ বলিবে? তাহা হইতে পারে না, যেহেতুক তাহা হইলে আপনারি আপনি কারণ হইতে হয়। আর যদি বল অস্বরূপ অর্থাৎ স্বতঃ সিদ্ধ নহে, তাহাও বলিতে পার না, কেন না তোমার মতে দেহ ভিন্ন কোন বস্ত্যন্তর নাই। তবে যদি দেহ ভিন্ন কোন কার্য্যকারিকে স্বীকার কর, তবে তিনিই আমাদি-গের মতে পরমেশ্বর হয়েন, অতএব দ্বিতীয় পক্ষ রহিল না।

নাস্তিক কহিলেন, ইয়ানে বাবয়োর্ম্মতভেদঃ যস্তবানীশ্বরমেকং নিত্যং দেহব্যতিরিক্তং বিলক্ষণাখিলকার্য্যকারিণং ব্রবীতি অহং পুনর্ব্বিলক্ষণ সকল কার্য্য কর্ত্তৃন্নিত্যান্ দেহ ব্যতিরিক্তানন্না-

নন্ধী করোমি। অর্থাৎ আমাদিগের পরস্পর মতভেদ এই মাত্র যে, তুমি একজন বিলক্ষণ অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যকারী দেহাতিরিক্ত কোন এক নিত্য বস্তু বলিতেছ, আমি কিন্তু দেহ ব্যতিরিক্ত সকল কার্য্যকারী নিত্য পদার্থ এক না বলিয়া অনেক বলিতেছি।

আস্তিক কহিলেন, ধন্যা ভবন্তো যদনন্ত কর্ত্তৃননন্ত কার্য্যং প্রতিকীর্ত্তযন্তি বয়ং বদামঃ খলু সর্ব্ব কার্য্য কর্ত্তার-মেকং পরমেশ্বরমেব ইত্যনয়োর্ম্মতয়োঃ শ্রেয়ঃ পর্য্যালো-চনং স্বলোচনৈর্ভবদ্ভিরেব করণীয়ং। অর্থাৎ তোমরা অনন্ত কার্য্যে অনন্ত কর্ত্তা বল, আমরা সকল কার্য্যের কর্ত্তা এক জন পরমেশ্বর করিয়া বলি। অতএব আমাদিগের উভয়ের মতের উৎকৃষ্ট কোনমত তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিয়া বিবে-চনা করহ। নাস্তিক কহিলেন, ভবতু লাঘবাদেক এব কর্ত্তা পরমস্য নিত্যতায়াং কিং মানং। অর্থাৎ বহু কর্ত্তা মানিলে গৌরব হয়, অতএব লাঘব প্রযুক্ত এককর্ত্তাই যেন মানিলাম, কিন্তু সে কর্ত্তার নিত্যতার প্রমাণ কি? আস্তিক কহিলেন, যদ্যসাবনিত্যঃ কস্তস্যোৎপাদকো নাশকোবো অস্তিচেৎ কশ্চিৎ তাদৃশোপ্যেক স্তস্যাপ্যনিত্বত্বে অনবস্থা প্রসঙ্গঃ নিত্যত্বেচ সএবষ্মাকমীশ্বরঃ। অর্থাৎ যদি তিনি অনিত্য হয়েন, তবে তাহার উৎপাদক ও নাশক কে হইবেক? যদি তাদৃশ আর কেহ থাকে, তবে তাহারো অনিত্যত্ব বলিলে অনবস্থা প্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ কেহই নিত্য পদার্থ থাকে না, কিন্তু নিত্যত্ব মানিলে, তিনিই অস্মদাদির ঈশ্বর

হয়েন। পুনশ্চ আস্তিক কহিলেন, বিনা ধর্ম্মাধর্ম্মৌ রচয়তি কথং বা সভাবানিহানন্দ ক্লেশৈরুপচিতমহো জীবমখিলং। জগৎস্রষ্টুঃ স্বষ্টে কিমপি সমদৃক্ষা রচয়তো ন রাগো নদ্বেষঃ ক্কচিদপি জনেতস্য জগতি। অর্থাৎ সেই ভগবান ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যতিরেকে সুখ, দুঃখে জড়িত জীব সকলকে কি প্রকারে স্বষ্টি করিতে পারেন? তাঁহার সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি, কাহারো প্রতি অনুরাগও নাই, এবং কাহারো প্রতি দ্বেষও নাই। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্য সুখাদি মানিতে হইলে সেই সচেতন, সকল কারণের কারণকে আমরা ঈশ্বর বলিয়া থাকি। এতাবতা অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়বৎ মিথ্যা নাস্তিক বাদকরা কর্ত্তব্য হয় না। প্রতি নিয়ত দেশ, কাল, কারণ জাতশুভাশুভ কর্ম্ম ফল সুখদুঃখাত্মক শিল্পবরস্বপ্নাচিন্ত্য রচনাত্মক যে সংসার ইহার কারণ সচেতন পরমেশ্বর ইহা অবশ্যই মানিতে হইবেক। আপনমনে বিবেচনা করিয়া দেখ যে ন্যূনাধিক্য ভাবে বর্ত্তমান যে যে বস্তু দেখিতেছ, সে সকল বস্তুর সীমার স্থান অবশ্য কেহ আছে, যেমন সরোবর, হ্রদ, নদীনদাদিতে ন্যূনাধিক্যভাবে তন্মধ্যস্থিত যেমন জল, তাহারো সীমার স্থান যেমন সমুদ্র, সেরূপ ঐশ্বর্য্য বীর্য্য, যশঃ, শোভা, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি বস্তু যাহা ন্যূনাতিরেক ভাবে প্রাণি মাত্রেই আছে, কিন্তু তাহার সীমার স্থান কাহাকেও অবশ্য মানিতে হইবেক, অতএব যাহাকে সেই সীমার স্থান বলিয়া মানিবে তিনিই অস্মদাদির পরমেশ্বর। তাঁহার স্বরূপ এই যে, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, কার্য্যাদেশ সা

কারণ রূপে অভিব্যক্ত, সকলের অন্তঃকরণব্যাপারসাক্ষী, পাদহীন অথচ সর্ব্বত্রগামী এবং পাণিহীন অথচ সর্ব্বগ্রাহী নেত্রহীন অথচ সর্ব্বদর্শী, শ্রোত্রহীন অথচ সর্ব্বশ্রোতা, তিনি সকলকে জানেন অথচ তাঁহাকে কেহ জানেনা, সর্ব্বত্রস্থিত অথচ সকলেরি দুর্লভ, তাঁহার কেহ আধার নাই, তিনিই সকলের আধার, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ মাত্র এবং তাঁহার শক্তি দুর্ঘটঘটনাপটুতরা এ জন্য সেই শক্তিকে অচিন্ত্যশক্তি মহামায়া করিয়া শাস্ত্রে কহিয়াছেন, সেই অচিন্ত্যশক্তিই জগতের মূল কারণ স্বরূপা, অতএব তাঁহাকে মূলাপ্রকৃতি করিয়া বলেন। ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞেরা ঈশ্বরশক্তির কার্য্য এই জগৎকে স্বপ্নের ন্যায় জানেন, এজন্য ঈশ্বরশক্তিকে মহা-নিদ্রা করিয়াও বলেন। এতাদৃশ শক্তিসহকারী নির্গুণ, নিষ্কর্ম্মা, সচ্চিদানন্দমাত্রস্বরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ বিশিষ্ট হয়েন। আর এবম্ভূত পরমেশ্বরবিষয়ক আদর নৈরন্তর্য্য দীর্ঘকাল ব্যাপিত হইলে জ্ঞান দ্বারা মোক্ষের কারণ হয়েন। কিন্তু যাবৎ এব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন না হয়, তাবৎ সেই পরমেশ্বরের আজ্ঞারূপ শাস্ত্র বিধান মতে আচরণ করিলেই স্বর্গাদি সুখ লাভ হয়। মরিলে সদসৎ কর্ম্মের বিচার হইবেক ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। এবং কর্ম্ম জন্য শুভাশুভ হইবেক, ইহাও সর্ব্বসাধারণের শাস্ত্রেই প্রমাণীভূত হইয়াছে। তবে অস্মদাদি হিন্দুর শাস্ত্রে মরিলে জীব শরী-রান্তর পাইয়া, যমালয়ে গমন করে, তদনন্তর তাহার সদসৎ কর্ম্মের বিচার হয়, এমত কহিয়াছেন। মুসলমান ও ইহুদী

ও খৃষ্টানের শাস্ত্রে প্রলয়ান্তে বিচার হইবেক, এমত কথা বলেন। তাহাও তাঁহাদিগের মতে অসম্ভব নহে, কেন না এক্ষণকার জজ, মেজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের নিকট যদি কোন কয়েদি ব্যক্তির বিচার তৎক্ষণাৎ নাহয়, তবে জেলখানায় কয়েদ করিয়া তাহার মোকদ্দমা হাজৎ তজবীজে রাখেন, অনুমান করি তাঁহাদিগের শাস্ত্রে সেই অভিপ্রায়েই হাজৎ-তজবীজ অর্থাৎ প্রলয়ান্তে বিচার লিখিয়াছেন। ফলিতার্থ মরিলে পর শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে পুরস্কার অথবা দণ্ড শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক হইবেক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই একথা সর্ব্ববাদি সম্মত। অতএব রে নাস্তিক! তুমি ঈশ্বর মান না, এবং ঈশ্বরকৃত শাস্ত্রও মান না, এবং কোন একটা শাস্ত্রমত ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম এবং তজ্জন্য পরলোকে সুখদুঃখ ভোগ কিছুই মান না, এ তোমার নিতান্ত মূর্খত্ব প্র-ত্যক্ষাতিরিক্ত অনুমানাদি প্রমাণ মান্যমান করিয়া, শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ দৃষ্টিপূর্ব্বক ঈশ্বরপরায়ণ হও, যে ইহলোকে ও পরলোকে উভয়লোকেই সুখী ও স্বচ্ছন্দ হইতে পারিবে।

নাস্তিক এই কথা শ্রবণ করিয়া যখন নিরস্ত হইলেন, তখন আস্তিক পক্ষ হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান, পুনরায় স্ব স্ব মতগুরুর শাস্ত্র লইয়া বিবাদ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। তাহা দেখিয়া মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণনর জেনরেল অর্থাৎ এতদ্দেশীয় রাজাধিরাজ দুঃসহ বাক্‌কলহ আর সহিষ্ণুতা করিতে না পারিয়া, মন্ত্রীকে আজ্ঞা করিলেন যে, হে মন্ত্রি! এই দুষ্ট, অশিষ্ট, পাপিষ্ট নাস্তিককে আমার সম্মু-

হইতে দূর কর। ইহার মুখ দর্শন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় তদনন্তর মন্ত্রী কর্ত্তৃক নাস্তিক দূরীকৃত হইলে, আস্তিক পক্ষ হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টানের পরস্পর কলহ ভঞ্জন ও মনোরঞ্জন করণার্থে রাজা ঐ মন্ত্রীকে সর্ব্বধর্ম্মের পক্ষপাতহীন এক ঈশ্বর বাদী জানিয়া তাহাঁকেই ভারর্পণ করিলেন।

রাজমন্ত্রির সারোপদেশ।

হে সভাস্থ হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান প্রজাবর্গ! তোমরা পরস্পর আপন আপন শাস্ত্রীয় মতের বাদানুবাদ যাহা করিলে সকলি শুনিলাম। যদ্যপি তোমাদিগের উপাসনায় আপাতত প্রকার ভেদ দেখা যায়, কিন্তু বিশেষ বিচার করিলে তাৎপর্য্য ভেদ কিছুই নাই। যেহেতুক উপাস্য যে পরমেশ্বর, তাহাঁর তত্ত্ব নিরূপণে সকল মতেরি একবাক্যতা আছে। তোমাদিগের মধ্যে যাহাঁরা হিন্দু, তাঁহারা কহেন, "ঈশ্বর নিরাকার, কলারহিত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্‌ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশ্রষ্টা, পাতা, ধাতা, সংহর্ত্তা ইত্যাদি। তাদৃশ মুসলমানেরাও কহেন, হু অল ওয়াহেদ, হু অস্মদ, হু অল্‌ করিম, হু অললাশরীক। কুল্লশয়েন মোহীত কাদরে মুতলক। খালেকুল মখলুকাত অলীমুল খবীর। এবং ইহুদীরাও কহেন, আদোনাই, বারি, আলোহীম, হেবেযাদো, হাইয়ো দইয়ানোমোথ,

এল্লোদিম, ইয়োন, কাদোশ—কাদোশ —কাদোশ এবং খৃষ্টানেরাও কহেন, Supreme Being, Omnipresent, Omnipotent, Omniscient, Creater of the world. অতএব বিশেষ অভিনিবেশ করিয়া দেখিলে, তত্ত্ব ভেদ কোন মতেই বোধ হয় না। যেহেতুক ঈশ্বর তত্ত্ববিষয়ে সকলেরি এক বাক্যতা আছে। সকলেই স্বীকার করিতেছ যে, উপাস্য বিধায়ে একব্যতীত দুই পরমেশ্বর নাই। তিনি জগদাত্মা, তাহাঁ হইতে এসংসারের সর্জ্জন, পালন ও সংহারাদি সকলি হয়। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বস্বামী, সর্ব্বত্রগামী, অথচ তাঁহার নিজ ধাম প্রপঞ্চ হইতে অতিরিক্ত, একথা সকলেরি শাস্ত্রে দেখাযায়। সেই অপ্রপঞ্চ নিত্যধামে অনির্ব্বচনীয় তেজঃপুঞ্জ পরমেশ্বর নিত্যধামে পুণ্যাত্মাগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত ও সংস্তুত হইয়া, পূর্ণানন্দে অনাদি, অনন্ত কাল ব্যাপিয়া বিহার করিতেছেন, এবং যে সকল পার্ষদ-গণ তৎসন্নিধানে বাস করত স্তবাদি করিতেছেন, তাঁহারা কি অনির্ব্বচনীয় মুক্তি সুখ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতে-ছেন, তাহা সাধারণের সাধারণ বোধে গম্য হয় না। এ সমস্ত কথা তোমাদিগের সর্ব্ববাদি সম্মত, ইহাতে কাহারো কোন বিবাদ দেখিতে পাই না, যেহেতুক হিন্দুরা কহেন।—(আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।) অর্থাৎ অন্ধকারের পর যে আদিত্য বর্ণ তেজ সেই ব্রহ্ম তেজ। পুনশ্চ কহেন, (নেতদ্ভাসয়তে সূর্য্যো নশশাঙ্কো নপাবকঃ। যদ্যাত্মাননিব-

র্ব্বমে তদ্ধাম পরমং মম।) অর্থাৎ সেই নিত্যধাম স্বকীয় তেজে দীপ্তিমান সেধামকে সূর্য্য আলো করেন না, চন্দ্রও আলো করেন না, এমত অনির্ব্বচনীয় ধামে যে সকল পুণ্যাত্মারা গমন করেন, তাঁহাদিগকে পুনরাবৃত্তি করিতে হয় না, অর্থাৎ তাঁহারা মুক্ত হইয়া মোক্ষ সুখের অনুভব করিতে থাকেন। (একমেবা দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। শ্রুতি। ১) অর্থাৎ ব্রহ্ম এক ব্যতিরেকে দুই নহেন। তস্মাৎ সর্ব্বৈরপি পরমেশ্বর এবহুয়তে। (ঋগ্বেদ সংহিতা) অর্থাৎ সেই নিমিত্তে সকলেই সেই এক পরমেশ্বরকে আরাধনা করিয়া থাকেন। (অন্যদেব তদ্বিদিতা দথো অবিদিতা দধি। শ্রুতি।) অর্থাৎ জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত যত বস্তু আছে, সে সকল বস্তুর অতীত বস্তু ব্রহ্ম হয়েন। (নেতি নেতি। শ্রুতিঃ) অর্থাৎ এ বস্তু নহে এ বস্তু নহে,এই প্রকারে সকল বস্তু খণ্ডন করিয়া শেষ যে বস্তু থাকে সেই ব্রহ্ম। (নাম রূপ যোর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদব্রহ্ম শ্রুতিঃ।) অর্থাৎ নামরূপধারি সকলকে যিনি বহন করেন, এবং যিনি নামরূপের অন্তর তিনিই ব্রহ্ম হয়েন। (অন্যতাস্মাৎ কৃতা কৃতাৎ। শ্রুতিঃ) অর্থাৎ এই জগতে অস্মদাদি সৃষ্টাসৃষ্ট পদার্থ হইতে যিনি অন্তর তিনিই ব্রহ্ম হয়েন। (সবৃক্ষ কালা কৃতিভিঃ পরোন্যঃ। শ্রুতিঃ।) অর্থাৎ সবৃক্ষপৃথিবী হইতে এবং কাল হইতে এবং সকল আকৃতি হইতে যিনি পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, তিনি ব্রহ্ম হয়েন। (অস্থূল মনণ্বা হ্রস্বমদীর্ঘং। শ্রুতিঃ) অর্থাৎ যিনি স্থূল

নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন, এমত যিনি সর্ব্বাকারবর্জ্জিত তিনিই ব্রহ্ম হয়েন। (অশব্দ মস্পর্শমরূপমব্যয়ং . তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চয়ৎ। অনাদ্য-নন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং বিচার্য্যতং মৃত্যু মুখাৎ প্রমুচ্যতে।) অর্থাৎ পরমেশ্বর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পঞ্চে-ন্দ্রিয় বিষয় শূন্য। তিনি অব্যয়, নিত্য পদার্থ, আদ্যন্ত-হীন, মহত্তত্ত্বেরপরসত্যস্বরূপ তাঁহাকে জানিলে মৃত্যু মুখ হইতে পরিত্রাণ হয়। (যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। বেদান্তঃ।) অর্থাৎ কেবল পরমেশ্বর নিত্য বস্তু অতএব জগতে যে সকল বস্তু আছে, প্রাণাদি করিয়া সকলি সেই নিত্য পরমেশ্বর হইতে নিসৃত হইয়া সচল হয়। (তদেবামৃত মুচ্যতে। তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন। বেদান্তঃ।) অর্থাৎ তিনিই নিত্য, অমৃতাকার মাত্র তাঁহাতে সমুদায় লোক আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাকে উলঙ্ঘন করিয়া কেহ তিষ্ঠিতে পারে না। (কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো নস্যাৎ এযহ্যে বানন্দযাতি।) অর্থাৎ যদি সেই নিরাকার, পরমাত্মা আনন্দ স্বরূপ না থাকিতেন, তবে এজগতে কোন ব্যক্তি প্রাণধারণ করিতে অথবা চলা-চল করিতে পারিত না, কেবল সেই পরমেশ্বর আনন্দ প্রদান করিতেছেন।

(তদেতৎ সত্যং।) তিনি কেবল সত্যস্বরূপ হয়েন। (পরমং পরস্তাৎ।) পরম বস্তু হইতে পরম অর্থাৎ সর্ব্বোৎ

কৃষ্ট। বেদান্তঃ। (রসো বৈসঃ রসংহ্যেবায়ং লব্ধা নন্দী ভবতি। বেদান্তঃ।) তিনি রসস্বরূপ অর্থাৎ প্রেমস্বরূপ সেই রসকে লাভ করিয়া সকলে আনন্দ যুক্ত হয়েন। (আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। বেদান্তঃ।) যে ব্যক্তি সেই ব্রহ্মানন্দকে জানিতে পারেন, সেব্যক্তির কুত্রাপি কাহা হইতেও ভয় থাকেনা অকুতোভয় হয়। (ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।) যে সকল ধীর অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ লোক এই জগতের প্রত্যেক ভূত মধ্যে সেই ব্রহ্মকে চিন্তা করেন, তাঁহারা শরীরান্তে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ তাঁহাদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না। (বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহ বান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥) যে ব্যক্তি বিজ্ঞান রূপ সারথি যুক্ত এবং যে ব্যক্তি সুস্থির চিত্তরূপ প্রগ্রহ যুক্ত সে ব্যক্তি মৃত্যু পথের পারগন্তা হইয়া সেই বিষ্ণুর পরম পদকে প্রাপ্ত হয়েন।

(জ্বাল মালা কুলং ভাতি বিশ্বস্যায়তনং মহৎ।) তৈতিরী যোগোপনিষৎ।)অর্থাৎ তিনি বিশ্বের আয়তনস্বরূপ মহৎ জ্বালমালা কুল অর্থাৎ তেজ সমূহেতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। (তীর্য্যগূর্দ্ধ মধঃ শায়ী রশ্ময় স্তস্য সন্ততা। সন্তাপয়তি স্বং দেহমাপাদতনমস্তকং তৈতিরী যেগোপনিষৎ।) অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর অধ, উর্দ্ধ, মধ্য সর্ব্বত্র শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার জ্যোতিসকল সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। তিনি আপনাকে প্রকাশ করত বিরাট মূর্ত্তি

আপাদমস্তক অর্থাৎ স্বর্গ,মর্ত্য, পাতালকে প্রকাশ করিতেছেন। (সব্রহ্ম সশিবঃ সহরিঃ সেন্দ্রঃ সোক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট। তৈত্তিরী যোগোপনিষৎ।) অর্থাৎ তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শিব, তিনিই হরি, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অক্ষরপদবাচ্য, বিনাশরহিত, তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তিনিই স্বরাট, অর্থাৎ আপনিই আপনাকে প্রকাশ করেন, আপনিই এ জগতে রাজত্ব করেন। (যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ নতত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিস্তমেব ভান্তমনুভাতি সত্যং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতিশ্রুতিঃ।) অর্থাৎ যে তেজেতে করিয়া সূর্য্য তেজীয়ান্ হইয়া তাপ জন্মাইতেছেন, তিনিই তেজোব্রহ্ম, তাঁহার নিত্যধামে সূর্য্য, কিম্বা চন্দ্র, কিম্বা তারা, কিম্বা বিদ্যুদগ্নি ইহাদিগের কাহারো তেজোস্ফূর্ত্তি পায় না, সুতরাং অগ্নির দীপ্তি কোথায়? তাঁহারি প্রভিভায় ভানুর প্রভা এবং তাঁহা হইতেই সকল বস্তু প্রকাশ পাইতেছে। ঐরূপ গীতাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন। জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদিসর্ব্বস্যধিষ্ঠিতং। অর্থাৎ সকল তেজের তেজ যিনি অন্ধকারের অতীত তিনিই ব্রহ্মপদার্থ, জ্ঞানস্বরূপ,জ্ঞানেতে করিয়া গম্য হয়েন, তিনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া আছেন। ঈশ্বর গীতাতেও উক্ত হইয়াছে। (নিত্য সর্ব্বগতোহ্যাত্মা কূটস্থোদোষ বর্জ্জিতঃ। একঃ সভিদ্যতে শক্ত্যা মায়য়া নস্বভাবতঃ। তস্মাদদ্বৈত মেবাহুর্ম্মুনয়ঃ পারদর্শিনঃ।

ভেদোব্যক্তঃ স্বভাবেন সাচ মায়াত্মসংশ্রয়া। যথাহি ধূম সম্পর্কান্নাকাশোমলিনোভবেৎ। অন্তঃকরণজৈর্ভাবৈরাত্মা তদ্বন্নবিপ্যতে। জ্ঞানস্বরূপমেবাহুর্জ্জগদেতদ্বিচক্ষণাঃ। অর্থ-স্বরূপ বিজ্ঞানাৎ পশ্যন্ত্যন্যে কুদৃষ্টয়ঃ। কূটস্থো নির্গুণো ব্যাপী চৈতন্যাত্মাস্বভাবতঃ। দৃশ্যতেহ্যর্থরূপেণ পুরু-ষৈভ্রান্তিদৃষ্টিভিঃ। অর্থাৎ পরমেশ্বর নিত্য, সর্ব্বগত, আত্মা-স্বরূপ, কূটস্থ, হানোপানাদিদোষবর্জ্জিত একমাত্র হয়েন বটে, কিন্তু মায়াতে করিয়া তিনি ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়েন, কিন্তু সে ভিন্ন ভাব তাঁহার স্বভাবিক নহে, মায়িক মাত্র, এই নিমিত্ত পারদর্শী মুনি সকলে তাঁহাকে অদ্বৈত করিয়া বলিয়াছেন। তবে যে ভেদ উপলব্ধি হয়, সে কেবল মায়াশ্রয়তে করিয়া হয়, যেমন ধূমের সম্পর্ক আকাশকে মলিন দেখা যায়। বস্তুত অকাশ পদার্থ নির্ম্মল, মলিন নহে, তেমনি অন্তঃকরণের ভাবেতে করিয়া পরমাত্মাকেও পরিচ্ছিন্ন মত দেখা যায়। কিন্তু তিনি পরিচ্ছিন্ন নহেন, অপরিচ্ছিন্ন-মায়াতে নির্লিপ্ত হয়েন। অতএব বিচক্ষণ সকলে তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ কহিয়াছেন। তবে যাঁহারা মায়াবরণে কুদৃষ্টি হই-য়াছেন, তাঁহারাই অর্থস্বরূপ অর্থাৎ কোন বিষয় বস্তুর ন্যায় অজ্ঞানেতে করিয়া দেখিতেছেন, সেই পরমাত্মা কূটস্থ, নিগুণ, সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধ, চৈতন্যমাত্র কেবল ভ্রান্তিদৃষ্টিতেই নানার্থ রূপে প্রতীত হয়েন মাত্র। এস্থলে শাণ্ডিল্যসূত্র ব্যা-খ্যায় স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে, (ইত্যাদিনা প্রপঞ্চ মিথ্যাত্বেন সদাশুদ্ধাদ্বিতীয়স্যাকাশাদেরিবানির্ব্বাচ্যোপাধিতঃ সর্ব্ব ব্যব-

হারস্য সমর্থনাৎ বস্তুতঃ পরমাত্মা নিত্য জ্ঞানাদি লক্ষণো ভগবান্ সদৈকরূপো ভক্তবাৎসল্যাদ্যনেকগুণোল্বণঃ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নারায়ণ রাম কৃষ্ণাদিশব্দৈশ্চ ব্যপদেশ্চঃ সর্ব্ব জাতীয় নিয়ন্তা জীবস্তু পিতুঃ পুত্রইব তদংশোনাদ্য জ্ঞান-পাশ নিবদ্ধঃ কথঞ্চিৎ প্রাক্তনানেক শুভাদৃষ্ট বলাদ্বিষয়া দ্গুর্ব্বাশ্রয়ণেন স্ববুদ্ধ্যাতদ্ভজনেন তৎকৃপয়া স্বস্য সাক্ষাৎ-কারাদজ্ঞানপাশা নিবৃত্ত্যা তৎসাযুজ্যমাপ্নোতি।) অর্থাৎ ইত্যাদি ঈশ্বর গীতাবচনে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বদ্বারা সদাশুদ্ধ, অদ্বিতীয়, আকাশের ন্যায় অনির্ব্বাচ্য উপাধি হেতুক সকল ব্যবহারের সম্ভাবনা সিদ্ধ হইল। বস্তুতঃ পরমাত্মা নিত্য, জ্ঞানাদিলক্ষণযুক্ত, ভগবান্ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যবান্, তিনি সদাই একরূপ, কেবল ভক্তবৎসলতাদি অনেক গুণের আধার হইয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, নারায়ণ, কৃষ্ণাদি শব্দের ব্যপ-দেশে সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা হইয়াছেন। জীব সকল সেই নিয়ন্তা পিতার পুত্রস্বরূপ হয়েন, যেহেতুক তাঁহারি অংশে উৎপন্ন, কিন্তু সেই জীব অনাদি, অবিদ্যাপাশেবদ্ধ হইয়া পিতাকে জানিতে পারেন না। অনেক প্রাক্তন শুভাদৃষ্ট-বলে প্রপঞ্চ বিষয় হইতে গুরুর আশ্রয়েতে করিয়া সদ্বুদ্ধি পাইয়া পরমেশ্বরের আরাধনা দ্বারা পরমেশ্বরের কৃপায় আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, অজ্ঞানপাশ হইতে নিবৃত্ত হইয়া তৎ সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়েন।

আর তোমাদিগের মধ্যে মুসলমানরাও যদ্যপি হিন্দু-দিগের নামরূপবিশিষ্ট দেবতাদিগের উপাসনায় অসম্মত

হও, কিন্তু নিরাকারতত্ত্ব হিন্দুরা যেরূপ কহেন, এবং ঈশ্বরের যে সকল লক্ষণাদি হিন্দুশাস্ত্রে উক্ত আছে, অবিকল সেই সকল স্বীকার করিয়া থাক, তাহাতে কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। কেবল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি বা মন্বাদি গুরুর অভাবে মহম্মদকে ঈশ্বরের পয়গম্বর অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানগুরু করিয়া অঙ্গীকার কর এই প্রভেদ মাত্র। কোরাণ মতে এই সকল বিশেষণ হয় ঃ—

আলহমদো, লিল্লাহে, রব্বিলআলেমীন, আর রহমানীর রহিম, মালেকে ইও মিদ্দিন। অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রশংসা সম্যক প্রকারে যোগ্য হয়। যেহেতুক তিনি সর্ব্বলোকের প্রভু, অতি দয়ালু, দয়ার নিধি, প্রলয়দিনে বিচারকর্ত্তা। হু এল্লাহু, লজ্জেনা এলেহা ইল্লহু, আলেমুল গয়েব, ওশ্‌শাহাদতে, হু অররহমানুররহীম। অর্থাৎ যদ্ব্যতিরেকে কাহারো উপাসনা নাই, তিনিই পরমেশ্বর, তিনিই স্বরাট অর্থাৎ আপনিই জগতে রাজত্ব করেন। তিনি পরম পবিত্র, সুখস্থ, তিনি সুখদাতা ও আশ্রয়দাতা, মহাপরাক্রান্ত, মহামহিম, মহতের মহৎ, কলারহিত, পূর্ণাত্মা। হুঅল্‌লাহুল, খানেকুল, বারেউল, মুসব্বেরো, লহুল, আস্‌মাউল, হেসেনা ইউসব্বেহো লহু মাফিস্সমা ওয়াতে। ওঅল্‌ আরদে ওহুঅল্‌ আজিজুল্‌ হাকীম। সেই পরমেশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, সকলের সৃষ্টি করেন। তিনি সকল রচনায় সমর্থ, তাঁহার নাম সকল অত্যুপাদেয়। ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে যে কোন ব্যক্তি আছেন, সকলেই তাঁহাকে পবিত্র করিয়া বলেন। তিনি মহাপরাক্রান্ত, মহা-

মন্ত্রণাবিশিষ্ট। কুল্ হু অল লা হু আহদ আল্লা হুস্বমদ। লম এলদ ওলম ইউলদ। ওলম একুন লহু কুফ্‌য়ন অহদ। হে মহম্মদ! তুমি ব্যক্ত করিয়া বল যে, সেই ঈশ্বর অদ্বৈত ও নিরাকার হয়েন, তাঁহার পুত্র কেহ নাই, এবং তিনিও কাহারো পুত্র নহেন, এবং তাঁহার প্রতিযোগী কেহ নাই। হু অলওয়াহেদো হু অল রহিমো, হু অল করিমো, হু অল আজীমো, হু অল গণীও, হুঅল গফুরো হু অল সমদো হু অল কাদরো, হু অলহক্কো, হু অল খালেকো, হু অল রঝ্‌ঝাকো হুঅল জাহেরো, হু অল বাতনো ইত্যাদি। অর্থাৎ তিনি অদ্বৈত ঈশ্বর, তিনি করুণাময়, তিনি পরাৎপর, তিনি সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি ভগবান অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যবান, তিনি ক্ষমাবান, তিনি পরমপবিত্র, তিনি সৰ্ব্বশক্তিমান, তিনি সত্যস্বরূপ, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, অন্নদাতা, তিনিই সৰ্ব্বভূতের অন্তর্ব্বাহ্যস্বরূপ, সকলি হয়েন। অসহদো আল্লালা এলাহা এলেল্লাহো ওহদহু, লাশরীকালহু, ওঅশহদো অন্নামোহম্মদন অব্দহু ওরসুলহু অল্লাল্লা হোম্মা, সল্লে আব্দহু, মোহম্মদিন, ও আলে মহম্মদ। অর্থাৎ মহম্মদ কহিলেন, আমি প্রামাণ্য করিতেছি এই বাক্য যে, আল্লা ব্যতিরিক্ত আর কেহ ঈশ্বর নাই, সেই আল্লা অদ্বৈত হয়েন। তিনি কলারহিত এজন্য তাঁহার নাম নিষ্কল। এবং আমি আরো প্রামাণ্য করিতেছি যে, আমি মহম্মদ তাঁহার দাস, ও তাঁহার তত্ত্ববক্তা হই মাত্র। হে আল্লা! তুমি আশীর্ব্বাদ কর, মহম্মদের প্রতি এবং মহম্মদের দৌহিত্র সন্তানের প্রতি। এবং মুসলমানদিগের

আমরণ পর্য্যন্ত গোরে গিয়াও এইরূপ প্রতিজ্ঞা বচন বলিতে হয়, যথা—আল্লাহো রব্বী ও মহম্মদ নবী ওলে এসলা-মোদিনী। আলকারতু কেবলতী ও কোরাণে কেতাবি। অর্থাৎ আল্লা আমার সহায় এবং মহম্মদ আমার গুরু এবং এসলাম আমার ধর্ম্ম এবং মক্কার মসজীদ আমার আশ্রয়স্থান এবং কোরাণ আমার শাস্ত্র।

তোমাদিগের মধ্যে ইহুদীরা ঈশ্বর বিষয়ে তাদৃশ বিশেষণ সকল ব্যবহার করিয়া থাক। যথা তৌরাত শাস্ত্র-আলোখী, আদোনাই, এলোহেখা। আমি তোমাদিগের সকলের ঈশ্বর হই। অশেরহোসেথী খামে এরেস মুসরাইম। আমি তোমাদিগের ঈশ্বর হই যে, তোমাদিগকে মিশ্রদেশ হইতে মুক্ত করিয়াছে। আদোনাই শব্দে ঈশ্বর, বারি শব্দে সৃষ্টিকর্ত্তা, আলোহীম শব্দে নিত্য, হেবেযাদো শব্দে সর্ব্ব-শক্তিমান, হাইওদইয়ানামোথ শব্দে সর্ব্বজ্ঞ, এল্লাদিম ইয়োন, কদ্দুশ শব্দে সদৈকরস। কাদোশ কাদোশ কাদোশ শব্দে পুন্যাত্মা এ সকল নাম হিন্দু, মুসলমান যেমত কহিয়া থাকে, সেমত ইহুদীরাও কহ, এবং ইহুদীরা আরো কহিয়া থাক যে,আদোনাই সেবা ওথ মে লক্ষীম হা আবেশ কেবোদো। হে ঈশ্বর! তোমার, কীর্ত্তি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়াছে। রহমল কুল্মা অসাও। তোমার দয়া সকল জাতির প্রতি সমান। তোমার নাম অনুদাইয়ান, অর্থাৎ অপক্ষপাতি বিচার কর্ত্তা।

তাদৃশ তোমাদিগের মধ্যে খৃষ্টান জাতিরাও সেই পর-মেশ্বরকে God the creater, Eternal, Omnipotent,

Omnipresent, Omniscient, Unchangeable, Holy, Merciful, Gracious. ইত্যাদি লক্ষণে কহিয়া থাক। তথাহি বাইবেলে—In the beginning God created the heaven and the earth. (Genesis-chap 1—1) পরমেশ্বর প্রথমত স্বর্গের সৃষ্টি এবং পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইতি জেনেসিস—১ অধ্যায়—১ শ্লোক। The sea, and all that in them is. (Exodus chapX X-11) পরে সমুদ্র সৃষ্টি করিয়া ঐ সকল সৃষ্টি মধ্যে যে যে বস্তু আছে তাহা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইতি একজাডস ২০ অ-১১ শ্লোক। Alleluia: for the Lord God omnipotent reigneth. (Revelation chap-XIX-6) তাঁহার নাম এলিলিউয়া যেহেতুক সেই প্রভু ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান হইয়া রাজত্ব করিতেছেন। ইতি রেবিলেসন—১৯ অ—৬ শ্লোক। Known unto God are all his works from the beginning of the world.(Acts chap—XV—18) জগতের সৃষ্টি অবধি যত কার্য্য উৎপত্তি হইয়াছে। তাহা সকলি পরমেশ্বর জ্ঞাত আছেন, এজন্য তাঁহার নাম সর্ব্বজ্ঞ ইতি অ্যাক্টস্—১৫ অ ১৮ শ্লোক। Every good gift and every perfect is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. (James chap—1—17) তিনি সকল তেজের জনক, তাঁহাতে কোন অবস্থা ভেদ নাই, সদৈকরস এবং তাহাতে

ছায়াবরণের বিষয় নাই। ইতি জেম্‌স—১ম অ ১৭—শ্লোক। Holy, holy, holy, is the Lord of the hosts: the whole earth is full of his glory. (Isaiah chap VI—3) ধন্য ধন্য ধন্য পুন্যাত্মাদিগের প্রভু সেই পরমেশ্বর, তাঁহারি যশেতে করিয়া পৃথিবী পরিপূর্ণা হইয়াছে। ইতি ইসায়া ৬ষ্ঠ অ—৩য় শ্লোক। The Father of mercies. (II Corinthians chap-1-3) তিনি দয়ার পিতা স্বরূপ। ইতি করিন্থিয়ন্স—১ অ ৩ শ্লোক। But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him.(Psalms chap CIII.—17) যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তাহাদিগের প্রতি সেই প্রভুর দয়া আদি অনন্তকাল পর্য্যন্ত হয়। ইতি সাম—১০৩ অ—১৭—শ্লোক। The Lord is gracious, and full of compassion; slow to anger, and of great mercy. (Pslam—chap—CXLV—8) সেই প্রভু অতি ক্ষমাবান, এবং দয়াতে পরিপূর্ণ, তিনি ক্রোধ বিষয়ে অতি শ্লথ এবং অতি কৃপাময়। ইতি সাম—১৪৫ অ—৮ শ্লোক। For God is love. (1 John—chap—IV—8) ঈশ্বর প্রেম স্বরূপ। ইতি ১জন—৪অ—৮ শ্লোক। For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him, should not perish, but have everlasting life. (St. John— chap

—III—16) সেই ঈশ্বর এই জগৎকে এতাদৃশ প্রেম করিতেন যে, তিনি তাঁহার যে এক ঔরসজাত পুত্র ছিল, তাঁহাকেই ভূমণ্ডলে দিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি তাঁহাতে বিশ্বাস রাখিবেক, তাহারা নষ্ট না হইয়া নিত্য পদ প্রাপ্ত হইবেক। ইতি সেণ্ট জন ৩ অ—১৬ শ্লোক। That will by no means clear the guilty. (Exouds—chap—XXXIV—7) তিনি কদাচ পাপী ব্যক্তিকে মুক্ত করিবেন না। ইতি একজাডস—৩৪ অ—৭ শ্লোক। My fellow, saith the Lord of hosts : (Zechariah—chap XIII—7) পুণ্যাত্মাদিগকে পরমেশ্বর বলেন যে, ইসুখৃষ্ট আমার তুল্যই হয়েন। জ্যাকরা—১৩অ—৭ শ্লোক। In him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. (Colossians chap—II—9) সেই ইসুখৃষ্টের শরীরে ঈশ্বরের সকল শক্তি বিদ্যমান আছে। ইতি কলোসিয়ন্স—২অ—৯শ্লোক। All men should honour the Son, even as they honour the Father (St.John chap V—23) সকলের উচিত যে পিতার পুত্রকে পিতার সমান মান্যমান করেন। ইতি সেণ্ট জন ৫-অ-২৩ শ্লোক। I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was, and which is to come, the Allmighty. (Revelation cahp—I—8) আমি আলফা নামে আদ্য অক্ষর হই, এবং ওমেগা নামে শেষাক্ষর হই। আমিই স্থষ্টির

আদি ও অন্ত হই। এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান যে কিছু পদার্থ হইয়াছে ও হইতেছে ও হইবে সে সকলি আমি হই যেহেতুক আমি সর্ব্বশক্তিমান্। ইতি রেবিলেসন—১ম অ—৮ শ্লোক। The Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple. (Malachi—chap—111-1) যে প্রভুকে তোমরা অন্বেষণ করিতেছ, তিনি সহসা নিজ মন্দিরে অবতীর্ণ হইবেন। ইতি মালাকি ৩অ—১ শ্লোক। We have found the Messias, which is, being interpreted, the Christ. (St. John chap—1—41) জন কহিতেছেন আমরা সেই মেসায়াকে পাইয়াছি, অর্থাৎ তিনিই ইযুখৃষ্টরূপে অবতার হইয়াছেন। ইতি সেণ্ট জন—১অ—৪১—শ্লোক। That no man can say that Jesus is the Lord,but by the Holy Ghost. (I corinthians XII-3) কিন্তু সেই ইযুখৃষ্টকে যদি হোলিঘোষ্ট ধর্ম্মাত্মারূপে লোকে না জানাইতেন, তবে কেহ পিতার সমান পুত্র কহিতে পারিত না। ইতি ১ করিন্থিয়ন্স—১২ অ-৩শ্লোক। Baptizing them in the name of the Father, and of the Son and of the Holy Ghost (St. Mathew chap XXVIII—19) ইযুখৃষ্ট পিতার নামোল্লেখ করিয়া এবং পুত্রের নামোল্লেখ করিয়া এবং হোলিঘোষ্ট ধর্ম্মাত্মার নামোল্লেখ করিয়া আপন শিষ্যগণকে জল সংস্কারে সংস্কৃত করিতেন। ইতি সেণ্টমেথিউ ২৮ অধ্যায় ১৯ শ্লোক। অতএব কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইহুদী, কি

খৃষ্টান্, এসকল মতেরি অভিপ্রায় এক পরমেশ্বরোপাসনা ব্যতীত অপর কিছুই নাই, তবে কেবল দেশভেদে ভাষা-ভেদ মাত্র। এবং দেশে দেশে এক এক জন উপদেষ্টা হইয়া, ঈশ্বরতত্ত্ব কহিয়াছিলেন, এজন্য উপদেষ্টার নাম ভেদ সহজেই হইয়াছে। ফলিতার্থ বস্তু ভেদ কুত্রাপি দেখা যায় না। এক মিষ্ট বস্তু শর্করাকে কোন দেশভাষায় চিনি বলে, কোথাও বা শকর বলে, কোথাও বা শুগর বলে, কিন্তু সে বস্তু যে ব্যক্তি মুখে দিয়া রসাস্বাদন করে, সেই মিষ্ট করিয়া জানে। সেইরূপ দেশভেদে ঈশ্বর, অথবা আল্লা, অথবা আদোনাই, অথবা গড, ইত্যাদি শব্দ লইয়া বিবাদ করণের কোন প্রয়োজন নাই। মনে মনে ধ্যান করিয়া যে ব্যক্তি দেখিবেক, সেই ব্যক্তি অবশ্য সচ্চিদানন্দময় অনুভব করিবেক ইহাতে সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের তত্ত্ব কোন কোন সাকার ব্যক্তির মুখে শ্রবণ করিয়া, তোমরা সকলেই সেই হস্ত পাদাদ্যবয়ববিশিষ্ট ব্যক্তিকে ঈশ্বরতত্ত্বের দ্বারস্বরূপ জানিয়া, সেই দ্বারে তাঁহার অলৌকিক শক্তির অনুভব করিতেছ। যথা-- হিন্দুরা মনুর দ্বারা, এবং মুসলমানেরা মহম্মদের দ্বারা, এবং ইহুদীরা মুষার দ্বারা এবং খৃষ্টানেরা ইযুখৃষ্টের দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে পারিতেছ। কিন্তু এমত কেহই কহ না যে, নিরাকার ঈশ্বরকে কেহ চক্ষে দেখিয়াছ। সকলেই কহ যে, তিনি কাহারো চক্ষের গোচর হয়েন না, কেবল স্ব স্ব মত গুরুর বাক্যানুসারে তাঁহাকে

উপাসনা করত, ক্রমে নির্ম্মলচিত্ত হইলে, অনুভব করিতে যোগ্য হও। অতএব গুরুবাক্যানুসারে ঈশ্বরের ধ্যান করা, ইহাই সর্ব্ববাদি সম্মত সাব্যস্ত হইল। তবে তোমাদিগের কোন কোন মতে যদি সেই ঈশ্বরের কোন কোন আকার প্রকার কহিয়াছেন, এমত দেখা যায়। যথা হিন্দুরা কহেন, সেই নিরাকার ঈশ্বর ত্রিমূর্ত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হইয়াছেন, এবং খৃষ্টানেরা কহেন, গড, গডদি ফাদর, ও গডদি সন্ হইয়াছেন। এবং ইহুদীরা কহেন, মুষাকে সেই ঈশ্বর অগ্নিরূপে সেনাই পর্ব্বতে দেখা দিয়াছিলেন, এবং মুসলমানেরা কহেন, শবেরাতের রাত্রে ঈশ্বরের নূর অর্থাৎ তেজ দর্শন হইয়াছিল। কিন্তু বস্তুতঃ ইহাতে ঈশ্বরেরি শক্তি প্রকাশ ইহাই মানিতে হইবেক। তাহা অসম্ভব নহে, কারণ ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান্ রূপে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইহুদী, কি খৃষ্টান্ সকলেই স্বীকার পাইয়াছ। হিন্দুরা কহেন, সর্ব্বশক্তিমান্, মুসলমানেরা কহেন কাদরে মুৎলক্, ইহুদীরা কহেন হেবেযাদে, এবং খৃষ্টানেরাও কহেন অল্ মাইটী, অতএব বস্তুত নিরাকার হইয়া লোক শিক্ষার্থে আকার প্রকার দর্শান ঈশ্বরের পক্ষে বিচিত্র কর্ম্ম নহে। সে যাহা হউক ঈশ্বরের দ্বাররূপ আপন আপন মতে একজন গুরু স্বীকার করিলে কোন হানি দেখা যায় না, যেহেতুক গুরু সকলের পথ প্রদর্শক হইয়াছেন, বিনা গুরুর আশ্রয়ে কেহ স্ববুদ্ধি বলে ঈশ্বর প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। এইক্ষণে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা

করি যে, তোমরা এই রাজদরবারে কে কোন্ দ্বার দিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছ? তাহা বল এবং তোমরা কি স্বয়ং রাজার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়াছ, কি কাহারো সাহিত্যক্রমে এপর্য্যন্ত আসিতে পাইয়াছ? তাহাও কহ।

তখন হিন্দু কহিলেন, আমি পূর্ব্বদ্বার দিয়া আসিয়াছি, এবং রাজার ক্ষমতায় ক্ষমতাপন্ন একজন ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষ আমাকে পথ প্রদর্শন করাইয়া সামীপ্য প্রাপ্ত করিয়াছেন। মুসলমান কহিলেন, আমি পশ্চিম দ্বার দিয়া আসিয়াছি, এবং রাজার এক জন দোস্ত অর্থাৎ আত্মীয় আমাকে পথ দেখাইয়া এপর্য্যন্ত আনিয়াছেন। ইহুদী কহিলেন, আমি উত্তর দ্বার দিয়া আসিয়াছি, এবং রাজার একজন কৃপাপাত্র আমার পথ প্রদর্শক। খৃষ্টান কহিলেন, আমি দক্ষিণ দ্বার দিয়া আসিয়াছি, এবং রাজার পুত্রের সহিত আমার আলাপ ছিল সেই রাজপুত্র রাজসিংহাসনের সন্নিধানে উপস্থিত করিয়াছেন। অপাক্ষপাতী রাজমন্ত্রী চতুর্দ্বারে জাতি চতুষ্টয়ের অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টানের সমাগম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তখন পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন যে, তোমরা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই রাজবাটীতে আসিয়াছ? একথা শুনিয়া চারিজনেই একদা প্রত্যুত্তর করিলেন যে, আমাদিগের মহারাজ ব্যতিরেকে আর কেহ লক্ষ্য নাই, কেবল মহারাজেরি দর্শনার্থ আসিয়াছি।

অনন্তর রাজমন্ত্রী কহিলেন যে, শুন হে প্রজাগণ! সামান্য এই রাজদর্শনে তোমরা যখন চারিদ্বার দিয়া, চারি জাতি আসিতে পাইয়াছ, তখন ত্রিলোকের রাজা পরমেশ্বর দর্শনে নানা পথে নানা জনের গমনে বিচিত্র কি? দেখ তোমাদিগের মধ্যে যে কেহ যে পথে আসিয়া থাক, কিন্তু রাজাকেই প্রাপ্ত হইয়াছ, যেহেতুক তোমাদিগের সকলের লক্ষ্য এক রাজা, এইরূপ যে ব্যক্তি যে পথাবলম্বী হউক, শেষ এক পরমেশ্বর সকলেরি গম্য ইহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু বিবাদ বিসম্বাদ করা সম্যক্ প্রকারেই অকর্ত্তব্য। দেখ তোমরা পরস্পর জিগীষা করিয়া, অসূয়া পূর্ব্বক যেরূপ নীরস, কর্কশ তর্ক দ্বারা এই রাজমন্দিরে কলহ করিতেছিলে, তাহা দেখিয়া অস্মদাদি রাজকীয় অমাত্যবর্গের অন্তঃকরণে এমত ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছিল যে, তোমাদিগের শাস্তির নিমিত্ত পুলিশে বা প্রেরণ করিতে হয়, এমত মন্ত্রণা করিতে ছিলাম, তাহা হইলে রাজার কৃপাভাজন না হইয়া, তোমরা কেবল দণ্ডভাজন হইতে। অতএব এই দৃষ্টান্তে নিশ্চয় কর যে, নানা শাস্ত্রবাদী নানা জাতি পরস্পর দ্বেষ, মৎসরতা প্রকাশ করিয়া নিন্দাবাদ করিলে, পরমেশ্বরের কর্ম্মচারিগণ তাহাতে তুষ্ট না হইয়া রুষ্ট হয়েন, এবং তজ্জন্য রাজদণ্ডের ন্যায় পরমেশ্বরীয় দণ্ড হওয়া অসম্ভব নহে।

আর এস্থানে কেহ কুকর্ম্ম করিলে, যেমন এই সুপ্রেম কোর্ট বিচারালয়ে বিচার হয়, এইরূপ সেখানেও ঈশ্বরের

বিচারালয়ে বিচার হয়। এবং বিচারিত ব্যক্তি এখানে যেমন ঐ দক্ষিণদিগে বৃহৎ কারাগারে বদ্ধ হইয়া কেহবা সুরকী কোটে, কেহবা লৌহনিগড় বদ্ধ হইয়া, বিঙ্মূত্র সংযুক্ত পথ পরিষ্কার করিতে আজ্ঞপ্ত হয়, সেখানেও তাদৃশ নানাপ্রকার নরক যাতনা ভোগ করিতে হয়, ইহা-তেই বা আশ্চর্য্য কি? আর এখানে যেমন রাজাজ্ঞা প্রতি-পালন করিলে, রাজ প্রসাদাৎ পরম সুখে রাজধানী মধ্যে কেহবা গঙ্গাতীরে উচ্চ অট্টালিকায়, কেহবা চৌরঙ্গীর মাঠে দুই তিন কোষ্ঠ প্রকোষ্ঠময় গৃহে বাস করে, এবং বৈকালে যান, বাহন, রথারোহণ পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দ, পরমানন্দে শৈত্য, সৌগন্ধ্য, মান্দ্য বায়ু সেবন করে, এবং নানা প্রকার গীত বাদ্য শুনিয়া সুভক্ষ্য ভক্ষণ পূর্ব্বক বিষয় সুখের সীমা সুল-লনা সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করে, এইরূপ সেখানেও পরমেশ্ব-রের আজ্ঞা প্রতিপালন জন্য তৎপ্রসাদাৎ স্বর্গে নানা প্রকার অট্টালিকায় বাস করত, পরমৈশ্বর্য্যশালী হয়, কেহ বা বিমানে অপ্সরী, কিন্নরী প্রভৃতির কৌতুকে কৌতুকী, কেহবা ইন্দ্রের অমরাপুরী মধ্যে তৌর্য্যত্রিকী সভায় সভাস্থ হইয়া মহামোদী হয়, ইহাতেই বা সংশয় কি? তবে স্বর্গ নরকের নাম ভেদ বস্তু ভেদে হয় না। কেহবা স্বর্গ বলেন, কেহবা বেহেস্থ বলেন, কেহবা হেবন বলেন। এবং তদ্বিপরীত স্থানকে কেহ বা নরক বলেন, কেহ বা দোজখ বলেন, কেহ বা হেল বলেন। ফলিতার্থ শব্দের অর্থের দ্বারা সৎকর্ম্ম জন্য সুখ স্থান এবং অসৎ কর্ম্ম

অন্য দুঃখ স্থান ইহা সর্ব্বমতেই স্বীকার আছে। আর দেখ এখানে যেমন কোন ব্যক্তি কেবল রাজার অনুগ্রহই প্রার্থনা করে, অথচ কোন বিষয় কর্ম্ম ঘটিত পদ প্রাপ্তির প্রার্থনা রাখেনা। রাজা তাহার অহৈতুকী ভক্তি দেখিয়া অত্যন্ত বাধিত হইয়া, তাহাকে আত্মসুখে সুখী ও আত্মসঙ্গী করিয়া অর্থাৎ আপন এডিকম্প করিয়া রাখেন, এইরূপ সেখানেও পরমেশ্বর নিষ্কাম ভক্তকে তুষ্ট হইয়া, আপন পার্শ্বদ করিয়া রাখেন। তাহাতে সে ব্যক্তি তদ্ভাবাপন্ন হইয়া তৎসুখানুভব করত তাদাত্মিক হয়। তাহাকে অন্যত্র কোথাও গমনাগমন করিতে হয় না, সেব্যক্তি সকল দুঃখ হইতে নির্ম্মুক্ত হয় ইহাতেই বা বিচিত্র কি? এতাবতা তোমরা পরস্পর অসূয়া, দ্বেষ, মৎসরতা ত্যাগ করিয়া, এই লৌকিক দৃষ্টান্তে পারলৌকিক স্বর্গাদি সুখ এবং মোক্ষ সুখকে অনুভব করিয়া, স্বস্ব দেশীয় আচার্য্যদত্ত শাস্ত্রমতে স্বস্ব ধর্ম্ম আচরণ করহ। এবং স্বস্ব ধর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠ হও, যেহেতুক নিষ্ঠার পরিপাক না হইলে কোনমতে কোন ফল লাভ হয় না। স্বধর্ম্মে বিশ্বাস ইহাই সকল ধর্ম্মের নির্যাস জানিবে, যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার কিছুই নাই, দেখ তোমাদিগের মধ্যে হিন্দুরা কহিয়া থাক। (বিশ্বাসায় নমস্তুভ্যং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনে। যেন মৃদ্দারু দৃষদঃ ফলন্ত্য বিকলং ফলং। অর্থাৎ আর কাহাকেও নমস্কার না করিয়া, কেবল সেই বিশ্বাসকেই নমস্কার করি। যে বিশ্বাসের দ্বারা মৃত্তিকা, ও কাষ্ঠ, ও পাষাণ ইহাতে অবিকল ফল ফলে।

এবং মুসলমানেরাও কহিয়া থাক যে,পীরেমন্ খসস্ত ইয়াতে কাদেমন্ বসস্ত। অর্থাৎ আমার গুরু তৃণই বটেন, কিন্তু আমার বিশ্বাসেতে করিয়া তৃণতেও ফল প্রাপ্তি হয়। এবং খৃষ্টানেরা কহেন, Faith is the substance of things hoped for the Evidence of things not seen অর্থাৎ বিশ্বাস করিলেই প্রার্থিত বস্তু পাওয়া যায়, এবং অদৃশ্য বস্তু দৃশ্য হয়। বিশেষতঃ তোমরা পরস্পর বিবাদে বিরত হইয়া, আচার্য্যদিগের কথিত ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিয়া দেখিলে, সর্ব্বসাধারণের এক ধর্ম্মই বুঝিতে পারিবে, যে-হেতুক তোমাদিগের মধ্যে হিন্দুর আচার্য্য মনু, তিনি দশ বিধ ধর্ম্ম লক্ষণ কহিয়াছেন, এবং ইহুদীর আচার্য্য মুষাও দশবিধ ধর্ম্ম লক্ষণ কহিয়াছেন, এবং মুসলমানের আচার্য্য মহম্মদ, যদিও সংক্ষেপতঃ পঞ্চবিধ ধর্ম্মলক্ষণ কহিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিচার শব্দের অন্তর্গত অন্য পঞ্চবিধ ধর্ম্ম লক্ষণের উপলব্ধি হয়। অতএব আমি তোমাদিগের সকলের মতামত শুনিয়া ইহাই স্থির করিলাম যে, সর্ব্বসাধারণের সেব্য দশবিধ ধর্ম্ম, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তোমরা সেই দশ বিধ ধর্ম্ম আচরণ কর, এবং সেই দশবিধ ধর্ম্মেতেই উক্ত হইয়াছে যে, (পরস্পর দ্বেষ, পৈশুন্য শূন্য হইতে হয়, তাহা না হইলে পরমেশ্বরের কৃপা হয় না, নতুবা কেবল বিবাদ বিসম্বাদ, তর্কানুতর্ক করাতে কাহারো কোন ফলনাই কেবল ক্রোধেরি বৃদ্ধি হয়। এবং ক্রোধ থাকিলে তত্ত্বজ্ঞানের কদাচ স্ফূর্ত্তি হয় না, যেহেতুক সত্ত্ব

গুণ না হইলে, তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধি হয় না ইহাই নিশ্চিত জানিবে। আর যে ব্যক্তি গুরুবাক্য হেলন করিয়া, অনাস্থিক নাস্তিক হয়, অর্থাৎ ঈশ্বর মানে না, সে ঘোরতর যন্ত্রণা পায়। তাহার সাক্ষী দেখ রাজার প্রজা যদি রাজার আইন না মানে, তবে তাহাকে রাজা আইনানুসারে দণ্ড দিয়া থাকেন। সুতরাং সেই নিমিত্ত যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বরীয় শাস্ত্রকে মানে না, সেই নাস্তিক ব্যক্তিকে এই সভা হইতে রাজা দুরীকরণ করিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছ।

অপর ঈশ্বরের চেষ্টা কাহারো বোধগম্য হয় না। তিনি কখন কি করেন এবং কখন কোন রূপ ধরেন, তাহা রাজার প্রজা তোমরা জানিতে পার না, কখন এই রাজা লোকের অদৃশ্য হয়েন, অর্থাৎ আপনাকে নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত করিয়া রাখেন এবং কখনো বা দৃশ্য হয়েন অর্থাৎ সভায় উপনীত হয়েন, ঈশ্বরও তদ্রূপ প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষ উভয়ই হয়েন। এজন্য তাঁহাকে হিন্দুরা যদি নিরাকার ও সাকার উভয় প্রকার স্বীকর করেন, তাহাতেও অন্য ধর্ম্মাবলম্বির বিবাদ করা উচিত হয় না। আর গবর্ণর রাজা কখনো লাল কুর্ত্তি পরেন, কখনো বা কালা কুর্ত্তি পরেন, কখনো বা সাদা কুর্ত্তি পরেন, যেহেতুক রাজা স্বতন্ত্রেচ্ছু, অতএব কার্য্যবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন বেশ ভূষাতে আপনাকে ভূষিত করা রাজার বিচিত্রনহে। এই লৌকিক দৃষ্টান্তে ঈশ্বরকে রক্তবর্ণে ব্রহ্মা, ও কৃষ্ণবর্ণে বিষ্ণু, এবং শ্বেত বর্ণে শিব করিয়া, যদি হিন্দুজাতিরা বর্ণন বরেন, তাহাতেই বা

হানি কি? যিনি স্বতন্ত্রেচ্ছু তাঁহার অসাধ্য কি? তাঁহাতে সকল শক্তি আছে। তাঁহার নাম তন্নিমিত্ত সর্ব্বশক্তিমান। তবে কি রূপ ধরিতে তাহাঁর শক্তি নাই? একথা যুক্তির বিরুদ্ধ। আর রাজার অধিকার রক্ষার্থ রাজা কখনো কোন দেশে কর্ম্মচারির দ্বারা কর্ম্ম লইয়া থাকেন; অর্থাৎ যদি কোন অঞ্চলে উপপ্লব উপস্থিত হয়, তবে দুষ্টের প্রতি নিগ্রহ এবং শিষ্টের প্রতি অনুগ্রহ করণের জন্য, আপন ঐশ্বর্য্যের অংশকলাস্বরূপ কোন কোন আত্মীয়কে প্রেরণ করেন। সেই রূপ পরমেশ্বরো আপন অংশকলার অবতার দ্বারা ইহসংসারে উপদ্রব উপস্থিত হইলে, বারম্বার উপদ্রব শান্তি করেন একথা মানিলেই বা ক্ষতি কি? আর যদি কেহ রাজার নিকটে আসিতে না পাইয়া, রাজার প্রতি ভক্তি করিয়া রাজার নানা বেশের মধ্যে কোন একবেশের প্রতিমা কল্পনা করিয়া, তৎসন্নিধানে রাজার পূজা করে, তখন একথা শুনিয়া, যেমন রাজার মনে সেই ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ না হইয়া,বরং স্নেহ হয়,তদ্রূপ ঈশ্বরের নিকটে যাইতে না পারিয়া, তাঁহার বহুরূপের মধ্যে কোন এক রূপের প্রতিমা করিয়া তৎসন্নিধানে যে ব্যক্তি পূজা করে, সে ব্যক্তির প্রতি কি ঈশ্বর রুষ্ট হয়েন? এমন নহে,তুষ্টই হয়েন। যেহেতুক ঈশ্বরের প্রতিযোগির অভাব, অতএব আপনার ঐশ্বর্য্যসূচক প্রতিমাকে তো প্রতিযোগি করিয়া জানেন না যে, তাহা দেখিয়া সামান্য মনুষ্যের মত ক্রোধ করিবেন। বরং সেই প্রতিমাতে আপন উপাসকের ভক্তি বাহুল্য

দেখিয়া, আপনি তথায় অধিষ্ঠান পূর্ব্বক অভীষ্ট সিদ্ধি করেন। এ যুক্তিতে বিরোধ কি? ফলিতার্থ তোমরা মুসলমান ও ইহুদী ও খৃষ্টান্ এই তিন জাতি হিন্দু জাতির বহু ঈশ্বরবাদ শুনিয়া ও পৌত্তলিকতা দেখিয়া দ্বেষকর, তাহা করিতে পার, যেহেতুক তোমরা হিন্দুদিগের শাস্ত্রের মর্ম্ম জাননা। কিন্তু যথার্থ মর্ম্ম জানিলে, এরূপ দ্বেষ,পৈশুন্য শূন্য হইতে পার। আমি হিন্দুদিগের শাস্ত্র বিশেষ জ্ঞাত আছি। অতএব অম্লানবদনে কহিতে পারি যে, হিন্দুরা এক ব্রহ্ম ব্যতিরেক দুই জানেনা। হিন্দুদিগের বেদে এবং বেদান্তাদি শাস্ত্রে ঈশ্বরতত্ত্ব যেরূপ বিচার করিয়াছেন, সে মতের সহিত কোনমতের বিরোধ নাই। তাহাতে এক ঈশ্বর ব্যতীত বহু ঈশ্বর কহেন নাই। তিনি সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, ইত্যাদি লক্ষণে লক্ষিত। একথায় কি মুসলমান, কি ইহুদী, কি খৃষ্টান্ সকলেরি একবাক্যতা আছে, তাহা পূর্ব্বেই কহিয়াছি। এবং হিন্দুদিগের বেদান্তে স্পষ্ট লেখা আছে যে, (অপরূপবদেবহি তৎ প্রধানত্বাৎ।) অর্থাৎ ঈশ্বর নিরাকার হয়েন, যেহেতুক নিরাকারের প্রধানত্ব স্বীকার আছে, তবে যে সাকারমতে ও উপাসনা করিতে বেদে বিধি দিয়াছেন, সে কথারো মীমাংসা ঐ বেদান্তে আছে,বিশেষ করিয়া বুঝিলে হিন্দুর প্রতি কেহ দোষ দিতে পার না। অর্থাৎ ঐ বেদান্তে তৎপরসূত্রেই স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে (প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ) অর্থাৎ অগ্নি যেমন বস্তুতো বক্র না হইয়া কাষ্ঠের বক্রতাতে বক্র-

ৰূপে প্রকাশ পান, সেইৰূপ সাধকগণের মনের ভাব লইয়া, ঈশ্বর নানাপ্রকারে প্রকাশের ন্যায় হয়েন, যেহেতুক এমত স্বীকার না করিলে সগুণ শ্রুতির বৈয়র্থ্যাপত্তি হয়। এই অভিপ্রায়ে হিন্দুর শাস্ত্রে অবতার বর্ণনে লিখিয়াছেন যে, (অপ্রচ্যুত সম্যগ্‌বল বীর্য্যেণ সহভগবদাবির্ভাবঃ।) অর্থাৎ ঈশ্বর যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন সর্ব্বব্যাপকতাদি সকল ঐশ্বর্য্য বীর্য্যেতে পরিপূর্ণ থাকিয়া, অর্থাৎ অখণ্ড থাকিয়াও খণ্ডের ন্যায় আবির্ভাব দেখান। বাস্তব ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করেন এমত নহে, যেহেতুক বেদান্তে কহেন, (অসম্ভবস্তু স্বতোঽনুৎপত্তেঃ।) অর্থাৎ সাক্ষাৎ সদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে, সদ্রূপ ব্রহ্মের জন্ম হওয়া সম্ভব হয় না, যেহেতুক ঘটত্বাদি জাতি ঘটত্বাদি জাতির কারণ হইতে পারে না। তবে যে, বেদান্তে ব্রহ্মের জন্ম কথন আছে, সে ঔপাধিক মাত্র, সুতরাং একথা মানিলেও তো কোন দোষ হয় না। তবে যদি বল আবির্ভাবের আবশ্যক কি? তাহা কহিতে পারিবে না, যেহেতুক এ জগৎ ঈশ্বরের ক্রীড়া স্থান, সুতরাং ইহার কোন উপদ্রব হইলে, তিনিই আপনি আপন ক্রীড়া স্থান রক্ষার্থে কোনৰূপে ব্যক্ত হইয়া, আপন বলবীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন, একথাও যুক্তিবিরুদ্ধ নহে, যেহেতুক অপরিচ্ছিন্নাকার হইয়াও পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তিতে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করাতে প্রকাশবৎ হয়েন, বাস্তব সেই পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তিই হয়েন, অন্যত্র তাঁহার সত্তা থাকেনা এমত নহে, তাহা হইলে প্রকাশবৎ এমত শব্দ প্রয়োগ বেদান্তে

থাকিত না, অতএব যেমন সমুদায় ভূমণ্ডলব্যাপ্ত অখণ্ড অগ্নির শিখা কোন কাষ্ঠখণ্ডে প্রকাশ হইলে, পরিচ্ছিন্ন দেখিয়া ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অগ্নিকে অবজ্ঞা করা যায় না, এইরূপ সেই ঈশ্বরকে কোন ক্ষুদ্রাকারে অবতীর্ণ দেখিয়াও তুচ্ছবুদ্ধি করা যায় না। যিনি সকলের সম্বন্ধে অপ্রকাশ, তিনিই আপন সৃষ্টির রক্ষার্থে আত্মশক্তির দ্বারা কালে কালে প্রকাশের ন্যায় হয়েন, হিন্দুরা ইহাই বলিয়া থাকেন। একথা যদি অমান্য করা যায়, তবে তোমাদিগের মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম্মে দোষ পড়ে, যেহেতুক অপরিচ্ছিন্ন ঈশ্বরের আবির্ভাব পরিচ্ছিন্ন ইষুখৃষ্ট শরীরে কি প্রকারে মানা যাইতে পারে? কারণ খৃষ্টানেরা আপন বাইবেলশাস্ত্রে স্পষ্টই কহেন যে (God came in flesh.) অর্থাৎ ঈশ্বর মাংসপিণ্ডে ইষুখৃষ্ট শরীরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। একথা মানিলে হিন্দুদিগের অবতারাদিকেও মানিতে হয়। বিশেষতঃ খৃষ্টানেরা কহেন, সেই পরমেশ্বর ঘুঘু পক্ষিরূপে অবতার হইয়া, ইষুখৃষ্টের মস্তকে বসিয়া ইষুখৃষ্টকে আপন পুত্ররূপে লোকে প্রতীত করাইয়াছিলেন, তাহা মানিলে ঈশ্বরের পক্ষিরূপে অবতার মানিতে হয়। এবং ইহাও কহেন যে, পিতার পুত্র পিতার সমান, ইহাই কিরূপে বলা সম্ভব? এবং যেরূপ ঈশ্বরের অবতার ঈশ্বরের পুত্র নামা ইষুখৃষ্ট জার্ডন নদীর তীরে দ্বাদশ জন এপাষ্টল লইয়া ভেড়ী চরাইয়াছিলেন, সেইরূপ হিন্দুদিগেরো অবতার শ্রীকৃষ্ণ যমুনা নদীর তীরে দ্বাদশ জন গোপাল লইয়া গোরু চরাইয়াছিলেন, ইহা

মানিলেও তো মানা যাইতে পারে। কারণ ঈশ্বরের অবতার হওয়া অন্যদেশে সম্ভব হইলে, এদেশে অসম্ভব বলা যায় না। ইহাতে এক দেশে সম্ভব, অন্যদেশে অসম্ভব, এপ্রকার বলা অপক্ষপাতি বিজ্ঞবর্গের কর্ত্তব্য হয় না। এমত কুতর্ক যাঁহারা করেন, তাঁহারা কেবল স্বপক্ষ রক্ষা নিমিত্ত পক্ষপাত করাতেই সূক্ষ্মতত্ত্ব জ্ঞানে অন্ধ হইয়াছেন। এবং ইশুখৃষ্ট নানাপ্রকার অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পালাষ্টিন দেশে পঙ্গুব্যক্তিকে সচল করা, এবং চলায়মান বায়ুকে অচল করা, এবং সমুদ্র জলোপরি পদব্রজে গমনাগমন করা, এবং সমুদ্রমগ্ন সাইমন ও পিটর নামক দুইজন ভক্তকে উদ্ধার করা, এবং অত্যল্প খাদ্যসামগ্রী (পাঁচটি রুটিতে বহুজনের উদর পূর্ত্তিকরা, এবং অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ করা, এবং বিধবার মৃতপুত্রকে সজীব করা, ইত্যাদি অসম্ভব কথা যদি সম্ভব করিয়া মানিতে হয়, তবে হিন্দুদিগের দেবতা শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কার্য্য অর্থাৎ অচল যমলার্জ্জুন বৃক্ষকে স্পর্শমাত্রে শরীরান্তর করা, এবং চলায়মান বায়ুতে আরোহণ পূর্ব্বক তৃণাবর্ত্তকে নষ্ট করা, এবং যমুনার শ্রোত রোধকরা, এবং যমুনার জলে চলাচল করিয়া কালীয় দমন করা, এবং পিতানন্দকে বরুণালয় হইতে উদ্ধার করা, এবং সুদামানামা দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সদ্যস্বর্গ তুল্য অট্টালিকায় স্থাপিত করা, এবং আপনি শাকের কণামাত্র ভক্ষণ করিয়া বনবাসিপাণ্ডব সমীপে সমাগত দুর্ব্বাসাদি দশসহস্র ঋষিদিগের উদর পূর্ত্তিকরা, এবং মথুরাবাসি অন্ধকে চক্ষুষ্মান ও কুব্জাকে

সুন্দরী করা, এবং সান্দিপনী গুরুদক্ষিণায় মৃতপুত্রকে সজীব করিয়া আনয়ন করা, ইত্যাদি অসম্ভব কথাও সম্ভব বলিলেও তো বলাযায়। আর সেইরূপ তোমাদিগের মধ্যে ইহুদীশাস্ত্র মতে মুষার চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত জ্বলন্তঅগ্নি শিখায় থাকিয়া, ঈশ্বরের সহিত কথোপকথনপূর্ব্বক তদুপদিষ্ট শাস্ত্র আনয়ন করা, এবং মিশ্রদেশে যাইয়া তত্রত্য রাজাকে দমন করণার্থে অকস্মাৎ রক্তবৃষ্টি ও উল্কাপাতাদি অদ্ভুত ক্রিয়ার সৃষ্টি করা, এবং ইহুদীদিগকে সমভিব্যাহার করিয়া ঈশ্বরাদিষ্ট পথে লইয়া যাওয়া, ও পথিমধ্যে অরুণোদধিকে শুষ্ক করিয়া সর্ব্বারম্ভে পারহওয়া, ইত্যাদি অসম্ভব কথাকেও সম্ভব বলা যাইতে পারে। এবং তদনুসারে তোমাদিগের মধ্যে মুসলমান মতে মহম্মদের অলবোরাক জন্তুর পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক সপ্তস্বর্গ উত্তীর্ণ হইয়া সশরীরে জগদীশ্বরের নিকট গমন করা, ও চন্দ্রকে বাণ দ্বারা দ্বিফাল করা ও মক্কা প্রদেশে স্থাবর বৃক্ষাদিকে অস্থাবর অর্থাৎ চলায়মান করা, ইত্যাদি অসম্ভব কথাও তো সম্ভব বলা যায়। ফলিতার্থ তোমরা সকলে পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া দেখ যে, দেবতার অংশে অবতার হইলে দৈবক্রিয়া দেখান বিচিত্র নহে। যেহেতুক সে সকল ক্রিয়া প্রাকৃত মনুষ্যের নহে, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরেরি সে সকল অলৌকিক ক্রিয়া, ইহা বিজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরকে যখন সর্ব্বশক্তিমান্ বলাযায়, তখন নানারূপে অবতার হওনের শক্তি কি তাঁহার নাই? অর্থাৎ অবশ্যই আছে, তবে যে অবতারের

অংশকলার ন্যূনাতিরেক ধরিয়া যাহারা বিবাদে প্রবৃত্ত, তাহারা স্বপক্ষ রক্ষনার্থ উন্মত্ত মাত্র, কারণ ঈশ্বরের অবতার যাঁহাকে স্বীকার করা যায়; তাঁহার ঐশীয়শক্তিতে কাহার শক্তি নিশ্চয় করা যাইবেক? সেতো সেই ঈশ্বরেরি শক্তি, অতএব ইহাতে ন্যূনাতিরেক করিলে ঈশ্বরেই ন্যূনাতিরেক করা হয়। তাহা যুক্তিতো বিরুদ্ধ, সে কেবল পুষ্করিণীর জল উচু নীচু বলিয়া গোঁড়াম করা মাত্র। বাস্তব হিন্দুরা যাহা বলেন যে, এ জগতে যখন যেমন প্রয়োজন হয়, তখন সেই প্রয়োজন মতেই ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়। একথা অনুভবসিদ্ধ বটে, কারণ সেদেশে হিরোদ রাজার উপদ্রবে লোক সকল যখন উপদ্রুত হইয়া, ঈশ্বরের কৃপাপ্রার্থনা করিয়াছিল, তখন ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া কৃপাপ্রকাশ পূর্ব্বক আপন পুত্র ইযুখৃষ্টকে ভূমণ্ডলে প্রেরণ করিয়া, লোকের উপকার করিয়াছিলেন। সেইরূপ এদেশেও যখন কংস রাজার অত্যাচারে লোকসকল অত্যন্ত উপদ্রুত হইয়াছিল, তখন লোকের হিতার্থে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, একথা মানিলে তো যুক্তির বিরোধ হয় না, যেহেতু ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান ইত্যাদি নাম যেমত প্রসিদ্ধ, সেইমত আরো একটি দয়াময় নাম প্রসিদ্ধ আছে, সে নাম সর্ব্ববাদি সম্মত। দেখ তোমাদিগের মধ্যে খৃষ্টানেরা বলিয়া থাকেন, (God is merciful) অর্থাৎ ঈশ্বর দয়াময়, সেইরূপ মুসলমানেরা কহেন,(অর রহমানের্রহীম) এবং ইহুদীরাও কহেন, (রহমাঁও অল কুলমা অসাও) এবং তদনুসারে

হিন্দুরাও কহেন যে, (ঈশ্বরঃ সচ্চিদানন্দঃ করুণারসবিগ্রহঃ। ঈশ্বরঃ করুণাময়ঃ।) অর্থাৎ ঈশ্বর দয়াময় হয়েন। অতএব অবতার হওয়াতে সর্ব্বদা সর্ব্বদেশেই ঈশ্বরের দয়া প্রকাশ ইহাই নির্যাস হইতেছে। ইহাতে কোন সন্দেহ করা অপক্ষপাতির কর্ম্ম নহে। অপর ইহুদীরা মুষা পয়গম্বরকে ঈশ্বরের পরম ভক্ত করিয়া বর্ণন করেন, তিনিও বিশেষ বিচার করিলে ঈশ্বরাংশই হইবেন। কারণ ঈশ্বরাংশ না হইলে, ঈশ্বর তাঁহাকে সাক্ষাৎকারে শাস্ত্রোপদেশ কেন করিবেন? সে শাস্ত্র অবশ্য তৎকালীন লোকের হিতজনক হইয়াছিল ইহাতে সন্দেহনাই। যদি বল মুষা ইহুদীদিগকে স্বাধীন করিয়া অন্যান্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাতে ঈশ্বর কি মুষার পক্ষতা করিয়াছিলেন? এমত সম্ভব হয় না। যেহেতুক ঈশ্বর কি দুইদল শত্রুর মধ্যে এক দলের পুষ্টি পূরক হইয়া অন্যদলের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন? উত্তর, এ আশঙ্কাও মিথ্যা, কারণ সর্ব্বশাস্ত্রেই দেখা যায় যে, ঈশ্বর ন্যায়পক্ষের পক্ষ বটেন, যেহেতুক তাঁহার নাম জষ্টীস, (Justice) অর্থাৎ ন্যায়, একথা খৃষ্টানেরা কহিয়া থাকেন। মুসলমানেরাও কহেন,(হু অল আদেল,) অর্থাৎ ঈশ্বর ন্যায়ী এবং হিন্দুরাও কহেন (ধর্ম্ম পক্ষো জনার্দ্দনঃ।) অর্থাৎ ঈশ্বর ন্যায়পক্ষ হয়েন। (যতো ধর্ম্ম স্ততঃ কৃষ্ণঃ। যতঃ কৃষ্ণ স্ততো জয়ঃ।) সুতরাং সেই জন্যেই মুষাকে ন্যায়পথাবলম্বী দেখিয়া, সাহায্য করিয়াছিলেন। যেমন যুধিষ্ঠিরাদিকে ন্যায়পক্ষ দেখিয়া, সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণরূপে সাহায্য করিয়া-

ছিলেন। এপ্রকার মানিলেই বা দোষ কি? যদি বল ইহাও মানিলে মানিতে পারি, কিন্তু অসংখ্য লোকের হত্যাকারী অত্যাচারী মহম্মদকে ঈশ্বরের আত্মীয় বলিয়া কিরূপে স্বীকার করি? একথারো উত্তর এই যে, মহম্মদ যদিও পূর্ব্বাবস্থায় বিষয়ী ছিলেন, কিন্তু কোরাণে দেখা যায় যে, শেষাবস্থায় সর্ব্বত্যাগী হইয়া পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করত, ঘোরতর তপস্যা পূর্ব্বক চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত অনশন ব্রত আচরণ পূর্ব্বক বুজুর্গ অর্থাৎ সিদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং সেই মহম্মদমতে যাহারা সুফী অর্থাৎ একব্রহ্মনিষ্ঠ তাঁহারাও হিন্দুদিগের বেদান্তের ন্যায় এক ভক্তির দ্বারা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন স্থান মওলালা রূম্ ও শমস্ তবরেজ, ও সেখ সাদী ও হাফেজ প্রভৃতি অনেক অনেক মহাত্মারা প্রসিদ্ধ আছেন, এতাবতা বিজ্ঞবর্গের বিবেচনায় ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, কালে কালে, দেশে দেশে যখন যিনি অবতার হইয়া, লোকহিতার্থ শাস্ত্রবক্তা হইয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরাংশ বটেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তোমাদিগের মধ্যে হিন্দুজাতিরা মুসলমানকে হেয়জ্ঞান করিয়া বলিয়া থাকেন যে, "ননীচো যবনাৎ পরঃ" অর্থাৎ যবনের পর আর নীচ নাই। এবং ইহুদী বা খৃষ্টানকেও ম্লেচ্ছ বলিয়া তুচ্ছ করিয়া থাকেন ইহাও অকর্ত্তব্য, যেহেতুক সেই হিন্দুর শাস্ত্রেই দেখা যায় (নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি) এমত কথা লেখা আছে। অতএব যবন ম্লেচ্ছের নিকটেও সদুপদেশ গ্রহণ করা তাহা-

দিগের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য হয়। এবং জগতের মধ্যে যত জাতি আছে সর্ব্বত্রেই সেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের সমান সত্তা আছে, তবে হিন্দুমাত্রেই জ্ঞানী, অন্যে অজ্ঞানী, এ প্রকার বলা কি প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে? যদি সত্ত্বরজস্তমোগুণে ঈশ্বরের ত্রিবিধা সৃষ্টি হওয়াতে হিন্দুরা কহেন যে, (সর্ব্বত্র ত্রিবিধা লোকা উত্তমাধম মধ্যমাঃ।) তবে হিন্দুমাত্রেই উত্তম, এবং যবন ম্লেচ্ছ মাত্রেই অধম, এরূপ সিদ্ধান্ত করা অন্যায়। আর হিন্দুরা যেমন যবন ম্লেচ্ছাদিকে নীচ বলিয়া ঘৃণা করেন, সেইরূপ যবন ম্লেচ্ছরাও হিন্দুদিগকে কেহ নাপাক বুৎপরস্ত, কাফর বলিয়া, কেহবা ড্যাম, আইডোলেটর বলিয়া, ঘৃণা করিয়া থাকেন। যেহেতুক সকলেই আত্মশ্লাঘায় পরিপূর্ণ হইয়া, আপন মতকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া অপরের মতের দ্বেষ করেন, তাহা অসম্ভব নহে, যেহেতুক হিন্দুরা কহেন, (মুণ্ডে মুণ্ডে মতির্ভিন্না তুণ্ডে তুণ্ডে সরস্বতী।) মুসলমানেরা কহেন, (হরকস,বহালে খেস,হত্বীদারদ,) খৃষ্টানেরা কহেন, (Every one likes his own hunting horse.) অতএব এপ্রকার আত্মশ্লাঘা করায় কোন ফল নাই। বিশেষতঃ হিন্দুদিগের শাস্ত্রে দেখা যায় যে, (পঞ্চানামপি যোভর্ত্তানসঃ প্রাকৃত মানুষঃ।) অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাঁচ জনের ভরণ কর্ত্তা, অথবা যাহার অধীনে পাঁচ জন থাকে, তাহাকে সামান্য মানুষ বলা যায় না। সুতরাং এই বচনানুসারে যখন মহম্মদ, বা মুষা, বা ইয়ুখৃষ্টমতে সহস্র সহস্র লোক

তদ্ধর্ম্ম যাজন করিতেছে, তখন তাঁহাদিগকে প্রাকৃত জ্ঞান করা হিন্দুদিগের কর্ত্তব্য হয় না। এবং তদ্রূপ যে ভগবান্ মনুরমতে হিন্দুস্থানের তাবৎ লোক চলিতেছেন, সে মনুকেও অপর জাতির প্রাকৃত বোধ করা কর্ত্তব্য হয় না। এবং সে মনু যে সকল দেবতার ও গুর্ব্বাদিরসেবা শাস্ত্রে বিহিত করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহাদিগেরো নিন্দা করা উচিত হয় না। তবে ঐ সকল গ্রন্থকর্ত্তাদিগের গ্রন্থের কোন কোন কথার অর্থ আধুনিকেরা বুঝিতে না পারিয়া, যদি তত্তদ্দেশীয় শাস্ত্রবিহিতাচার না করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয়েন, তবে তাঁহারা অবশ্য পাতিত্য দোষে দোষী হয়েন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এবং শাস্ত্রের সাঙ্কেতিক কথার অর্থান্তর করিয়া যদি কোন দাম্ভিক ব্যক্তি আত্মবুদ্ধি শুভকরী বোধে ব্যভিচারী হয়েন, অর্থাৎ লোকের প্রতি অত্যাচার করেন, তজ্জন্য শাস্ত্রবক্তাদিগকে দোষী করা যায় না। শাস্ত্রবক্তারা কি অভিপ্রায়ে কোন্ কথা কহিয়াছেন, তাহা তাঁহারাই জানেন; (তদ্ধি জানন্তি তদ্বিদঃ।) এতাবতা হিন্দু শাস্ত্র দেখিয়া কোন সাঙ্কেতিক কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া হিন্দুকে দোষ দেওয়া, অথবা মুসলমানের শাস্ত্র দৃষ্টি করিয়া, তদুক্ত কোন কথা বোধগম্য না হওয়াতে মুসলমানকে দুষ্ট বলা অথবা ইহুদীর শাস্ত্রের কোন বাক্য আধুনিকের যুক্তিতে অনৈক্য হওয়াতে ইহুদীকে দোষী করা, কিম্বা খৃষ্টানের শাস্ত্রের কোন কথার অর্থসঙ্গতি না হওয়াতে, খৃষ্টানের কোন দোষোল্লাস করিয়া নিন্দাবাদ করা, ইহা

অপক্ষপাতি পণ্ডিত মাত্রেরি কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ যে যে কালে, যে যে শাস্ত্র হইয়াছিল, তৎকালের লোকের পরস্পর বাক্য বিন্যাসের প্রথা এক্ষণকার কালে অনেক অন্যথা হইয়াছে, অতএব এক্ষণে সে সকল বাক্যের যথার্থ অর্থ সামান্য লোকের বুদ্ধিতে স্ফূর্ত্তি পাওয়া সুকঠিন। গুরূপদেশ ভিন্ন শাস্ত্রের গুহ্য কথা, কেবল শাস্ত্র দেখিলেই ব্যক্ত হয় না। এই জন্যে হিন্দুর শাস্ত্রে কহেন, (তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।) এতাবতা পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া সমদৃষ্টি হইয়া, সকল জাতির শাস্ত্র দেখিলে সকল কথাই সম্ভব জ্ঞান হইতে পারে। ইহাতে কোন জাতির অবতারের কথা সত্য, এবং কোন জাতির অবতারের কথা অসত্য, এপ্রকার বোধ দুর্ব্বোধ মাত্র (পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।) দেখ খৃষ্টানমতে যদি বাইবেল সম্মত আদিপুরুষ আদমের বামাঙ্গ হইতে অর্থাৎ পঞ্জর হইতে, ইব নাম্নী স্ত্রী জন্মিয়াছিলেন একথা সত্য জ্ঞান করাযায়, তবে হিন্দুশাস্ত্রোদিত ব্রহ্মার শরীরোদ্ভূত সস্ত্রীক সায়ম্ভুবের প্রতি অসূয়া করা কোন প্রকারেই সম্ভব হয় না। আর যদি খৃষ্টান মাত্রের ঈশ্বর ও ঈশ্বরপুত্র ও ঈশ্বরবন্ধু তিনকে একজ্ঞান করা যোগ্য হয়, তবে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এতিনের একত্ব স্বীকার করায় কোন দোষ দেখি না। আর যদি বাইবেল শাস্ত্রোক্ত ইব্রাহীমের ঈশ্বর নিকটে বলি প্রদান করা বিধেয় বলা যায়, তবে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রোদিত ঈশ্বরোদ্দেশে বলি প্রদান করা অবৈধ বলা যায়

না। আর অবিবাহিতা স্ত্রী মেরির গর্ভে ঈশ্বরের সন্তানোৎপত্তি করাতেও যদি ঈশ্বরের পারদার্য্য দোষ না হয়, তবে, সেই ঈশ্বর কৃষ্ণাবতার হইয়া গোপস্ত্রী সঙ্গে রাসলীলা করাতেও কোন দোষ হইতে পারে না।

আর ঈশ্বরাবতার ইযুখৃষ্টের যৎকালে অভিষেক হইয়াছিল, তৎকালে সেই জল জার্ডন নদীতে পতিত হইয়াছিল বলিয়া, উক্ত নদীকে পুন্যতীর্থ বলা যদি খৃষ্টান মতে সম্ভব হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণের পাদধৌত গঙ্গানদীকে পুন্যতীর্থ বলিলেইবা দোষ কি? আর বাইবেলমতে যদি গর্দ্দভজাতির বাক্য কথন সম্ভব বলা যায়, তবে হিন্দুদিগের রামাবতারে বানরের কথোপকথন অমান্য করা কি প্রকারে সম্ভব হয়? আর বাইবেল সম্মত দণ্ডাঘাতে যদি জার্ডন নদীর জলকে অন্তর করা সম্ভব বলা যায়, তবে হিন্দুদিগের অগস্ত্য মুনিকর্তৃক সমুদ্র জল শুষ্ক করা অমান্য করা যাইতে পারেনা। আর বাইবেল মতে যদি জার্ডন নদীর জলে মরিলে, অগ্নিরূপ অশ্বযুক্ত অগ্নির শকটে আরোহণ করত ঈশ্বর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক জীবের সদগতি হওয়া সম্ভব বলা যায়, তবে হিন্দুদিগের মতে সগরসন্তানদিগের গঙ্গাজলস্পর্শে স্বর্ণ বিমানারূঢ় হইয়া, বৈকুণ্ঠ ধামে গমন অসম্ভব বলা যাইতে পারে না। আর সশিষ্য ইযুখৃষ্টের রবিবারে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, পরক্ষেত্রে গোধূমহরণলীলা যদি হাস্যাস্পদ না হয়, তবে গোপবালক সঙ্গে গোপগৃহে শ্রীকৃষ্ণের নবনীতহরণ লীলাও হাস্যাস্পদ হইতে পারে না। আর বাইবেল সম্মত

জেরিউজেলম নগরকে যদি পুন্যক্ষেত্র করিয়া মান্য করা সম্ভব হয়, তবে হিন্দুদিগের শাস্ত্রমতে কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থস্থানকে পুন্যক্ষেত্র বলাও অসম্ভব হইতে পারে না !

ইত্যাদি বহু প্রকার অসম্ভব বর্ণনা সর্ব্বশাস্ত্রেই দেখাযায়। তাহা পক্ষপাত্তির নিকট বিরোধের হেতু বটে, কিন্তু অপক্ষপাতির নিকট অবিশ্বাস্য নহে, যেহেতুক অপক্ষপাতী, নির্ব্বিরোধী, সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া ইহাই স্থির জানেন যে, দেশ, কাল, পাত্রানুসারে জীবের উপকারার্থে ঈশ্বরের অনুগ্রহে সকলি সম্ভব, কিছুই অসম্ভব নহে, যেহেতুক এই প্রপঞ্চ রচনা ঈশ্বরের অধীন, অতএব তিনি এই জগতে সকলি করিতে পারেন, এবং কালে কালে অবতার হইয়া সর্ব্বদেশেরি হিতজনক হইয়াছেন, হইতেছেন, ও হইবেন, ইহাতে সন্দেহ কি ?

সেই ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা অসম্ভব ক্রিয়া সর্ব্বদেশেই ঘটিয়াছে। তাহা সর্ব্বদেশীয় শাস্ত্রে উপলব্ধি হইতেছে। অতএব স্ব স্ব দেশীয় শাস্ত্রবক্তাগুরুপদেশ মতে দশবিধ ধর্ম্ম পালন করিলেই সকলেরি মঙ্গল হয়, যেহেতুক স্বধর্ম্ম রক্ষাতেই পরম মঙ্গল, একথা সকল দেশেরি বিজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। হিন্দুরা কহেন, (যস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্য ক্রমাগতঃ। বর্ণানাং সান্তরা নানাং স সদাচার উচ্যতে।) এবং মুসলমানেরা কহেন, (বর্দিনে খোদ ইয়াদ্ কুন্ কে আজাঁ হাসিলে দোজাহানস্ত্)

অর্থাৎ আপনধর্ম্মে বিশ্বাস করহ, তাহাতেই ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকেই সুখ হয়। এবং যৎকালে বিলাতে নানাপ্রকার নাস্তিকবাদ হইয়া, খৃষ্টানমতকে অনেকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তৎকালে বিলাতের বাদসাহের অনুমত্যানুসারে তৎকালীন এডিসন (Addison) নামা মহাপণ্ডিত নাস্তিকমতের নিরাকরণার্থে গ্রন্থ রচনা করিয়া, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, (The wisest and best men of all ages of the world have been those who lived up to the Religion of their country when they saw nothing in it. Opposite to morality and to the best light they had of the Devine nature.) অর্থাৎ যাঁহারা স্বদেশীয় ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহাদিগকেই পৃথিবীর সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে পরমজ্ঞানী ও বিশিষ্টশিষ্ট করিয়া বলা যায়, যদি সে, ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ বা ঈশ্বরতত্ত্ববিরুদ্ধ না হয়। অতএব হে হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান, জাতিচতুষ্টয়! তোমরা পরস্পর দ্বেষ, মৎসরতা, ঘৃণা, ঈর্ষা, অসূয়া ইত্যাদি দোষকে ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব দেশীয় শাস্ত্রোক্ত দশবিধ ধর্ম্মাবলম্বন করত কালযাপন করহ; তাহাতেই ইহলোকে ও পরলোকে সুখ প্রাপ্ত হইবে। এই দশবিধধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম, এ কথা হিন্দুর শাস্ত্রে স্পষ্টই কহিয়াছেন, তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে। (অহিংসা সত্যমস্তেয়মকামক্রোধলোভতা। ভূতপ্রিয়হিতেহাচ ধর্ম্মোয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ।) তোমরা

পরস্পর যে ব্যক্তি যে মতাশ্রয় করিয়া থাক, কিন্তু সকল মতেই এক ঈশ্বর সকলেরি প্রাপ্য হইয়াছেন। যেমন তোমরা পৃথক পৃথক দ্বার দিয়া পৃথক পৃথক পথপ্রদর্শক সহকারে এই রাজাকে প্রাপ্ত হইয়াছ। অতএব ঈশ্বরপ্রাপ্তি লইয়া বিষয়, বিবাদ বিসম্বাদ লইয়া বিষয় নহে, সুতরাং কুতর্ক-ত্যাগে ঈশ্বরানুরাগে মগ্ন হও। যদি তোমাদিগের আমার কথায় অবিশ্বাস হয়, তবে বেদ ও কোরাণ ও তৌরাত ও গাস্পেল এই চারি শাস্ত্রের বচন সমন্বয় শ্রবণ করিয়া বিগত দ্বেষ হও। এবং জগৎকে পরমেশ্বরের ক্রীড়াস্থান পুষ্পোদ্যানের ন্যায় জানিয়া, অবিরোধে সর্ব্বত্র শোভা দর্শন করিয়া ধন্যবাদ করহ। পুষ্পোদ্যানের শোভা কেবল এক জাতীয় পুষ্পশ্রেণীতে হয় না। নানা জাতীয় পুষ্পের প্রয়োজন রাখে, তদ্রূপ পরমেশ্বরো নানা জাতীয় লোককে সৃষ্টি করিয়া, আপনি এই শোভা বিস্তার করিয়াছেন। অতএব সকল জাতিকে একজাতি করিতে চেষ্টাকরা বিফল। এচেষ্টা পূর্ব্বকালেও অনেক অনেক দিল্লীস্থ যবন বাদসাহ করিয়াছিলেন, সফল হয় নাই। যেহেতুক এচেষ্টা সফল হইবার নহে, পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই এই বিচিত্র রচনা হইয়াছে, তাহা না হইলে অবয়বভেদ, দেশভেদ, বেশভেদ, ভাষাভেদ, জাতিভেদ, মতভেদ কেন হইবেক? এই প্রস্তাব করণানন্তর সর্ব্বশাস্ত্রেপণ্ডিত, সর্ব্বভাষাবিৎ রাজমন্ত্রী সর্ব্ব-জাতির পরিতোষার্থে সংস্কৃত ভাষায় এই শ্লোক পাঠ করিলেন, তাহা শুনিয়া সকলেই অবাক হইলেন।

শ্লোক।

বহু কুসুমেন যথৈবোদ্যানং, ভাতি মনোহর লীলাস্থানং।
বহু ধর্ম্মেণতথৈব বিচিত্রং, জগদিদমেবহি ভাতি পবিত্রং॥
কানন মধ্যে যূথী যাতী, যদ্বদ্বিবিধং কুসুমং ভাতি।
জগতি তথৈবহি নানা জাতি বিবিধো ধর্ম্মো বিবিধাখ্যাতিঃ
পুষ্পণৈকেনচ বনশোভা, কচিদপি নভবতি মানসলোভা।
একেনচ ধর্ম্মেণ তথৈব, শ্রীরপি জগতো ভবতি বৃথৈব॥
উপবনকর্ত্তা মালাকারঃ, প্রভবতি যদ্বৎ স্বেচ্ছাচারঃ।
ত্রিভুবনকর্ত্তা তদ্বদ্ভাতি, স্বীয়েচ্ছাতো ভুবনং পাতি॥
রাগদ্বেষজনিতবৈষম্যং, মালাকারে ন ভবতি গম্যং।
তদ্বৎ পরমেশে গুণশূন্যে, নহি বৈষম্যং সচৈতন্যে॥
মালাকারো যত্রহি যদ্বৎ, বিহিতং কুসুমং রক্ষতি তত্তৎ।
যদ্ধর্ম্মো বিহিতোপি চ যত্র, ব্রহ্ম তথৈবহি রক্ষতি তত্র॥
উপবন মধ্যে সৌরভ যুক্তং, মালাকারঃ কুরুতে সিক্তং।
দূরেক্ষিপতিচ কণ্টকবৃক্ষং, তেন তদৈশ্বর্য্যং প্রত্যক্ষং॥
ঈশস্তদ্বদ্দেশ বিশেষে, রক্ষতি সদ্ধর্ম্মং পরিশেষে।
দূরে বাদ বিবাদ বিশালং, ক্ষিপতিচ ধর্ম্মং কণ্টকজালং॥
মালাকারসমঃ পরমেশ স্তেন বিসৃষ্টো ধর্ম্ম বিশেষঃ।
বহুধর্ম্মো বহু পুষ্প সমানঃ, বহুভক্তো বহুমধুপ বিধানঃ॥
নিজ ধর্ম্মায় সদা কুরু চেষ্টা, মাভবরে পরধর্ম্মাদ্বেষ্টা।
যস্মিন্ দেশে যো ব্যবহারঃ, সহিতদ্দেশে বিহিতাচারঃ॥

অর্থাৎ।

বহুবিধ কুসুমেতে সুদৃশ্য কানন।
অতিশয় মনোহর সে হয় যেমন॥
বহুবিধ ধর্ম্মেতেও বিচিত্র ভুবন।
সকলের মনোরম্য হয় হে তেমন॥

কাননে যেমন শোভে পুষ্প নানা জাতি।
মল্লিকা মালতী গন্ধরাজ যূথী যাতী॥
নানা ধর্ম্ম নানা জাতি জগতে তেমন।
হিন্দু, মুসলমান, মূষা খৃষ্টপরায়ণ॥
এক পুষ্পে নাহি হয় কাননের শোভা।
বহুপুষ্প হলে তবে শোভা মনোলোভা॥
এক ধর্ম্মে জগতেরো নাহয় শোভন।
বহুধর্ম্ম হলে শোভা হয় বিলক্ষণ॥
ইচ্ছা অনুসারে মালী কাননে যেমন।
স্থান বুঝে নানা পুষ্প সেকরে রোপণ॥
জগৎ রচনাকর্ত্তা তেমতি প্রকারে।
স্বেচ্ছামত রচনা করেন এসংসারে॥
ছোট বড় নানা ফুল করিলে রোপণ।
মালীর বৈষম্য দোষ নাহয় যেমন॥
ঋজু বক্র নানা ধর্ম্ম করিলে স্থাপন।
ঈশ্বরে বৈষম্য দোষ নাহয় তেমন॥
যেখানে যে ফুল দিলে ভাল দেখা যায়।
সে খানে মালী যেমন সে ফুল বসায়॥
যেদেশে যে ধর্ম্ম হলে লোকে সুখ পায়।
সেদেশে ঈশ্বর সেই ধর্ম্মকে চলায়॥
সুদৃশ্য কুসুম যত সুগন্ধে মোদিত।
কাননের মাঝে মালী করয়ে স্থাপিত॥
গন্ধহীন ফুল যত কাঁটায় জড়িত।
আশে পাশে রাখে মালী বুঝে হিতাহিত॥
ঈশ্বরো দেশ বিশেষে রাখেন সদ্ধর্ম্ম।
কে বুঝিতে পারে সেই ঈশ্বরের মর্ম্ম॥
কোথাও বিবাদ হীন ধর্ম্ম আর কর্ম্ম।

কোথাও কুতর্ক ধর্ম্ম মনুষ্য নিষ্কর্ম্ম ॥
দেশ কাল পাত্র মতে রচে মালাকার।
ঈশ্বরের রচনাও তেমতি প্রকার॥
সত্ত্বরজস্তমোগুণে যেমন যাহার।
অধিকার সেই ধর্ম্ম দিলেন তাহার॥
বহুধর্ম্ম বহুপুষ্প করি হেন জ্ঞান।
বহু ভক্ত যেন বহু ভ্রমর সমান॥
যে রসে যেরত তার তাহারি সন্ধান।
যার যে প্রকৃতি তার তেমনি বিধান॥
আপন আপন ধর্ম্ম রাখ সবিশেষ।
পরধর্ম্মে কিন্তু কেহ নাকরিও দ্বেষ॥
সকলেরি গম্য সেই এক পরমেশ।
দ্বেষ ছেড়ে সে ঈশ্বরে করহ প্রবেশ॥
পূর্ব্বাপর যেদেশে যে আছে ব্যবহার।
সেই হয় সে দেশের বিহিত আচার॥
দেশাচার মত রাখ নিজ অধিকার।
অধিকারি ভেদে শাস্ত্র বিবিধ প্রকার॥

হিন্দুজাতি রাজমন্ত্রির মুখে এই সংস্কৃত শ্লোক শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন, ধন্য ধন্য মহারাজ এবং ধন্য তাঁহার অমাত্যগণ যে, অস্মদাদির শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিয়া সারোপদেশ করিলেন। অস্মদাদির সকল শাস্ত্রের সার গীতাশাস্ত্র, তাহাতেও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে (স্বধর্ম্মে নিধনং

শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ) অর্থাৎ স্বধর্ম্মে মরণ হয় সেহ ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম আশ্রয় করা নহে, যেহেতুক তাহাতে ভয় উপস্থিত হয়। কিন্তু স্বধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াও কাহারো দ্বেষ করিবেক না, সকলের সহিত নির্বৈর হইবেক তাহাও ঐ গীতায় কহিয়াছেন, (মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরযোমদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃসমামেতি পাণ্ডবঃ।) অর্থাৎ যেব্যক্তি মদ্ভক্ত কর্ম্ম করে, মৎপর হইয়া মদ্ভক্ত হয়, এবং সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈর হয়, সেই আমাকে প্রাপ্ত হয়। অতএব আপনি নির্ব্বৈর হইয়া স্বধর্ম্ম পালনে আজ্ঞা করিতেছেন, ইহা সর্বশাস্ত্রসম্মত। এই কথা কহিয়া হিন্দুজাতি রাজাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক রাজসন্নিধান হইতে বিদায় হইলেন। তৎপশ্চাৎ মুসলমান ও ইহুদী ও খৃষ্টান ইহারাও পরস্পর বৈরতা ত্যাগ করিয়া, ধন্য ধন্য বলিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, এবং তদবধি সংকল্প করিলেন যে, অতঃপর কেহ কাহারো ধর্ম্মদ্বেষ করিব না। সকল ধর্ম্মে লক্ষ্যএক পরমেশ্বরকেই আরাধনা করিব।

সমাপ্তোয়ংগ্রন্থঃ।

সাহিত্য-যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা।

সর্ব্বোপাস্য, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বান্তর্যামি, সর্ব্বস্বামি, সর্ব্বভূতেরকর্ত্তা, পাতা, বিধাতাকে সর্ব্বতোভাবে প্রণাম পুরঃসর সর্ব্বমোদতরঙ্গিণী নামক এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান্ এই চারি জাতির স্ব স্ব ধর্ম্ম বিচার ছলে সর্ব্বধর্ম্মের মর্ম্ম এক পরমেশ্বরোপাসনা, ইহাই শাস্ত্রোক্তি ও সদ্যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইল। এবং অজ্ঞানতা প্রযুক্ত পরস্পর বিবাদ করিলে কোন ফল দর্শেনা; বরং স্বদেশীয় পরম্পরা প্রাপ্ত ধর্ম্মাচার করাতেই সকল ফল ফলে ও সদাচারো সিদ্ধ হয়, ইহাই বহুবিধ কুতর্কচ্ছেদ পূর্ব্বক নির্য্যাস করা গেল। গ্রন্থের প্রয়োজন কেবল সাধুজনের স্বধর্ম্মস্থাপন এবং পরকীয় ধর্ম্মে প্রবৃত্তি নিবারণ মাত্র। যেহেতুক ইদানী কলিকাতানগরে অনেকে অনেক প্রকার ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া, কোন্ ধর্ম্ম উত্তম কোন্ ধর্ম্ম অধম এই প্রকার সংশয়সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তিসকল সর্ব্বশেষে সর্ব্বধর্ম্মত্যাগী হইয়া নাস্তিকপথাবলম্বন পূর্ব্বক "ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট" হইতেছেন। অতএব সকল ধর্ম্মের মর্ম্ম এক ঈশ্বরকে মানা একং তৎসৃষ্ট সর্ব্ব জীবের প্রতি সমভাবে দয়া করা ইহাই পরিণামে উপদেশ করা গেল। এবং তাহাতেই নাস্তিকের নাস্তিকতাও রহিত করা হইল।

ধর্ম্মের বাদানুবাদ ঘটিত বিচার রাজসভা ব্যতিরেকে বর্ণন করাতে সুশ্রাব্য হয় না। যেহেতু পূর্ব্বকালে গৌড়দেশের রাজসভায় নানা ধর্ম্মের বিচার হওয়াতে তদুপলক্ষে বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী নামক এক গ্রন্থ হইয়াছিল। অতএব সেই দৃষ্টান্তে সম্প্রতি শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরেল বাহাদুরকে এতদ্দেশের রাজস্বরূপ নিশ্চয় করিয়া, রূপকালঙ্কারে সেই দরবারে সভা কল্পনা পূর্ব্বক হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টানের পরস্পর বিচার বিস্তার বর্ণন করিলাম। এবং রাজা প্রজার প্রতি সহজেই অপক্ষপাতি, সকলের পক্ষে সপক্ষ কাহারো পক্ষে বিপক্ষ নহেন; সুতরাং সেই অভিপ্রায়ে রাজমন্ত্রী কর্ত্তৃক সর্ব্ব সাধারণের সারোপদেশ অবশেষে প্রকাশ

করিলাম। প্রার্থনা, অপক্ষপাতি সকলে পক্ষাপক্ষে নিরপেক্ষ হইয়া, এ গ্রন্থের তাৎপর্য্যকে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ ত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মৎসর হইয়া, স্বধর্ম্মে অবস্থিতি করেন। যেহেতুক স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। অপর এতদগ্রন্থে নির্ম্মৎসর ধর্ম্ম কথনপূর্ব্বক সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বির প্রতি স্ব স্ব ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দেওয়াতে, সর্ব্বজনেরি আমোদ বিস্তার করা গেল, এজন্য এগ্রন্থের নাম সর্ব্বামোদ তরঙ্গিণী হইল।

শ্লোক।

বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী বিরচিতাপূর্ব্বং যথা পণ্ডিতৈঃ
পক্ষোপাক্ষি বিবাদ ভঞ্জন কৃতে গৌড়েশ্বরস্যাজ্ঞয়া।
সর্ব্বামোদতরঙ্গিণী খলু তথা সম্পাদিতা সম্প্রেতং
নানা জাতি বিবাদভঞ্জন কৃতে ধর্ম্মোপদেশায়চ॥

অর্থাৎ।

পূর্ব্বকালে গৌড়দেশে রাজার সভায়।
শাক্ত শৈব বৈষ্ণবাদি পঞ্চ সম্প্রদায়॥
বিবাদ হইলে বাদ ভঞ্জন কারণ।
বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী হৈল নিবন্ধন॥
এখন হিন্দু যবন ম্লেচ্ছের কলহ।
ভঞ্জন কারণ এই হইল সংগ্রহ॥
সর্ব্বামোদতরঙ্গিণী ইহার আখ্যান।
ইহাতে বিদিত হয় ধর্ম্মের সোপান॥

কলিকাতা শোভাবাজার
বালাখানা ষ্ট্রীট
সন ১২৫৮ সাল। } গ্রন্থকার।